গবেষণাপত্র সংকলন-২৪

ওয়াসীলা

وسيلة

আবুল কাসেম মুহাম্মাদ
আবদুল হাকীম মাদানী

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-২৪

ওয়াসীলা

আবুল কাসেম মুহাম্মাদ
আবদুল হাকীম মাদানী

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব বিআইসি

প্রকাশকাল মে, ২০১৫
বৈশাখ, ১৪২২
শাবান, ১৪৩৬

প্রচ্ছদ : জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : সত্তর টাকা মাত্র।

Wasila Written by Abul Qahsem Muhammad Abdul Hakim Madani & Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000, 1st Edition May 2015 Price Taka 70.00 only.

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

ওয়াসীলা মু'মিন জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকলে নিজের অজান্তেই শিরকের মত ভয়াবহ পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। শাইখ আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম মাদানী 'ওয়াসীলা' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র রচনা করেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের গবেষণা বিভাগ থেকে পত্রটির উপর রিভিউ প্রতিবেদন পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট এর কপি পাঠানো হয়। যাঁরা এই গবেষণাপত্রটির উপর তাঁদের মূল্যবান রিভিউ প্রতিবেদন পাঠিয়ে আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন, তাঁরা হলেন- ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক, আ.ন.ম. রফীকুর রহমান, ড. মুহাম্মদ মতিউল ইসলাম, ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, ড. শাফী উদ্দীন আহমদ ও ইঞ্জিনিয়ার মাওলানা আতহার উদ্দীন। সম্মানীত লেখক রিভিউ প্রতিবেদনগুলোর নিরিখে লেখাটিকে আরো পরিশীলিত করে নিয়েছেন।

আমরা আশা করি, এটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থভাণ্ডারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে বিবেচিত হবে এবং পাঠক-পাঠিকাদের একটি বড় রকমের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র :

১। ভূমিকা ॥ ৭
২। ওয়াসীলা (وَسِيْلَة)-এর পরিচয় ॥ ৯
ক) আভিধানিক অর্থ ॥ ৯
খ) প্রচলিত ও শার'ঈ অর্থ ॥ ১০
গ) আল-কুরআনে ওয়াসীলা শব্দের উল্লেখ ও অর্থ নির্ধারণ ॥ ১১
ঘ) হাদীস শরীফে ওয়াসীলা শব্দের উল্লেখ ও অর্থ নির্ধারণ ॥ ২১
ঙ) ওয়াসীলার দর্শন ॥ ২৫
৩। ওয়াসীলার প্রকারভেদ ॥ ২৯
ক) পার্থিব ওয়াসীলা বা ইহকালীন ওয়াসীলা ॥ ২৯
খ) পরকালীন ওয়াসীলা বা অপার্থিব ওয়াসীলা ॥ ৩১
৪। পরকালীন ওয়াসীলার ধরন ও প্রকারভেদ ॥ ৩২
* **বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলা ॥ ৩২**
ক। বিশুদ্ধ ঈমান গ্রহণ করা ॥ ৩২
খ। 'আমলে সালেহ তথা নেক কাজ করা ॥ ৩৩
গ। ঈমান বিনষ্টকারী কাজ থেকে দূরে থাকা ॥ ৩৫
ঘ। 'আমলে সালেহ বিনষ্টকারী ও 'আমলে সালেহ বিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকা ॥ ৩৭
* **দু'আকেন্দ্রিক ওয়াসীলা ॥ ৩৯**
ক। 'ঈমান'এর ওয়াসীলা দেয়া ॥ ৪০
খ। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দেয়া ॥ ৪৩
গ। নেক 'আমলের ওয়াসীলা দেয়া ॥ ৪৮
ঘ। নেককার ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা দেয়া ॥ ৫১
ঙ। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া/ তথা ওয়াসীলা বিয্যাত ॥ ৫৮
৫। ওয়াসীলা বিয্যাত এর পক্ষে ভ্রান্ত ধারণা ও তার জবাব ॥ ৬৩
৬। ওয়াসীলা বিয্যাত বা সত্তাগত ওয়াসীলার প্রকারভেদ ও হুকুম ॥ ৯১
৭। আমাদের দেশে প্রচলিত ওয়াসীলা ও তার ধরন ॥ ৯৫
৮। ইসলামী শারী'আত সম্মত ওয়াসীলা ॥ ১০০
৯। আমাদের করণীয় ॥ ১০১
১০। উপসংহার ॥ ১০১
১১। তথ্যসূত্র ॥ ১০২

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

১। ভূমিকা:

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِىْ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالى رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَجَعَلَ الْاِيْمَانَ به وَسِيْلَةً لِلنَّجَاةِ يَوْمَ الدِّيْنَ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِه الْهَادِيْنَ الْمَهْدِيْنَ وَ عَلى مَنِ اهْتَدى بِهَدْيِهِ اِلى يَوْمِ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِيْنَ- اَمَّابَعْدُ

ওয়াসীলা (وَسِيْلَة) শব্দটি আরবী। তবে আরবী হলেও এটি সকল ভাষাভাষী মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত একটি শব্দ। শার'ঈ পরিভাষা হওয়ার কারণে এর গুরুত্ব অনেক। আলকুরআনে এ শব্দটি ২ বার এসেছে। হাদীসের মধ্যেও অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় সকল আলেম ও ইমামের মুখে ওয়াসীলা শব্দের উচ্চারণ শুনা যায়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেহেতু ওয়াসীলা অন্বেষণ করতে মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে আমাদেরকে আহ্বান করেছেন, তাই আমাদের সমাজে এর গুরুত্বটাও বেড়ে গিয়েছে।

বস্তুত: ওয়াসীলার এ গুরুত্বের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই বরং সবাই কিন্তু ওয়াসীলাকে স্বীকার করছে, এর গুরুত্বও স্বীকার করছে এবং একে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারেও তৎপর রয়েছে। আসল কথা কিন্তু এখানে নয়। আসল কথা হল এর সঠিক অর্থ ও তত্ত্ব নিয়ে। ওয়াসীলার সঠিক অর্থ ও তত্ত্ব কি? আলকুরআনে এ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? হাদীসে বা এদ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ দ্বারা উদ্দেশ্য বা কি? তা ব্যাখ্যা করা ও অনুধাবন করা খুবই জরুরী। কারণ এর সঠিক ব্যাখ্যা একদিকে মানুষকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যপানে চলতে সাহায্য করতে পারে। অন্যদিকে এর ভুল ব্যাখ্যা মানব জাতিকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করতে পারে। আর এতে সৃষ্টি হতে পারে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসা, বিদ্বেষ, অবান্তর ফাতোয়াবাজী ও অনৈক্য, যা বর্তমানে আমাদের আলেম সমাজে পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

বস্তুত: আলকুরআন ও হাদীসে ওয়াসীলা শব্দটি নৈকট্য, মর্যাদা, পজিশন, সম্মান, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সাধারণভাবে এটি মাধ্যম বা উপকরণ অর্থেও এসে থাকে। তবে কুরআন, হাদীস, উলামায়ে মুফাসসিরীন এবং অন্যান্য বিজ্ঞজনদের কাছে মাধ্যম বলতে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের সঠিক ও বৈধ মাধ্যমকেই বুঝানো হয়েছে। আর সে বৈধ ও সঠিক মাধ্যম হল ঈমান ও 'আমলে সালেহ। এছাড়া ঈমান ও

www.bjilibrary.com

'আমলে সালেহ বিধ্বংসী যাবতীয় বিশ্বাস ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। উপরন্তু ঈমান, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী, 'আমলে সালেহ ও কারো দু'আর ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা বা দু'আ করাও বৈধ ওয়াসীলার অন্তর্ভুক্ত। এর সপক্ষে অসংখ্য আয়াত, হাদীস ও ইমামদের বক্তব্য রয়েছে। এরূপ ওয়াসীলার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। বস্তুতঃ এটাই হল সঠিক ওয়াসীলা। আর আল কুরআন ও হাদীস আমাদেরকে এদিকেই পথ নির্দেশনা দিচ্ছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, কোন কোন আলেম নামধারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ওয়াসীলার সত্য সঠিক ও স্বাভাবিক অর্থকে বিকৃত করে কোন নির্দিষ্ট নামে নামাঙ্কিত অনাবী ব্যক্তিকে ওয়াসীলা হিসেবে স্থির করেছে এবং শর্তহীনভাবে তার আনুগত্য করাকে ফারয সাব্যস্ত করেছে। এমনকি তার হাতে বাই'আত না করাকে কুফরী ও বেঈমানী বলে প্রচার করছে। অথচ এ সবই ওয়াসীলার ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা। এ ভুল ব্যাখ্যা কখনও কখনও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে। তাদের কেউ কেউ তো এ বিশ্বাস করছে যে, দু জনের হাতে বাই'আত করলে এ দুজনে বাই'আত কারীর দু হাত ধরে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। অন্যদিকে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির যাত ও ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার এক নিয়ম পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত আছে। সে ব্যাপারে সাহীহ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা আছে তা সবই অর্থ বিকৃতি, মিথ্যা ও অবান্তর। মূলত এ প্রবন্ধে আমি কুরআন ও হাদীসের আলোকে ওয়াসীলার সঠিক ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি। সাথে সাথে এর ভুল ব্যাখ্যার সপক্ষে যে সব অজুহাত পেশ করা হচ্ছে তার জবাব দেয়ারও চেষ্টা করেছি। এছাড়া কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি বাতিল সেদিকেও দিক নির্দেশনা দিতে সচেষ্ট হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ওয়াসীলার সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে, সে আলোকে 'আমল করতে এবং ওয়াসীলার ভুল ব্যাখ্যা বর্জন করতে তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.bjilibrary.com

২। ওয়াসীলা (وَسِيْلَة) এর পরিচয়:

ওয়াসীলা (وَسِيْلَة) শব্দটি আরবী। সকল ভাষাভাষী ও সকল মুসলিম জনগোষ্ঠির নিকট শব্দটি অতি পরিচিত। আরবী অভিধানের দিক থেকে এ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক) আভিধানিক অর্থ:

১) ওয়াসীলা অর্থ উপায়, উপকরণ, অবলম্বন, ব্যবস্থা ও মাধ্যম, যদ্বারা কাংখিত লক্ষ্যে পৌছা যায়। যেমন: وَسِيْلَةُ الْمُوَاصَلَاتِ অর্থ হল যোগাযোগ ব্যবস্থা, যোগাযোগের মাধ্যম। তদ্রপ وَسِيْلَةُ النَّقْلِ এর অর্থ হল পরিবহন ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর বহুবচন হল, "وَسَائِل" যেমন; وَسَائِلُ الدَّعْوَةِ দাওয়াতের উপকরণ, মাধ্যম ও অবলম্বন। ইংরেজীতে Media বা Medium বলা হয়। (২) ওয়াসীলা অর্থ: আগ্রহভরে সংযোগ বা মিলন, ভালবাসা মিশ্রিত সম্পর্ক ও বন্ধন। (৩) ওয়াসীলা অর্থ নৈকট্য, সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা, সম্মান, পজিশন, ইত্যাদি।

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী (র.) বলেন, "اَلْوَسِيْلَة: اَلتَّوَصُّلُ إِلَى الشَّيْءِ بِرَغْبَةٍ" ওয়াসীলা অর্থ হল: আগ্রহ ভরে কোন কিছুর সাথে সংযোগ স্থাপন করা, মিলিত হওয়া। এটি وَصِيْلَة শব্দের চেয়ে বৈশিষ্টপূর্ণ। কারণ وَسِيْلَة শব্দের মধ্যে আগ্রহ অর্থটি বিদ্যমান রয়েছে যা وَصِيْلَة শব্দের মধ্যে নেই।। اَلْوَاسِل শব্দের অর্থ হল: আল্লাহতা'আলার প্রতি আগ্রহী বা উৎসাহী[১]"وَسَلَ فُلَانٌ إِلَى اللهِ بِالْعَمَلِ يَسِلُ وَسْلًا" এর অর্থ হল: অমুক ব্যক্তি 'আমলের মাধ্যমে আল্লাহতা'আলার নৈকট্য লাভ করল, নিকটবর্তী হল বা ঘনিষ্ঠ হল এবং আল্লাহতা'আলার প্রতি আগ্রহী হয়ে তাকে পেতে চাইল ও কামনা করল। আর وَسَلَ فُلَانٌ اِلَي اللهِ تَعَالَى অর্থ হল:- অমুক ব্যক্তি এমন একটি কাজ করল যদ্বারা সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করল। اَلْوَسِيْلَة শব্দের অর্থ হল: সংযোগ, মিলন, নৈকট্য ও সান্নিধ্য, জান্নাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও পজিশন। اَلْوَسِيْلَة অর্থ হল: রাজা বাদশার নিকট পজিশন, সম্মান ও নৈকট্য[২]।

শাইখ আততাহির আহমাদ (র.) বলেন: "ওয়াসীলা" অর্থ রাজা বাদশাহদের নিকট পজিশন, সম্মান ও নৈকট্য। وَسَلَ فُلَانٌ اِلَي اللهِ تَعَالَى تَوْسِيْلًا এর অর্থ হল: অমুক ব্যক্তি এমন একটি কাজ করল যদ্বারা সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করল। এছাড়া وَاسِل শব্দটি ওয়াজিব অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি আগ্রহী অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৩]

---

১. আল মুফরাদাত: রাগিব ইস্পাহানী: الوسيلة শব্দ দ্রষ্টব্য, পৃ: ৫২৩-৫২৪।

২. আল মু'জাম আল ওয়াসীত: وسل ও الوسيلة শব্দ দ্রষ্টব্য: ২:১০৩২ পৃ:

৩. তারতীব আল কামুস আল মুহীত: আত তাহির আহমাদ: و س ل শব্দ দ্রষ্টব্য: ৪:৬১২।

www.bjilibrary.com

আল্লামা ইবনুল আসীর আল জাযারী (র:) বলেন: اَلْوَسِيْلَة শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল: এমন কিছু যার মাধ্যমে কারো সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায় এবং কারো নৈকট্য অর্জন করা যায়। এর বহুবচন وَسَائِل (ওয়াসায়েল)। তবে আযানের হাদীসে উল্লেখিত ওয়াসীলা অর্থ আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য। কেউ বলেন ওয়াসীলা অর্থ: কিয়ামাতের দিনের শাফা'আত, জান্নাতের একটি পজিশন ও মর্তবা।[৪] উপরোক্ত আভিধানিক অর্থের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াসীলা শব্দটি তিন ধরনের অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। (ক) উপায়, উপকরণ, অবলম্বন, ব্যবস্থা, মাধ্যম ইত্যাদি। (খ) নৈকট্য, সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা। (গ) আগ্রহ, আকাংখা, কামনা, উৎসাহ উদ্দীপনা ইত্যাদি। তবে স্থান, কাল, পাত্রভেদে ওয়াসীলা শব্দটি হাজত বা প্রয়োজন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে এ রকম একটি বক্তব্য বর্ণিত আছে[৫]। তবে এ অর্থটি বেশ অপরিচিত।

খ) প্রচলিত ও শার'ঈ অর্থ:

সমাজে প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী এমন কোন পথ, পন্থা, ব্যক্তি বা বিষয়কে ওয়াসীলা বলা হয়, যার মাধ্যমে কাংখিত লক্ষ্যে পৌছার আশা করা হয়।

আর শারী'আতের পরিভাষায় ওয়াসীলা বলতে বুঝায় শারী'আত নির্ধারিত এমন পথ ও পন্থা যা অবলম্বন করার মাধ্যমে মানুষ তার চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করতে পারে।

বস্তুত: 'ওয়াসীলা' শব্দের এ অর্থ বিচারে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার আদেশ ও নিষেধ মান্য করা। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেন-

وَ حَقِيْقَةُ اَلْوَسِيْلَة اِلَى اللهِ تَعَالى: مُرَاعَاةُ سَبِيْلِهِ بِالْعِلْمِ وَ الْعِبَادَةِ وَ تَحَرِّى مَكَارِمِ الشَّرِيْعَةِ وَهِيَ كَالْقُرْبَةِ.

'আল্লাহ তা'আলার নিকট ওয়াসীলা অন্বেষণের বাস্তব অর্থ হল: জ্ঞান, 'ইবাদাত এবং বিধিবিধান পরিপালনের মাধ্যমে আল্লাহর পথকে আঁকড়িয়ে ধরা ও যত্নবান হওয়া। এটি কুরবাত তথা নৈকট্যের অনুরূপ অর্থ বহন করে।'[৬] ইমাম শানকীতি (র.) বলেন :

اِنَّ اَلْوَسِيْلَة اَلتَّقَرُّبُ اِلَى اللهِ تَعَالى بِالْاِخْلَاصِ لَهُ فِى الْعِبَادَةِ عَلى وَفْقِ مَا جَاءَ بِه الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ-

ওয়াসীলা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উপস্থাপিত পদ্ধতির

---

৪. আন নিহায়াহ: ইবনুল আসীর: وسل শব্দ দ্রষ্টব্য: ৫:১৮৫ পৃ:।

৫. আল্লামা শানকীতির বক্তব্য দ্রষ্টব্য: অত্র পুস্তকের ১০ পৃ. (আদওয়াউল বয়ান)

৬. আল মুফরাদাত: রাগিব ইস্পাহানী: الوسيلة শব্দ দ্রষ্টব্য (পৃ- ৫২৪)

www.bjilibrary.com

নিরিখে ইখলাসের সাথে যাবতীয় 'ইবাদাত প্রতিপালনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা।[৭]

ড. ইজ্জত আলী আতিয়্যাহ বলেন: তাওয়াচ্ছুল বা ওয়াসীলা হল- আল্লাহ তা'আলা যা কিছু পছন্দ করেন তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা অথবা তাঁর কাছে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা যা মূলত: তাকওয়ার আবশ্যকীয় পরিণতি এবং ঈমানের সুন্দর ফল।[৮]

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা ও বিভিন্ন মনীষীদের উক্তির আলোকে সুস্পষ্ট হল যে, ওয়াসীলা অর্থ নৈকট্য এবং কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম।

আর ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় ওয়াসীলা বলতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত এমন পথ, পন্থা ও নিয়ম-নীতিকে বুঝানো হয়েছে যা অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে কাংখিত লক্ষ্য (আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি) অর্জন করা যায়।

গ) আল কুরআনে ওয়াসীলা শব্দের উল্লেখ ও অর্থ নির্ধারণ:

আল কুরআনে ওয়াসীলা (وسيلة) শব্দটি মোট ২ বার এসেছে। প্রথম স্থান হলো সূরা আল মায়িদাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُواْ فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

'হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর , তার নিকট ওয়াসীলা অন্বেষণ কর এবং তারঁ পথে জিহাদ কর। তোমরা সফলকাম হতে পারবে।'[৯]

দ্বিতীয় স্থান হল সূরা বানী ইসরাইল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا– أُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا –

'আপনি বলুন, তাকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা (উপাস্য) বিশ্বাস করছ, তাদেরকে ডাক। তারা তোমাদের কষ্ট দূর করারও ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। যাদেরকে তারা আহবান করছে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নিকট নৈকট্য অন্বেষণ করছে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্যশীল। তারা তার রহমাত ও করুণার আশা করছে এবং তার শাস্তিকে ভয় করছে। নিশ্চয় আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ'।[১০]

---

৭. আদওয়াউল বায়ান: শানকীতী (২:৯৭-৯৯পৃ:)

৮. আল বিদআ: ইজ্জাত আলী আতিয়াহ: ৩৭৫পৃ:।

৯. সূরা আল মায়িদা: ৫:৩৫।

১০. সূরা বানী ইসরাইল- ১৭:৫৬-৫৭

www.bjilibrary.com

উল্লিখিত আয়াত দুটিতে ওয়াসীলা শব্দ এসেছে। এখানে ওয়াসীলা শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নৈকট্য, পজিশন বা সান্নিধ্য।

আল কুরআনে উল্লিখিত 'ওয়াসীলা' শব্দ দ্বারা মাধ্যম অর্থ নেয়ার সুযোগ খুবই কম। কারণ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ বাক্যের সরল সোজা অর্থ হল: তোমরা তাঁর কাছে ওয়াসীলা অন্বেষণ কর, খোঁজ কর বা তালাশ কর। বস্তুত: আল্লাহ তা'আলার কাছে তো আমরা নৈকট্য, পজিশন, সান্নিধ্য, সম্মান, মর্যাদা বা মরতবা খোঁজ করি। আমরা জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি তাঁর নৈকট্য পাওয়ার জন্য। আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার নৈকট্য অন্বেষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে মাধ্যম অর্থ না নেয়াই উচিত। কারণ তাহলে বাক্যের সরল অর্থ হবে: তোমরা আল্লাহর কাছে মাধ্যম অন্বেষণ কর বা তালাশ কর। আল্লাহ তা'আলার কাছে মাধ্যম খোঁজ করার কোন অর্থ আছে কি? মাধ্যম তো দুনিয়াতে রয়েছে, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে নৈকট্য। তবে যদি এখানে মাধ্যম অর্থ ঠিক রাখতে হয় তাহলে আয়াতের অর্থের মধ্যে কিছু শব্দ বাড়াতে হবে। অর্থাৎ এভাবে অর্থ করতে হবে: (যেমন কোন কোন অনুবাদক ও মুফাসসির করেছেন) তোমরা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ বা মাধ্যম তালাশ কর। এখানে 'নৈকট্য লাভের' জন্য শব্দ গুচ্ছ বাড়াতে হবে। অথচ এটাও এক রকম তাহরীফ বা উদ্দেশ্য বিকৃতি। তাই এখানে اَلْوَسِيْلَةَ শব্দের অর্থ হল নৈকট্য বা সান্নিধ্য।

এছাড়া একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সূরা আল মায়িদার আয়াতের মধ্যে তিনটি আদেশ রয়েছে। আর তাহল: (ক) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, (খ) তার কাছে ওয়াসীলা অন্বেষণ কর এবং (গ) তার পথে জিহাদ কর। এর মধ্যে ১ম ও ৩য় আদেশ দুটি সরাসরি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাকওয়া ও জিহাদ। এগুলো ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর ২য় আদেশ ওয়াসীলা অন্বেষণ। ওয়াসীলা শব্দের অর্থ যদি নৈকট্য দ্বারা করা হয় তখন এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত ও আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্যের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়াসীলা শব্দের অর্থ যদি মাধ্যম ধরা হয় তাহলে এটি পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পূর্বাপরের সাথে কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। অতএব আয়াতে উল্লিখিত ওয়াসীলা হল নৈকট্য বা পজিশন। আর এই নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হল আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও এমন কাজ যা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করে।

সূরা বানী ইসরাঈলে উল্লিখিত ওয়াসীলা শব্দটিও নৈকট্য অর্থে এসেছে। উক্ত আয়াতের শানে নুযুল ও আয়াতের শেষ অংশ সুস্পষ্ট ভাবে নৈকট্য অর্থই প্রকাশ করছে। এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসংগে ইমাম আল বুখারী (রা) বর্ণনা করেন:

www.bjilibrary.com

عَنْ عَبْدِ اللهِ (اِلى رَبِّهِمُ اَلْوَسِيْلَة) قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُوْنَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنُّ وَ تَمَسَّكَ هؤُلَاءِ بِدِيْنِهِمْ

'আব্দুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দল লোক কিছু জীনের পূজা করত। পরবর্তী সময় জীনরা ইসলাম গ্রহণ করল কিন্তু পূজারীরা তাদের পূর্ব কর্মনীতিতে অটল রইল (এ প্রসংগেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়)।[১১]

ইমাম মুসলিম (র:) এর বর্ণনায় এসেছে:

عَنْ عَبْدِاللهِ (اُولئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلى رَبِّهِمُ اَلْوَسِيْلَة) قَالَ كَانَ نَفَرٌمِنَ الإِنْس يَعْبُدُوْنَ نَفَرًا مِنَ الْجِنّ- فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ وَاسْتَمْسَكَ الإِ نْسُ بِعِبَادَتِهِمْ- فَنَزَلَتْ: اُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلى رَبِّهِمُ اَلْوَسِيْلَة:

'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, একদল মানুষ একদল জীনের 'ইবাদাত করত। অতপর জিনরা ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু মানুষরা জীনদের 'ইবাদাতে অটল রইল। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

اوَلَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلى رَبِّهِمُ اَلْوَسِيْلَة اَيُّهُمْ اَقْرَبُ

'এরা যাদের 'ইবাদাত করছে তারা তো তাদের রবের নিকট ওয়াসীলা (নৈকট্য) অন্বেষণ করছে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী। তারা তাঁর রহমত কামনা করছে এবং তার শাস্তিকে ভয় করছে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।[১২]

এখানে জিনদের ইসলাম গ্রহণ করাকে ওয়াসীলা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ইসলাম গ্রহণ হল আল্লাহ তা'আলার নিকট বিরাট পজিশন। এজন্যেইতো প্রত্যেক নাবী দাবী করেছেন যে, وَأَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ 'আমিই প্রথম মুসলিম'[১৩] এছাড়া আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বলেছেন, فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ "মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"[১৪]

এছাড়া আয়াতের পরবর্তী অংশে উল্লিখিত اَيُّهُمْ أَقْرَبُ 'তাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী' অংশটি প্রমাণ করছে যে, ওয়াসীলা অর্থ নৈকট্য বা পজিশন। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

আল কুরআনে "ওয়াসীলা" শব্দটি নৈকট্য বা পজিশন অর্থে ব্যবহৃত হলেও সাধারণ ও প্রচলিত ভাষায় এ শব্দটির অর্থ হল 'লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম'। এছাড়া ইবনু 'আব্বাস (রা:) এর অর্থ করেছেন হাজত বা প্রয়োজন। উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে সম্মানিত

---

১১. সাহীহুল বুখারী: কিতাবুত তাফসীর, সূরা বানী ইসরাঈল- ১৭: ৫৬- ৫৭।

১২. সাহীহ মুসলিম: কিতাবুত তাফসীর-হাদীস নং ২৮-৩০

১৩. সূরা আল আন'আম: ৬: ১৬৩

১৪. সূরা আল বাকারাহ- ২: ১৩২

www.bjilibrary.com

মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে ওয়াসীলার এ তিনটি অর্থই উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ নৈকট্য, লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম ও প্রয়োজন) যদিও আল কুরআনে উল্লিখিত ওয়াসীলা অর্থ 'নৈকট্য' বা পজিশন'। যেমন:

১। 'আল্লামা ইবন কাসীর (র:) বলেন, (وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَة) সুফ্ইয়ান ছাওরী (র:), ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়াসীলা অর্থ হলো নৈকট্য। মুজাহিদ, আবু ওয়ায়েল, হাসান, কাতাদাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু কাসীর, সুদ্দী এবং ইবনু যাইদ একই কথা বলেছেন। কাতাদাহ (রা:) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: তোমরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও সন্তুষ্টিপূর্ণ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন কর। আর ইবনু যাইদ (র:) এর সমর্থনে এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَة)। এখানে এসব ইমাম যা কিছু বলেছেন এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ওয়াসীলা হল এমন বিষয় যাকে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম বানানো যায়। এছাড়া ওয়াসীলা হল জান্নাতের সুউচ্চ পজিশনের নাম, আর তা হল জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পজিশন এবং তাঁর বসবাসের স্থান। এটি আরশের অতি নিকটে অবস্থিত জান্নাতের একটি স্থান।[১৫]

এছাড়া আল্লামা ইবনু কাসীর সূরা বানী ইসরাইলের ৫৭ নং আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে ইবনু মাস'উদ (রা:) এর বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন: 'উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আল্লামা ইবনু জারীর (র:) ইবনু মাসউদের উক্তি গ্রহণ করে বলেন- ওয়াসীলা হল নৈকট্য, যেমন কাতাদাহ বলেছেন। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (اَيُّهُمْ اَقْرَبُ) তাদের মধ্যে কে অতি নিকটবর্তী।[১৬]

২। 'আল্লামা শানকীতী (র:) সূরা আল মায়িদার ৩৫ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: এখানে ওয়াসীলা অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উপস্থাপিত তরীকা মোতাবিক ইখলাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল অর্জনের এটিই একমাত্র পথ ও পাথেয়। ওয়াসীলা শব্দের আসল অর্থ হল সে পথ ও পন্থা যা কোন কিছুর নিকটে নিয়ে যায়, পৌঁছে দেয়। আর 'উলামা সম্প্রদায়ের ঐক্যমতে সে পথ ও পাথেয় হল নেক 'আমল। কেননা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া আল্লাহর নিকট পৌছার পথ ও পাথেয় নেই। অতএব এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, যেসব আয়াত ওয়াসীলার উদ্দেশ্যকে বিবৃত করছে তার সংখ্যা অনেক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا– 'বস্তুত: রাসূল যা কিছু তোমাদেরকে দিয়েছেন

---

১৫. তাফসীরে ইবনু কাসীর- ২:৬৯ (সূরা আল মায়িদার ৩৫নং আয়াত)

১৬. তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৩: ৪৬-৪৭ (সূরা বানী ইসরাঈল- ৫৭ নং আয়াত)

www.bjilibrary.com

তা গ্রহণ কর, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।'[১৭] (এখানে রাসূলের আদেশ নিষেধ মান্য করাই হল আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ – الأية–

'বলুন , যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করে দেবেন[১৮] (এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণকে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা তথা নৈকট্যের মাধ্যম বানানো হয়েছে)আল্লাহ তা'আলা বলেন: قُلْ أَطِيعُوْا اللّٰـهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ'বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।'[১৯] (এখানে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ এটিই হল আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার মাধ্যম)

এ রকম আরো অনেক আয়াত আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম-গুলোকে বিবৃত করছে। অন্যদিকে ইবনু 'আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওয়াসীলা অর্থ প্রয়োজন বা হাজত। নাফে' আলআযরাক (রা:) যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে আরবরা কি ওয়াসীলার এ অর্থের সাথে পরিচিত? তখন তিনি কবি আনতারার এই কবিতাংশ পাঠ করলেন: إِنَّ الرِجَالَ لَهُمْ إِلَيْكَ وَسِيْلَةٌ إِنْ يَا خُذُوْكَ تُكَحِّلِيْ وَتُخَضِّبِي– 'নিশ্চয় তোমার কাছে সকল মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। যদি তারা তোমাকে নিতে আসে তাহলে তুমি চোখে সুরমা লাগাবে এবং খিযাব লাগাবে।

ইবনু 'আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে এরূপ:- (وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ 'তোমরা তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহর নিকট অন্বেষণ কর।' কেননা একমাত্র তিনিই তা পূরণ করতে সক্ষম। আর আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীটিও এ প্রার্থনা করার দৃষ্টিভঙ্গিরই ব্যাখ্যা করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰـهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰـهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ

"নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে পূজা করছো, তারা তো তোমাদের রিযিক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। অতএব তোমরা আল্লাহর নিকট রিযিক অন্বেষণ কর এবং তাঁরই 'ইবাদাত কর।"[২০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ "তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।[২১] আর হাদীস শরীফে আছে: وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ 'যখন তুমি

---

১৭. সূরা আল হাশর ৫৯: ৭
১৮. আলে ইমরান- ৩: ৩১
১৯. সূরা আন নূর- ২৪-৫৪
২০. সূরা আল আনকাবুত- ২৯:১৭
২১. সূরা আন নিসা- ৪:৩২

www.bjilibrary.com

চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে।[২২] (শাইখ শানকীতী (র:) বলেন) ওয়াসীলার অর্থের ব্যাপারে সঠিক ও সুদৃঢ় মত সেটিই যা সকল 'উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। আর তা এই যে, ওয়াসীলা হল আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উপস্থাপিত পদ্ধতির নিরিখে ইখলাসের সাথে যাবতীয় 'ইবাদাত পালনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

আর এ ব্যাখ্যার মধ্যে ইবনু 'আব্বাস (রা:) এর ব্যাখ্যাও কিন্তু শামিল হয়ে যায়। কেননা প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহকে ডাকা এবং তার কাছে কাকুতি মিনতি করা অন্যতম বড় ধরনের 'ইবাদাত, যা আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি ও রহমাত লাভ করার মাধ্যম। তিনি আরো বলেন : এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, সুফীবাদী অজ্ঞ লোকদের অধিকাংশ ভ্রান্ত অনুসারীরা এ বিশ্বাস করেন যে, আয়াতে উল্লিখিত ওয়াসীলা দ্বারা উদ্দেশ্য হল শাইখ, যিনি তাদের ও আল্লাহর মধ্যে মিডিয়া হিসেবে কাজ করবে'। এ বিশ্বাস নিতান্তই মমূর্খতা, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও সুস্পষ্ট গোমরাহির মোহে মোহাবিষ্ট হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার কিতাব নিয়ে তামাশা করার নামান্তর। বস্তুত: আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে কোন মাধ্যম গ্রহণ করা হল কাফিরদের কুফরি মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন (তারা বলতো) مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللهِ زُلْفٰى 'আমরা তো এদের 'ইবাদাত শুধুমাত্র এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দিবে।'[২৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ –

'তারা বলে যে, আল্লাহর নিকট এরা আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের যা আল্লাহ তা'আলা জানেননা এমন কোন বিষয়ের কি কোন খবর তোমরা তাকে দিচ্ছ? তাদের শিরক থেকে তিনি পবিত্র ও মহান।[২৪]

অতএব প্রত্যেক দায়িত্ববান ব্যক্তির জেনে রাখা অতীব জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, তার জান্নাত এবং রহমত অর্জন করার পথ ও পন্থা হল তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করা। যে ব্যক্তি এ পথ থেকে বিচ্যুৎ হল সে সরল সোজা পথ হারিয়ে ফেলল।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

এটি তোমাদের আশা-আকাংখায় আর্জিত হবেনা এবং কিতাবধারীদের আশা-আকাংখায়ও অর্জিত হবেনা। বরং যে ব্যক্তি অন্যায় অপরাধ করবে তাকেই তার প্রতিফল

---

২২. সুনানুত তিরমিযি, সিফাতিল কিয়ামাহ- হাদীস নং ২৫১৬

২৩. সূরা আয যুমার- ৩৯:৩

২৪. সূরা ইউনুস ১০: ১৮

www.bjilibrary.com

দেয়া হবে।'[২৫] তবে এটা সুস্পষ্ট যে, 'কবি আনতারার' কবিতাংশের মধ্যে উল্লিখিত ওয়াসীলা শব্দটির 'অর্থ প্রিয়পাত্রের নৈকট্যার্জন'ও হতে পারে। কেননা তার নিকট থেকে কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নৈকট্যতাও একটি মাধ্যম। আর এ অর্থ বুঝাবার জন্যই ইবনু জারীর, কুরতুবী প্রমূখ মুফাসসিররা কবি আনতারার উল্লিখিত কবিতাংশ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। ওয়াসীলা শব্দের বহুবচন হল (وَسَائِل) ওয়াসায়েল। যেমন কবির কবিতা: – إِذَا غَفَلَ الْوَاشُوْنَ عُدْنَا لِوَصْلِنَا*وَعَادَالتَصَافِيُ بَيْنَنَا وَالْوَسَائِلُ– 'যখন কুৎসা রটনাকারীরা উপেক্ষা করল, তখন আমরা সম্পর্ক স্থাপন করলাম। আর আমাদের মধ্যে ফিরে আসল অন্তরের নির্মলতা, ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যতা।' আমরা এখানে (সূরা মায়িদার আয়াতে উল্লিখিত) ওয়াসীলার অর্থ করেছি নৈকট্যতা ও ঘনিষ্ঠতা। সূরা ইসরায় (বনী ইসরাঈল) উল্লিখিত ওয়াসীলা শব্দের অর্থও তাই।

(أُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)

'যাদেরকে তারা আহ্বান করছে তারা নিজেরাইতো তাদের পালনকর্তার কাছে নৈকট্য অন্বেষণ করছে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী ।'[২৬]

এসব আয়াতে উল্লিখিত ওয়াসীলা দ্বারা 'জান্নাতের পজিশন' অর্থ নেয়ার কোন সুযোগ নেই, যে পজিশনের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তাকে তা দান করার জন্য আমরা যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি। কেননা তা তো একজন বান্দাই পাবেন। আর তিনি আশা করেছেন যে, সে বান্দা তিনি নিজেই।[২৭] বস্তুত: উভয় আয়াতেই ওয়াসীলা দ্বারা সাধারণ ও প্রচলিত নৈকট্যতা বুঝানো হয়েছে।

৩। ইমাম শাওকানী (র:)বলেন: فَالْوَسِيْلَة: اَلْقُرْبَةُ التِى يَنْبَغِىْ اَنْ تُطْلَبَ 'ওয়াসীলা বলতে বুঝায় নৈকট্যতা ও সান্নিধ্যতা যা অন্বেষণ করা উচিৎ।' ওয়াসীলার এ অর্থই করেছেন আবু ওয়ায়েল, হাসান বসরী, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং ইবন যাইদ (রা) প্রমুখ। এ ছাড়া ইবনু 'আব্বাস (রা) আতা এবং আব্দুল্লাহ ইবনু কাসীর (রা) থেকেও এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন " يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ " বাক্যের উপর وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ বাক্যটি আত্ফ (সংযোজন) করার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ওয়াসীলা ও তাকওয়া দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তবে কেউ কেউ বলেছেন, তাকওয়াকেই ওয়াসীলা বলা হয়েছে। কেননা তাকওয়া হল যাবতীয় কল্যাণ ও সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রক। এ কারণে এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা। কিন্তু বাস্তব ও সুস্পষ্ট কথা হল ওয়াসীলা শব্দের অর্থ হল নৈকট্যতা ও সান্নিধ্যতা, যার মধ্যে তাকওয়া ও অন্যান্য

---

২৫. সূরা আন নিসা- ৪: ১২৩

২৬. সূরা আল ইসরা- ১৭: ৫৭

২৭. আদওয়াউল বায়ান: শিনকীতী: মায়িদা- ৩৫ নং আয়াত (২:৯৭-৯৭পৃ:)

www.bjilibrary.com

যাবতীয় কল্যাণকর কাজ, যদ্বারা বান্দারা তাদের রবের নৈকট্যতা অর্জন করছে, সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[২৮]

৪। শাইখ আসসাবুনী সূরা মায়িদার ৩৫ নং ওয়াসীলার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরা তাঁর শাস্তিকে ভয় কর এবং এমন কিছু অন্বেষণ কর যা তাঁর নৈকট্য অর্জনে তোমাদের সহায়ক হবে। আর তাহল তাঁর অনুগত্য ও 'ইবাদাত। কাতাদাহ বলেন: (এ আয়াতের অর্থ) তোমরা তাঁর অনুগত্য ও সন্তুষ্টিপূর্ণ 'আমলের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ কর।[২৯]

শাইখ আসসাবুনী সূরা ইসরার ৫৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 'এসব বাতিল ইলাহ, যাদেরকে লোকেরা ডাকছে, তারা নিজেরাই তো আল্লাহর নিকট নৈকট্য অন্বেষণ করছে এবং অনুগত্য ও 'ইবাদাতকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে কিভাবে তাদের 'ইবাদাত করছ?'[৩০]

৫। ড. মুহম্মাদ মাহমুদ হিজাযী সূরা মায়িদার ৩৫ নং আয়াতের ওয়াসীলা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন: 'ওয়াসীলা' অর্থ হল এমন বিষয় যদ্বারা কাংখিত লক্ষ্যে (নৈকট্যতা অর্জনে) পৌছা যায়। এছাড়া জান্নাতের সর্বোচ্চ পজিশনকেও ওয়াসীলা বলা হয়। وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ(আয়াতের অর্থ হল) তোমরা আল্লাহর (পছন্দনীয় কাজ ও আনুগত্যের মাধ্যমে তার) নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জন কর। কেননা এটিই হল আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা।

اِتَّقُوْا اللهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَএর অর্থ হল, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার ও নেককাজের মাধ্যমে তার সান্নিধ্য ও নৈকট্য অন্বেষণ কর। তিনি আরো বলেন, জেনে রাখ, 'তাওয়াচ্ছুল' শব্দটি তিনটি অর্থ প্রদান করছে। (ক) নেক কাজের মাধ্যমে তার নৈকট্যতা। (খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ ও শাফা'আত, যেমন 'উমার (রা:) থেকে বর্ণিত আছে: তিনি বলেন,

اَللّٰهُمَّ انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا–

'হে আল্লাহ! আমরা (অনাবৃষ্টিতে পড়লে) তোমার কাছে আমাদের নাবীর (দু'আর) ওয়াসীলা গ্রহণ করতাম এবং তুমিও আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতে। এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নাবীর চাচার (দু'আর) ওয়াসীলা গ্রহণ করছি। অতএব তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর।'[৩১] এরপর 'আব্বাস (রা) দু'আ করতেন এবং তারা সবাই আমীন আমীন বলতেন। এখানে কিন্তু দু'আ ও শাফা'আতের কথাই বলা হয়েছে। আর এ ওয়াসীলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় দু'আর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত

---

২৮. ফাতহুল কাদীর: ইমাম শাওকানী: সূরা মায়িদার ৩৫ নং আয়াত (২:৩৮)

২৯. সাফওয়াতুত তাফাসীর (১:৩৪০)

৩০. প্রাগুক্ত (২: ১৬৫)

৩১. সাহীহুল বুখারী: কিতাবুল ইসতিসকা

www.bjilibrary.com

হয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি তার চাচা 'আব্বাসের (রা) দু'আর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হত। (গ) আর কিয়ামাতের দিন তার শাফা'আতের মাধ্যমে এ ওয়াসীলা বাস্তবায়িত হবে। আর তৃতীয় অর্থ হল: আল্লাহর নিকট আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত অলী আল্লাহ ও নেককার ব্যক্তিদের কসম ও শপথ দেয়া। বস্তুত: এর সপক্ষে কোন সাহীহ প্রমাণ নেই। বরং ইমাম আবু হানিফা (র:) ও তার সঙ্গী-সাথীরা বলেছেন যে এটি জায়েয নেই। এ তৃতীয় অর্থের ওয়াসীলা সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিও প্রত্যাখ্যান করছে এবং শারী'আতও অস্বীকার করছে। আর এ অর্থের সপক্ষে এ আয়াতেও কোন প্রমাণ নেই এবং অন্য আয়াতেও নেই।[৩২]

সূরা ইসরার ৫৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ – الاية) এ সব লোক যাদের তোমরা আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাত করছ, যেমন উযাইর, মাসীহ, এরা তো নিজেরাই তাদের রবকে ডাকছে, তার কাছে ওয়াসীলা অন্বেষণ করছে, নেক কাজের মাধ্যমে নৈকট্যতা অন্বেষণ করছে এবং সকল 'ইবাদাত একমাত্র তার জন্যই নির্দিষ্ট করছে। অথচ তারা আল্লাহর অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি। তারাতো আল্লাহর একনিষ্ঠ পবিত্র বান্দা, ফিরিশতা অথবা নাবী রাসূল। তারা তার রহমত কামনা করছে এবং শাস্তিকে ভয় করছে।[৩৩]

৬। শাইখ আব্দুর রহমান আসসা'দী বলেন, (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) অর্থাৎ তোমরা তার নৈকট্যতা, তার কাছে সম্মান ও পজিশন, অনুগ্রহ এবং তার ভালবাসা অন্বেষণ কর। আর এটি অর্জিত হতে পারে আভ্যন্তরীণ ফরযগুলো আদায়ের মাধ্যমে, যেমন আল্লাহকে ভালবাসা, আল্লাহর জন্য ভালবাসা, তাকে ভয় করা, তার থেকে পাওয়ার আশা করা, তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাওয়াক্কুল করা।

শারীরিক ফরয আদায়ের মাধ্যমেও হতে পারে, যেমন নামায, কিরাআত, যিকির করা। আবার উভয়ের মিলিত যৌগিক কাজগুলো আদায়ের মাধ্যমেও হতে পারে, যেমন যাকাত ও হজ্জ আদায় করা। এছাড়া মাল-সম্পদ, জ্ঞান, প্রতিপত্তি ও দেহমন দিয়ে সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সেবা এবং আল্লাহর বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনা। এ সব 'আমলই বান্দাদেরকে আল্লাহতা'আলার সান্নিধ্যে পৌছে দেয়। আর বান্দাহ এসব 'আমলের মাধ্যমে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। বস্তুত: তিনি যখন তাঁকে ভালবাসেন তখন তিনি বান্দার শ্রবণশক্তি হয়ে যান, যদ্বারা সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যান, যদ্বারা সে দেখে, তিনি তার হাত হয়ে যান, যদ্বারা সে ধরে এবং তিনি তার পা হয়ে যান, যদ্বারা সে হাটে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা তার ডাকে সাড়া দেন।[৩৪]

---

৩২. আত তাফসীর আল ওয়াদেহ: ড. হিজাযী পৃ: ১:২২৫

৩৩. প্রাগুক্ত পৃ: ১:৫৭০-৫৭১

৩৪. তাইসীরুল কারীমির রহমান: শাইখ আবদুর রহমান আসসা'দী: মায়িদা- ২৫ নং আয়াত

www.bjilibrary.com

অতএব স্পষ্ট হল যে, কুরআনের আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত اَلْوَسِيْلَة শব্দটি নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্থে এসেছে। আর তা অর্জন করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল ঈমান গ্রহণ করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰـهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ – الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ – لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰـهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ–

'জেনেরেখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধু, তাদের না আছে কোন ভয়ভীতি, আর না তারা চিন্তান্বিত হবে। (আল্লাহর বন্ধু তারা) যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলছে। তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পর্থিব জীবনেও এবং আখিরাতের জীবনেও। আল্লাহর কথার কোন হেরফের (ও পরিবর্তন) নেই। এটিই হল মহা সফলতা।[৩৫] এ আয়াত তিনটিতে অলী আল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মহাসফলতার ভিত্তি হিসেবে দু'টি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল ঈমান ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন। এ দ্বারা সুস্পষ্ট হল যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের প্রধান মাধ্যম হল ঈমান গ্রহণ ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা। একে বাদ দিয়ে নৈকট্য অন্বেষণ করা নিতান্তই বাতুলতা। তাকওয়ার পথ অবলম্বনের সাধারণ প্রচলিত অর্থ হল অন্যায় অপরাধ থেকে ফিরে থাকা এবং 'আমলে সালেহ তথা নেক কাজগুলো আনজাম দেয়া। আর এই নেক কাজগুলো ফকীহদের পরিভাষায় ফরয ও নফল নামে বিভক্ত। বস্তুত: আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে হলে ফরয কাজগুলো আগে করতে হবে, তারপর নফল কাজ। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَاتَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَايَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِه وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُبِه وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا–

আবু হুরাইরা (রঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমারই কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আমি তার সাথে যুদ্ধের নিশ্চয়তা দিলাম। আমি বান্দার উপর যা ফরয করেছি তার চেয়ে আমার কাছে প্রিয় কোন কিছু নেই, যার দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অতপর আমার বান্দা নফল 'ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, পরিশেষে আমি নিজেই তাকে ভালবেসে ফেলি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার সে কান হয়ে যাই, যদ্বারা সে শোনে। আমি তার সে চোখ

---

৩৫. সূরা ইউনুস- ১০: ৬২-৬৪

www.bjilibrary.com

হয়ে যাই যদ্বারা সে দেখে। আমি তার সে হাত হয়ে যাই যদ্বারা সে ধরে। আমি তার সে পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলে।[৩৬]

দেখুন, এ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার নৈকট্য অর্জন করার জন্য সর্বপ্রথম ফরয 'ইবাদাত ও ফরয 'আমলগুলোকে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। অতপর নফল ইবাদত।

অতএব এ সব বর্ণনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল কুরআনে উল্লিখিত ওয়াসীলা শব্দের অর্থ হল নৈকট্য। আর আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হবে। আর সে নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হল ঈমান ও 'আমলে সালেহ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত পথ ও পন্থা মুতাবিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আনুগত্য করা। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য এর বিকল্প কোন পথ নেই।

ঘ) হাদীস শরীফে ওয়াসীলা শব্দের উল্লেখ ও অর্থ নির্ধারণ:

হাদীস শরীফে ওয়াসীলা শব্দটি অনেকবার এসেছে। নিম্নে এর অর্থ নিয়ে আলোচনা করছি।

হাদীস শরীফে আযানের দু'আর মধ্যে ওয়াসীলা শব্দটি নৈকট্য, পজিশন, সম্মান, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত: সবগুলো অর্থই কিন্তু নৈকট্যের অভিব্যক্তি।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رض) اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أتِ مُحَمَّدًا ن اَلْوَسِيْلَةَ و الْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحَمْوُدًا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর বলবে, اَللّٰهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ – الحديث হে আল্লাহ, হে এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান কর ওয়াসীলা (জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান) ও সুমহান মর্যাদা। আর তাকে অধিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ। - সে ব্যক্তি কিয়ামাত দিবসে আমার শাফা'আত প্রাপ্ত হবে।[৩৭] এখানে ওয়াসীলাকে মাধ্যম অর্থে ব্যবহার করার কোন সুযোগই নেই। যদি তাই হয় তাহলে "রাসূলকে মাধ্যম দান কর" কথার কোন অর্থ হয় কি? তখন এটাতো রাসূলের মর্যাদা নয় বরং অমর্যদার প্রতীক হয়ে যাবে।

---

৩৬. সাহীহুল বুখারী কিতাবুর রিকাক (৮১) বাব: তাওয়াদু' (২৮) ৭: ১৯০ পৃ.

৩৭. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব নং (৮), কিতাবুত তাফসীর, সূরা নং ১৭, বাব ১১, ইবনু মাজাহ,আযান,বাব নং ৪, হাদীস নং ৭২২, নাসায়ী, আযান, বাব-আযানের দু'আ।

www.bjilibrary.com

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ– ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا– ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِيْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ– وَ اَرْجُوْ اَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ– فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةَ–

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তোমরা যখন মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে তখন সে যা বলে তোমরাও তাই বল। এরপর আমার উপর সালাত পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে দশবার সালাত (রাহমাত) প্রেরণ করে থাকে। তারপর আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ওয়াসীলার দু'আ কর। এটি জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা, যা আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল একজন বান্দাই পাবে। আমি আশা করছি, আমিই হবো সেই বান্দা। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য এ ওয়াসীলার দু'আ করবে, সে শাফা'আত প্রাপ্ত হবে।[৩৮] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ওয়াসীলার ব্যাখ্যা করেছেন যে, তা হলো জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা। অতএব এখানেও ওয়াসীলাকে মাধ্যম বা মিডিয়া অর্থে নেয়ার কোনই সুযোগ নেই। মাধ্যম অর্থটি এখানে তার জন্য মর্যাদার বস্তু না হয়ে মর্যাদা হানিকর বলে বিবেচিত হবে। نعوذ بالله

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْوَسِيْلَةَ قَالَ: اَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَاَرْجُوْاَنْ أَكُوْنَ هُوَ– و قَالَ الترمذى هذا حديث غريب اسناده ليس بالقوى–

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওয়াসীলার প্রার্থনা কর। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়াসীলা কি? তিনি বললেন, (ওয়াসীলা হল) জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর, যা কেবল এক ব্যক্তিই পাবে। আমি আশা করছি যে, আমিই হবো সেই ব্যক্তি।[৩৯] এখানেও ওয়াসীলা দ্বারা নৈকট্য, পজিশন ও মর্যাদা তথা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরকে বুঝানো হয়েছে। মাধ্যম অর্থ নেয়ার কোনই সুযোগ নেই।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهَا لِيْ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا اِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا اَوْ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ– رواه الطبرانى و قَالَ لم يروه عَنْ ابن ابى ذئب الا موسى بن إعين–

---

৩৮. সাহীহ মুসলিম, সালাত, হাদীস নং ১০ (৩৮৪), নাসায়ী, আযান

৩৯. সুনানুত তিরমিযী, মানাকিব, বাব নং ১ (৩৬১২ নং হাদীস)

www.bjilibrary.com

ইবনু 'আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা কর। কেননা দুনিয়াতে যে বান্দাই আমার জন্য তা প্রার্থনা করবে আমি কিয়ামাতের দিন তার সাক্ষী/ সুপারিশকারী হব।[৪০] এখানেও ওয়াসীলা শব্দটি মাধ্যম অর্থে ব্যবহৃত হবার কোন সুযোগ নেই। বরং নৈকট্য, পজিশন/ জান্নাতের উচ্চতর স্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ (رض) يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اِنَّ اَلْوَسِيْلَةَ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسئلُوا اللهَ أَنْ يُؤْتِيَنِى اَلْوَسِيْلَةَ عَلى خَلْقِهِ (رواه ابوبكر بن مردويه باسناده عَنْ عمارة بن غزية ---

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওয়াসীলা হলো আল্লাহর নিকট একটি পজিশন ও মর্যাদা, যার উর্ধে কোন মর্যাদা নেই। তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন সকল সৃষ্টির মধ্যে আমাকে ওয়াসীলা দান করেন।[৪১]

এখানেও ওয়াসীলা অর্থ মর্যাদা বা পজিশন ও নৈকট্য। এ দ্বারা মাধ্যম অর্থ নেয়ার কোনই সুযোগ নেই।

وَ عَنْ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِى الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ تُدْعَى اَلْوَسِيْلَةَ فَاِذَا سَأَلْتُمْ فَسْلُوا اللهَ لِىَ اَلْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ: مَنْ يَسْكُنُ مَعَكَ قَالَ: عَلِىّ وَ فَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ- (رواه ابن مردويه و قَالَ ابن كثير هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه-

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি স্তর রয়েছে যাকে ওয়াসীলা বলা হয়। যখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথে সেখানে কে কে বসবাস করবে? তিনি বললেন, 'আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন[৪২] এ হাদীসের মধ্যেও ওয়াসীলা শব্দটি জান্নাতের পজিশন বা মর্যাদার অর্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে "ওয়াসীলা" শব্দটিকে মাধ্যম অর্থে নেয়ার কোনই সুযোগ নেই।

وَعَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِىْ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بنَ اَبِىْ طَالِبٍ يُنَادِىْ عَلى مِنْبرِ الْكُوْفَةِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لُؤْلُؤَتَيْنِ اِحْدَاهُمَا بَيْضَاءُ وَالْاُخرى صَفْرَاءُ اَمَّا الصَّفْرَاءُ فَاِنَّهَا اِلى

---

৪০. আল মু'জাম, ইমাম তাবারানী- (ইবনু কাসীর- মায়িদা-আয়াত নং ৩৫।)

৪১. আবু বকর ইবনু মারদুওয়াইহ (ইবনু কাসীর প্রাগুক্ত)

৪২. প্রাগুক্ত। তবে ইবনু কাসীর একে গরীব ও মুনকার বলে উল্লেখ করেছেন।

www.bjilibrary.com

بُطْنَانِ الْعرْشِ وَالْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ مِنَ اللُّؤْلُؤْ الْبَيْضَاءِ سَبْعُوْنَ الْفَ غَرْفَةٌ كُلُّ بَيْتٍ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وُ غَرَفُهلهَ وَّأَبْوَابُهَا وَاَسِرَّتُهَا كَاَنَّهَا مِنْ عِرْقٍ وَاحِدٍ وَاسْمُهَا اَلْوَسِيْلَة هِىَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ– وَالصَّفْرَاءُ فِيْهَا مِثْلُ ذلِكَ هِىْ لِابْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلِ بَيْتِهِ– و هذا اثر غربت ايضا (ابن كثير)

'আলী ইবন হুসাইন আল আযদী থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি 'আলী ইবনু আবি তালিবকে কুফার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: "হে লোকেরা! জান্নাতে দু'টি মুক্তা রয়েছে। একটি সাদা, অন্যটি হলুদ। হলুদ মুক্তাটি 'আরশের আভ্যন্তরীণ দিকের সাথে সম্পৃক্ত। আর মাকামে মাহমুদটি সাদা মুক্তার অন্তর্ভুক্ত। এতে সত্তর হাজার কক্ষ রয়েছে। এর প্রতিটি ঘর, কক্ষ, দরজা ও খাট পালংকসহ তিন মাইল প্রশস্ত। মনে হয় যেন সবগুলোই একই মূলের সাথে সম্পৃক্ত। আর এর নাম হলো ওয়াসীলা। এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবার পরিজনের জন্য নির্ধারিত। হলুদ মুক্তাটিও অনুরূপ। এটি ইবরাহীম (আ:) এবং তার পরিবার পরিজনের জন্য নির্ধারিত।"[৪৩] আল্লামা ইবনু কাসীর বলেন, এটি একটি গরীব বর্ণনা। (সূরা মায়িদা ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।)

তাই আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, হাদীস শরীফে আযানের দু'আয় উল্লিখিত 'ওয়াসীলা' শব্দটি নৈকট্য, সন্তুষ্টি, পজিশন, মর্যাদা বা সম্মান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব শব্দকে মাধ্যম অর্থে ব্যবহার করা নিতান্তই অজ্ঞতা। অতএব, শুধুমাত্র মাধ্যম অর্থ বুঝাবার জন্য হাদীসের উল্লিখিত ওয়াসীলা শব্দকে ব্যবহার করা অর্থ বিকৃতি বৈ কিছুই নয়। তবে হাঁ আভিধানিক দিক থেকে 'ওয়াসীলা' শব্দটি দ্বিতীয় পর্যায়ে মাধ্যম বা উপকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেটি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নির্ধারিত হবে। আর মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সে মাধ্যম বা ওয়াসীলা হল সরাসরি ঈমান গ্রহণ করা, ঈমান বিধ্বংসী কর্ম থেকে বিরত থাকা, 'আমলে সালেহ করা এবং বদ 'আমল থেকে বিরত থাকা। আর দু'আর মধ্যে ওয়াসীলা দেয়ার অর্থ হলো, উল্লিখিত কাজগুলোর ওয়াসীলা দেয়া এবং নেককার ব্যক্তির নিকট দু'আ চাওয়া। ইহাই হলো সঠিক ও নিষ্কলুষ ওয়াসীলা, যা সর্বসম্মতভাবে উত্তম ও গ্রহণীয় ওয়াসীলা বলে বিবেচিত। বস্তুত: বিজ্ঞ ও প্রখ্যাত মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা, আয়াতদ্বয়ের শানে নুযুল, রাসূলের হাদীস ও সাহাবীগণের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট হল যে, ওয়াসীলা অর্থ নৈকট্য, মর্যাদা, পজিশন অথবা এগুলো লাভ করার মাধ্যম। আর আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার মাধ্যম হলো: (১) বিশুদ্ধ ঈমান (২) 'আমলে সালেহ (৩) ঈমান বিনষ্টকারী কাজ থেকে দূরে থাকা (৪) 'আমলে সালেহ্ বিরোধী কাজ তথা পাপাচার

---

৪৩. তাফসীরে ইবনু কাসীর- মায়িদা- ৩৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

www.bjilibrary.com

থেকে দূরে থাকা এবং (৫) দু'আ কেন্দ্রিক কিছু ওয়াসীলা। এর ব্যাখ্যা কিছু পরে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

৬) ওয়াসীলার দর্শন:

যারা ওয়াসীলা গ্রহণ করে তাদের বেশ কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন থাকে। তারা এ দর্শনের ভিত্তিতেই ওয়াসীলা গ্রহণ করে। নিম্নে এ দর্শনগুলো পেশ করা হচ্ছে।

পার্থিব ওয়াসীলা ও দর্শন:

আমরা প্রচলিত অর্থে ওয়াসীলা বলতে বুঝি মাধ্যম বা মিডিয়া। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে কোন ব্যক্তির নৈকট্য অর্জন বা আস্থাভাজন হওয়ার জন্য অথবা কোন স্বার্থসিদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অন্য কারো মধ্যস্থতা গ্রহণ করা, কারো সাহায্য নেয়া বা কারো সুপারিশ গ্রহণ করা। কিন্তু এ মাধ্যম গ্রহণ করার মূল দর্শনটা কি?

মূলত: এর দর্শন হলো: ওয়াসীলা গ্রহণকারী ব্যক্তি মনে করে থাকে যে, আরাধ্য ব্যক্তি হয়ত তাকে চিনে না, তার ভালমন্দ কিছুই জানেনা। অথবা ওয়াসীলা গ্রহণকারী ব্যক্তির এমন কোন সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নেই যার কারণে সে সরাসরি আরাধ্য ব্যক্তির নৈকট্য লাভ করতে পারে অথবা তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। অথবা কাঙ্খিত ব্যক্তি হয়ত স্বেচ্ছাচার বা যালিম প্রকৃতির লোক অথবা ন্যায়নীতি বিবর্জিত হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ লোক– যার নিকট ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে না। মূলত: এ দর্শন থেকেই পার্থিব জীবনে ওয়াসীলা অন্বেষণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। আর এটা বাস্তব সত্য যে, পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তির নৈকট্য অর্জন করা অথবা লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মাধ্যম গ্রহণ করা হয় সে কাঙ্খিত ব্যক্তি অবশ্যই গাইব জানেনা। তাই যে ব্যক্তি তার নৈকট্য অর্জন করতে চায় বা লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, সে ব্যক্তি ভাল কি মন্দ, সৎ কি অসৎ, শান্তিপ্রিয় কি সন্ত্রাসী, শত্রু কি মিত্র, সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী, অভাবী কি স্বচ্ছল তা সে কিছুই জানেনা। এছাড়া সে কাঙ্খিত ব্যক্তি অপরের অধিকার হরণকারীও হতে পারে অথবা হতে পারে স্বৈরাচার, যালিম এবং ন্যায়নীতি বিবর্জিত। তাই এসব ব্যাপারে পার্থিব জীবনে মাধ্যম বা ওয়াসীলা গ্রহণ করতে ইসলামী শরী'আত কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তবে শর্ত হলো এই যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভাল ও ন্যায়সংগত হতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জনের পন্থাও বৈধ হতে হবে। এমতাবস্থায় ইসলামী শরী'আত একে উত্তম ও ভাল এবং পূণ্য অর্জনের সুপথ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। আর যদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মন্দ হয় বা অর্জনের পন্থাও অসংগত হয় তাহলে ইসলামী শরী'আত একে খারাপ দৃষ্টান্ত ও গুনাহ অর্জনের পথ বলে আখ্যায়িত করছে। বস্তুত: কোন দেশের রাজা, বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, আমীর, শেখ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, সচিব, সেক্রেটারী, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা অন্য কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কাছে দেশের কোন সাধারণ নাগরিক নিজস্ব/ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যেতে চাইলে এমন কোনা ব্যক্তির মাধ্যম অবলম্বন করেন যিনি কাঙ্খিত ব্যক্তির কাছে খুবই পরিচিত , বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। বস্তুত: এরূপ মধ্যস্থতা ছাড়া দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট ও কর্তা ব্যক্তিদের মনও গলেনা আর জনসাধারণের কার্যসিদ্ধিও হয়

www.bjilibrary.com

না। এছাড়া প্রজাসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনের কথা না জানালে দুনিয়ার কর্তাব্যক্তিরা তাদের মনের চাহিদা, অভাব-অনটন ও প্রয়োজনের কথা জানতেও পারে না। সবকিছু তাদের অগোচরে থেকে যায়। তাইতো পার্থিব জীবনে ওয়াসীলার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এটিই হল পার্থিব জীবনের ওয়াসীলার দর্শন। যার বিবরণ ওয়াসীলার প্রকারভেদ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

পরকালীন ওয়াসীলার দর্শনঃ

পার্থিব জীবনে ওয়াসীলা গ্রহণের যে দর্শন উল্লেখ করা হলো, পরকালীন জীবনের ওয়াসীলার জন্য সে দর্শন নিষ্প্রয়োজন ও অবান্তর। কারণ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সকল গাইবী জ্ঞানের আধার। তাঁর কাছে কোন কিছুই গাইব নয়। গাইব শুধু বান্দার দৃষ্টিতেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ তার নিকটই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি, তিনি ছাড়া তা কেউ জানে না।[৪৪] তিনি আরো বলেন: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ – বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের কেউ গাইব জানে না।[৪৫] তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন: – قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ আপনি বলুন যে, আমি তোমাদেরকে বলছিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে। আর আমি গাইবও জানি না।[৪৬] তিনি আরো বলেন-

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ–

যদি আমি গাইব জানতাম, তাহলে বেশি বেশি মংগল ও কল্যাণ নিয়ে আসতাম। অমংগল আমাকে স্পর্শই করত না।[৪৭] সুতরাং একমাত্র আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টিবস্তু ও প্রতিটি বান্দার সব কিছুই জানেন। তাদের আবেগ, অনুভূতি, দাবী, চাহিদা ও প্রয়োজন ইত্যাদি সব কিছু সম্পর্কেই তিনি পরিজ্ঞাত। তাদের মধ্যে কে শত্রু, কে মিত্র, কে অনুগত বা কে বিদ্রোহী সব কিছুই তিনি জানেন। কার প্রয়োজন আছে আর কার প্রয়োজন নেই বা কার কতটুকু প্রয়োজন সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক ও সমানভাবেই পরিজ্ঞাত। এছাড়া তিনি মহা ন্যায়নীতিবান। কারো প্রতি একটুও যুলুম করেন না। إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণও যুলুম করেন না।[৪৮] إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি কানাকড়িও যুলুম করেননা। তবে লোকেরা নিজেদের উপর যুলুম করছে।[৪৯] তিনি আরো

---

৪৪. সূরা আল আন আম- ৬:৫৯
৪৫. সূরা আন নামল- ২৭:৬৫
৪৬. সূরা আল আনআম- ৬:৫০
৪৭. সূরা আল আ'রাফ- ৭: ১৮৮
৪৮. সূরা আন নিসা- ৪: ৪০
৪৯. সূরা ইউনুস- ১০: ৪৪

www.bjilibrary.com

বলেন - إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়নীতিবানদের পছন্দ করেন।[৫০]

অতএব, পার্থিব জীবনের দর্শনের আলোকে আল্লাহ তা'আলাকে চিন্তা করে ওয়াসীলা অন্বেষণের কোন সুযোগ নেই। অবশ্য আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে তথা জান্নাত লাভ করার জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম বা ওয়াসীলা হলো ঈমান গ্রহণ করা, 'আমলে সালেহ করা এবং অন্যায় অপরাধ ও বেঈমানীমূলক কাজ থেকে ফিরে থাকা। তবে উপরোক্ত ঈমান ও 'আমলগুলো যথাযথভাবে সম্পাদিত হবার জন্য দুইটি শর্ত রয়েছে। একটি হলো ইখলাস তথা এসবগুলো কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হতে হবে। অন্যকোন উদ্দেশ্যে সাধিত হলে কোন ফল পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:- وَأَقِيْمُوْا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ – তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের মুখমন্ডল সুদৃঢ় রাখ এবং দ্বীনকে তার জন্য একনিষ্ঠ করে তাকে ডাকো।[৫১] وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰـهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ তাদেরকে শুধুমাত্র এ আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা যেন দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করেই আল্লাহর 'ইবাদাত করে।[৫২] আর দ্বিতীয়টি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- اللهُ يُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُوْنِيْ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।[৫৩] তবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট বিভিন্ন বিষয় প্রার্থনা ও দু'আ করার ক্ষেত্রে সবাই চায় যে, তার দু'আটি যেন আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। আর আল্লাহর প্রিয় বস্তুর মাধ্যম গ্রহণ করলে দু'আটি অতি তাড়াতাড়ি মঞ্জুর হতে পারে বা কার্যকর হতে পারে। এ দর্শন থেকেই কেউ কেউ মাধ্যম অবলম্বন করার চিন্তা করে থাকে। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো, কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরী'আর নির্দেশনা হলো, দু'আ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই করতে হবে। অন্য কারো কাছে নয়।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দু'আ কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।[৫৪] তিনি আরো বলেন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِي وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ –

যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, (তখন তুমি বলে

---

৫০. সূরা আল মায়িদা ৫: ৪২, হুজরাত ৪৯:৯, মুমতাহিনা- ৬০:৮
৫১. সূরা আল আ'রাফ- ৭: ২৯
৫২. সূরা আল বাইয়্যেনাহ- ৯৮: ৫
৫৩. সূরা আলে ইমরান- ৩: ৩১
৫৪. সূরা আল মুমিন- ৪০: ৬০

www.bjilibrary.com

দিও যে,) নিশ্চয় আমি তো নিকটেই। দু'আকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি আহ্বানে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। তারা অবশ্যই সঠিক পথ পাবে।[৫৫] এখানে দু'আর মধ্যে কোন মাধ্যম বা ওয়াসীলার কথা বলা হয়নি। বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল কুরআনে আমাদেরকে মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি দু'আ করতে শিখিয়েছেন। যেমন:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.–

'হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি করি তবুও তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করোনা। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের উপর কোন বোঝা চাপিয়ে দিওনা, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের এমন দায়িত্ব দিওনা যার সামর্থ আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমাদেরকে দয়া কর। তুমি আমাদের মাওলা, মনিব। অতএব তুমি আমাদেরকে কাফির জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করো।'[৫৬]

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ –

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও মঙ্গল দান কর, আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও'।[৫৭]

এ রকম অসংখ্য দু'আ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যাতে কোন মাধ্যমের উল্লেখ নেই। এতদ্ব্যতীত বিশ্ব মানবতার শিক্ষক মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অনেক দু'আ শিখিয়েছেন তাতেও তিনি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। যেমন: اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ হে আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য করো, তোমার যিকির করতে, তোমার শুকর করতে এবং তোমার সুন্দর 'ইবাদাত করতে।[৫৮] اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِي مِنَ النَّارِ– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।[৫৯] এরকম অগণিত দু'আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, যেখানে

---

৫৫. সূরা আল বাকারাহ- ২: ১৮৬
৫৬. সূরা আল বাকারাহ- ২: ২৮৬
৫৭. সূরা আল বাকারাহ- ২: ২০১
৫৮. সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাব আল ইসতিগফার
৫৯. প্রাগুক্ত

www.bjilibrary.com

কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে শুধু উদাহরণ স্বরূপ দু'একটি দু'আ উল্লেখ করা হলো। আর দ্বিতীয় কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার মাধ্যম গ্রহণ করতে হলে যে মাধ্যমের কথা আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন তাই গ্রহণ করতে হবে। আর সে মাধ্যম হলো দু'আ করার সময় ঈমানের ওয়াসীলা দেয়া, নেক কাজ তথা 'আমলে সালেহ এর ওয়াসীলা দেয়া, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দেয়া। অবশ্য অন্যের দ্বারা দু'আ করাবার ক্ষেত্রে কেউ কেউ ধারনা করে থাকে যে, আমরা দুর্বল, অক্ষম ও অসমর্থ, তাই দু'আ করার ক্ষেত্রে নিজেদের দুর্বলতার কারণে অথবা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে যথাযথ নিয়মে চাইতে অক্ষম অথবা দু'আ করার ক্ষেত্রে দুর্বল তা না থাকলেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অন্যের কাছেও আল্লাহর নিকট দু'আ করতে প্রার্থনা করা যায়। কারণ সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও নেককার। এ দর্শন থেকে অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া বৈধ ও জায়েয। এ ব্যাপারেও অনেক হাদীস রয়েছে। তবে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মান সম্মান বা মর্যাদাকে দু'আ কবুলের ওয়াসীলা নির্ধারণ করার দর্শনটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর দ্বারা ব্যক্তি পূজার দ্বার উন্মোচিত হয়। এছাড়া এটি কুরআন ও সাহীহ হাদীস সমর্থিতও নয়। পরবর্তীতে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে। ইনশাআল্লাহ।

৩। ওয়াসীলার প্রকারভেদ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, "ওয়াসীলা" শব্দের আভিধানিক অর্থ হল– নৈকট্য, মর্যাদা, পজিশন বা মর্তবা। আর ব্যবহারিক অর্থে ওয়াসীলা বলা হয় এমন কোন উপকরণ বা পদ্ধতি ও কৌশলকে যা কোন ব্যক্তি কারো নৈকট্য অর্জন করার জন্য গ্রহণ করে থাকে বা কোন ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও আকাংঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে পৌছতে পারবে বলে গ্রহণ করে থাকে।

এই সাধারণ ব্যাখ্যার দিক থেকে ওয়াসীলার সম্পর্ক পার্থিব কাজের সাথেও হতে পারে, পরকালীন কাজের সাথেও হতে পারে। আর ইসলাম যেহেতু পূর্ণাংগ জীবন বিধান যা জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব অবস্থায় এবং সর্বকালের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এ ওয়াসীলার বৈধতা ও অবৈধতার সিদ্ধান্তও ইসলাম দিয়েছে। সেটা ইহলৌকিক ওয়াসীলা হোক অথবা পারলৌকিক ওয়াসীলা হোক। মূলতঃ এ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের আলোকে ওয়াসীলাকে আমরা প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করছিঃ

ক) পার্থিব ওয়াসীলা বা ইহকালীন ওয়াসীলা ।

খ) পরকালীন ওয়াসীলা বা অপার্থিব ওয়াসীলা।

ক) প্রার্থিব বা ইহকালীন ওয়াসীলাঃ

পার্থিব জীবনে কাংখিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য যে মাধ্যম ধরা হয় তাকে ইহকালীন বা

www.bjilibrary.com

পার্থিব ওয়াসীলা বলা হয়। ইহকালীন বা পার্থিব ওয়াসীলা আবার তাঁর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপকরণ বিচারে দুই ভাগে বিভক্ত। বৈধ ও অবৈধ। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষ তার জীবনের প্রতিটি স্তরকে সুন্দর, সুখময় ও স্বাচ্ছন্দময় করার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করে এবং সে উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিবিধ উপায় উপকরণ ও ওয়াসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ করে থাকে। তার সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উপায় উপকরণের স্বচ্ছতা ও বৈধতা তথা ইসলামী শরী'আতের অনুমোদন ও অনানুমোদনের প্রেক্ষিতে তা বৈধ ও অবৈধ হয়ে যায়। ইসলামী শরী'আত আনুমোদন করলে তা গ্রহণ করা যাবে। আর অনুমোদন না করলে তা গ্রহণ করা যাবে না এবং পরকালীন জীবনে এজন্য তাকে হয়ত পাপের বোঝা বহন করতে হবে অথবা সে পূণ্যের ভাগিদার হবে। এদিকে ইংগিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

مَّنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا-

'যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে সে তা থেকে একটি অংশ পাবে আর যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে সেও তার একটি অংশ পাবে। বস্তুত: আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী।'[৬০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী শাফী (র:) বলেন: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً- এ আয়াতে শাফা'আত অর্থাৎ সুপারিশকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালও নয়। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে, সে সাওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে সে আযাবের অংশ পাবে। এতে আরো জানা গেল যে, বৈধ শাফা'আত বা সুপারিশের একটি শর্ত এই যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে তার দাবী সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবী প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারছে না। এতে বুঝা গেল যে, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও সাওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয় সে যখন এ উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সাওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সাওয়াব পাবে। এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের

---

৬০. সূরা আন নিসা- ৪: ৮৫ ,

www.bjilibrary.com

সুপারিশকারীও গোনাহগার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর সাওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

اَلدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه-.....

'যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে পথ নির্দেশ দান করে সেও সৎকর্মীর মত।'[৬১] অর্থাৎ সেও ততটুকু সওয়াব পায় যতটুকু সৎকর্মী নিজে পায়। ইবনু মাজায় আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ-...

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কিয়ামাতে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে: এ ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।'[৬২] এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎ কাজ এবং সমান সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করাও সমান গুনাহ। -----। হাদীসে বলা হয়েছে- وَكَانَ اللهُ فِي عَوْنِ عَبْدِهِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন যতক্ষণ সে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে।[৬৩] সাহীহ বুখারীর এক হাদীসে বলা হয়েছে-

اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَ يَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ [৬৪]

'তোমরা সুপারিশ কর, সাওয়াব পাবে। অতপর আল্লাহ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যা ইচ্ছা ফয়সালা করবেন।'[৬৪ক] অতএব বুঝা গেল, ওয়াসীলা বৈধও হতে পারে অবৈধও হতে পারে।

খ) পরকালীন ওয়াসীলা বা অপার্থিব ওয়াসীলা:

এখানে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, "ওয়াসীলা" শব্দটি কুরআন ও হাদীসের একটি বিশেষ পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা মূলত: আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জন অথবা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একেই আমরা পারকালীন বা অপার্থিব ওয়াসীলা হিসাবে আখ্যায়িত করছি।

---

৬১. তিরমিজী, ইলম-অধ্যায়, নং-১৪
৬২. ইবন মাজাহ, দিমা-হাদীস নং ২৬২০
৬৩. আবুদাউদ, সুনান, কিতাব-আদব, বাব নং-৬০
৬৪. সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬২৭
৬৪ক. মা,আরেফুল কুরআন: মুফতী মুহাম্মদ শফী (র:) ২:৪৫৫, পৃ: বাংলা মূল

www.bjilibrary.com

৪। পরকালীন ওয়াসীলার ধরণ ও প্রকারভেদ:

কুরআন ও হাদীস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, পদ্ধতিগতভাবে এ মাধ্যম বা ওয়াসীলাটি দুই ভাগে বিভক্ত। (১) বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলা (২) দু'আকেন্দ্রিক ওয়াসীলা।

*** বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলা:**

বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলা বা মাধ্যম বলতে বুঝায়, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার নৈকট্য তথা সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জনের শর্ত হিসাবে যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে ও কার্যে পরিণত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা পরিহার করতে বলেছেন, তা যথাযথভাবে বিশ্বাস করা ও কার্যে পরিণত করাই হলো নৈকট্য অর্জনের বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলা। আর এগুলো চার ভাগে বিভক্ত। (১) বিশুদ্ধ ঈমান গ্রহণকরা, (২) 'আমলে সালেহ তথা নেক কাজ করা (৩) ঈমান বিধ্বংসী কাজ থেকে দূরে থাকা এবং (৪) 'আমলে সালেহ বিনষ্টকারী কাজ থেকে দূরে থাকা। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো:

ক। বিশুদ্ধ ঈমান গ্রহণ করা :

বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলার প্রথম ওয়াসীলা হলো : বিশুদ্ধ ঈমান গ্রহণ করা।

বিশুদ্ধ ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বনাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সব কিছুকেই সংশয়হীন ও দৃঢ়ভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং মেনে নেয়া। এর মধ্যে ছয়টি বিষয় হল ঈমানের মৌলিক বিষয়। যথা: (ক) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান (খ) ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান (গ) পুনর্জীবন ও আখিরাতের প্রতি ঈমান (ঘ) আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান (ঙ) নাবী রাসূলদের প্রতি ঈমান এবং (চ) তাকদীরের প্রতি ঈমান। অবশ্য আমাদের দেশে সপ্তম বিষয় হিসাবে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু এটি 'আখিরাতের প্রতি ঈমানের' মধ্যে শামিল বিধায় একে ভিন্নভাবে সপ্তম হিসাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল কুরআনে অসংখ্য আয়াতে ঈমান গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া উপরিউক্ত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ –

'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে। বরং সৎকর্ম হলো ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি, ফিরিশতাদের প্রতি, কিতাবের প্রতি এবং নাবীদের প্রতি'[৬৫]

---

৬৫. সূরা আল বাকারাহ- ২: ১৭৭

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তা'আলা ঈমান গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ -- الاية.

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তার রাসূলের প্রতি, কিতাবের প্রতি যা তিনি তার রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ করেছেন।'[৬৬]

এ রকম আরো আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সকলকে ঈমান গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া অনেক হাদীসেও ঈমান গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ছয়টি বিষয়কে ঈমানের মৌলিক বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাদীসে জিবরাঈল। একবার জিবরাইল (আ:) মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ইত্যাদি বিষয় প্রশ্ন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ (عَنْ عمر بن الخطاب)

'তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি এবং সকল ফিরিশতা, কিতাব, নাবী-রাসূল ও আখিরাতের প্রতি। আর ঈমান আনবে তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি।'[৬৭] বস্তুত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য ঈমানের কোন বিকল্প নেই। ঈমান হল নৈকট্য লাভের অদ্বিতীয় মাধ্যম ও ওয়াসীলা।

খ। 'আমলে সালেহ তথা নেক কাজ করা:

বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলার দ্বিতীয় ওয়াসীলা হলো : 'আমলে সালেহ তথা নেক কাজ করা।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নৈকট্য লাভ করতে হলে ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যাকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় 'আমলে সালেহ তথা নেক ও পূণ্যের কাজ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করার শর্ত হিসাবে ঈমানের সাথে 'আমলে সালেহকে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا -

---

৬৬. সূরা আন নিসা- ৪: ১৩৬

৬৭. সাহীহ মুসলিম, ঈমান- (১) হাদীস-১, সাহীহুল বুখারী : ঈমান, হাদীস নং ৫০ তাফসীর সূরা লুকমান হাদীস নং-৪৫৯১

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং 'আমলে সালেহ (নেক 'আমল) করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। তারা সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।'[৬৮]

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا–

'যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, ঈমানদার অবস্থায় নেক কাজ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণও যুলুম করা হবে না।'[৬৯]

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ –

'তা সেই জান্নাত, তোমাদেরকে তোমাদের 'আমলের ওয়াসীলায় যার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৭০]

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ – الاية

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময় হিসেবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, অত:পর কতল করবে এবং কতল হয়ে যাবে।'[৭১]

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا –

'আমার বান্দাদের মধ্যে যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করছে তাদেরকেই আমি এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানাবো।[৭২]

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ –

'যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় নেক কাজ করে এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।'[৭৩]

أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ–

'এরা জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তারা যা কিছু করত (এটা) তার প্রতিফল স্বরূপ।'[৭৪]

---

৬৮. সূরা আল কাহাফ- ১৮: ১০৭, ১০৮
৬৯. সূরা আন নিসা- ৪: ১২৪
৭০. সূরা আয যুখরুফ- ৪৩: ৭২
৭১. সূরা আত-তাওবাহ- ৯:১১১
৭২. সূরা মারইয়াম- ১৯: ৬৩
৭৩. সূরা আল মুমিন- ৪০: ৪০
৭৪. সূরা আল আহকাফ- ৪৬: ১৪

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيْهَا --الاية-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।'[৭৫]

الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ - خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ -

'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে অনেক বড় মর্যাদাবান। আর এরাই সফলকাম। তাদেরকে তাদের রব স্বীয় দয়া, সন্তুষ্টি ও অনেক জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিয়ামত, শান্তি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে আছে মহা পুরস্কার।'[৭৬]

আল কুরআনে এ রকম অগণিত আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ ও জান্নাতে প্রবেশের শর্ত হিসাবে ঈমানের সাথে 'আমলে সলেহকে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত: যেখানেই সন্তুষ্টি লাভ বা জান্নাতে প্রবেশের কথা উল্লেখ আছে সেখানেই নেক 'আমলের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাই এ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য, সন্তুষ্টি বা জান্নাত লাভ করার অলংঘনীয় ওয়াসীলা বা মাধ্যম হলো ঈমান ও 'আমলে সালেহ। আর এ দুটো হলো অবশ্য করণীয় বা ফারয ওয়াসীলা বা মাধ্যম। একে বাদ দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চিন্তা করা অবান্তর ও বাতুলতা।

গ। ঈমান বিনষ্টকারী কাজ থেকে দূরে থাকা:

বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলার তৃতীয় ওয়াসীলা হলো : ঈমান বিনষ্টকারী কাজ থেকে দূরে থাকা।

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে হলে শুধু ঈমান ও 'আমলে সালেহ করলেই চলবে না বরং সাথে সাথে যে সকল বিশ্বাস বা কাজ ঈমানকে নষ্ট করে দেয় তা বর্জন করতে হবে। আর এগুলোর সংখ্যাও কম নয়। যেমন: কুফর, শিরক, নাস্তিক্যবাদ, বিশ্বাসগত নিফাক, ধর্মত্যাগ ইত্যাদি কার্যাবলী। আল্লাহ তা'আলা কুফর সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ -

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কুফরী করল, অতপর তারা কুফরীতে আরো বেড়ে গেল, তাদের তাওবা কখনও কবুল করা হবে না। আর এরাই হল পথভ্রষ্ট।'[৭৭]

---

৭৫. সূরা আন নিসা- ৪: ১৩

৭৬. সূরা আত-তাওবাহ- ৯: ২০-২২

৭৭. সূরা আলে ইমরান- ৩: ৯০

www.bjilibrary.com

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا –

'যে ব্যক্তি কুফরী (বা অস্বীকার) করবে আল্লাহকে এবং তার ফিরিশতা, কিতাব, রাসূল ও আখিরাতকে, সে তো পথভ্রষ্টতার বহুদূরে নিমজ্জিত হবে।'[৭৮]

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ –

'যেদিন (হাশরের দিন) কতক মুখমণ্ডল উজ্জল হবে, আর কতক মুখমণ্ডল হবে মলিন। যাদের মুখমণ্ডল মলিন হবে (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর। কারণ তোমরা কুফরী করতে।'[৭৯]

শিরক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنصَارٍ –

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম। বস্তুত: যালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকে না।'[৮০]

নাস্তিক্যতাবাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ – وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ–

'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার শ্রবণশক্তি ও অন্তরের উপর মহর অংকিত করে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখে দিয়েছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে তাকে কে হেদায়েত দান করবে? তোমরা কি নসিহাত গ্রহণ করবে না? তারা বলল: পার্থিব জীবনইতো আমাদের জীবন। আমরা (এখানেই) মরব এবং বাঁচব। আমাদেরকে যুগই কেবল ধ্বংস করবে। বস্তুত: এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা শুধু অনুমান করছে।'[৮১]

বিশ্বাসগত নিফাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا–

---

৭৮. সূরা আন নিসা- ৪: ১৩৬
৭৯. সূরা আলে ইমরান- ৩: ১০৬
৮০. সূরা আল মায়িদাহ- ৫: ৭২
৮১. সূরা আল জাসিয়া- ৪৫: ২৩-২৪

www.bjilibrary.com

নি:শ্চয়ই মুনাফিকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। তুমি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।'[৮২]

ধর্মত্যাগী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِـي الـدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ–

'তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় 'আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।'[৮৩] এভাবে আরো অনেক কার্যাবলী আছে যা ঈমান ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পেতে হলে এসব ঈমান বিধ্বংসী কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় নৈকট্য লাভ করা যাবে না এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। أعاذنا الله من ذلك–

ঘ। 'আমলে সালেহ বিনষ্টকারী ও 'আমলে সালেহ বিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকা:

বিশ্বাস ও কর্মকেন্দ্রিক ওয়াসীলার চতুর্থ ওয়াসীলা হলো : 'আমলে সালেহ বিনষ্টকারী কাজ থেকে দূরে থাকা।

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে হলে যে সকল কাজ 'আমলে সালেহকে নষ্ট করে দেয় তা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন: শিরক, কুফর, দ্বীনের পথে বাধা, আল্লাহর বিধানকে অপছন্দ করা। এছাড়া বদ 'আমল ও নাফরমানী থেকেও বিরত থাকতে হবে। মূলত: যে সব কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় সে সবগুলোই কিন্তু 'আমলে সালেহকে নষ্ট করে দেয়। এর পরেও ৪নং পয়েন্টটি উল্লেখ করার কারণ হল 'আমলে সালেহ বিরোধী 'আমল তথা কর্মগত নাফরমানী ও বদ 'আমলগুলো থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব প্রমাণ করা। যেমন: জ্বিনা, ব্যাভিচার, চুরি, হত্যা, লুণ্ঠন, অপবাদ ইত্যাদি। এছাড়া কবীরা গুনাহগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত: বদ 'আমল থেকে বিরত থাকাও কিন্তু 'আমলে সালেহ। তিন গুহাবাসী সংক্রান্ত হাদীসে এক ব্যক্তি জ্বিনা-ব্যাভিচারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকাকে নেক 'আমল হিসাবে গণ্য করে তার ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট মহাবিপদ থেকে মুক্ত হতে দু'আ করেছিল এবং আল্লাহও তা কবুল করেছিলেন। এর বিবরণ দু'আর সময় ওয়াসীলা সংক্রান্ত আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ। নিম্নে 'আমলে সালেহ বিনষ্টকারী কয়েকটি 'আমলের বিবরণ পেশ করা হলো: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ –

---

৮২. সূরা আন নিসা- ৪: ১৪৫

৮৩. সূরা আল বাকারাহ- ২:২১৭

www.bjilibrary.com

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, উপরন্তু তোমাদের 'আমলগুলো বিনষ্ট করোনা'[৮৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ –

'নিশ্চয়ই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তাহলে তোমার (নেক) 'আমল নিশ্চিত বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৮৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ –

'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাদের কাছে হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহর কানাকড়িও ক্ষতি করতে পারবে না। উপরন্তু তিনি তাদের 'আমলগুলোকে ধ্বংস করে দিবেন।'[৮৬]

আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের বদ 'আমল ও অন্যায় অপরাধ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলেন:

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ –

'যারা মন্দ কাজ করছে তারা কি ভেবেছে যে, তারা আমার পাকড়াও থেকে বেঁচে যেতে পারবে? তারা যা সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা কতই না নিকৃষ্ট।'[৮৭]

وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ أُولَـٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ –

'যারা মন্দ কাজের চক্রান্তে লেগে থাকে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের ষড়যন্ত্রই ধ্বংস হবে।[৮৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ –

'যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে সব লোকদের মত করে দিব যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে? তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবী কতইনা মন্দ![৮৯]

---

৮৪. সূরা মুহাম্মাদ- ৪৭:৩৩
৮৫. সূরা আয যুমার- ৩৯:৬৫
৮৬. সূরা মুহাম্মাদ- ৪৭: ৩২
৮৭. সূরা আল আন কাবুত- ২৯: ৪
৮৮. সূরা আল ফাতির- ৩৫: ১০
৮৯. সূরা আল জাসিয়া- ৪৫: ২১

www.bjilibrary.com

বস্তুত: এরকম অসংখ্য আয়াত আল কুরআনে রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা 'আমল বিনষ্টকারী বিভিন্ন বিশ্বাস ও কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মন্দ ও নাফরমানী মূলক অপরাধের কথাও উল্লেখ করেছেন যা আল্লাহর নৈকট্য লাভে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে হলে এ চারটি ওয়াসীলা অবলম্বন করা অতীব জরুরী। এসব ওয়াসীলা বা মাধ্যম বাদ দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বস্তুত: এগুলোই হলো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের সত্যিকার ওয়াসীলা ও মাধ্যম। এগুলোকে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে পরকালে মহাবিপদ অপেক্ষা করছে। বস্তুত: এ চার প্রকার ওয়াসীলা শুধুমাত্র বৈধই নয় বরং ফরয ও অবশ্যপালনীয়।

সম্মানিত মুফাসসিরগণ وسيلة শব্দের ব্যাখ্যায় যা উল্লেখ করছেন তা উপরোক্ত চার প্রকার কাজ। আর আল কুরআনে উল্লেখিত ওয়াসীলা সংক্রান্ত দু'টো আয়াতে وسيلة দ্বারা উপরোক্ত চার প্রকার কাজকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে এর বাইরে কোন কথা বা 'আমল উল্লেখ করার কোন সুযোগ নেই।

*** দু'আকেন্দ্রিক ওয়াসীলা:**

দু'আকেন্দ্রিক ওয়াসীলা বলতে বুঝানো হচ্ছে: বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি। তার নিকট আবেদন নিবেদন করি। তার কাছে বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পেশ করে থাকি। সেগুলো যাতে সফলতার সাথে অর্জন করতে পারি তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সাথে সাথে আমরা এ ধারণাও পোষণ করি যে, আমাদের এ আবেদন নিবেদন ও প্রার্থনা আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবেনা বা সরাসরি তার নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হবে না বা আমাদের 'আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছাবেনা অথবা আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করবেন না– যতক্ষণ আমরা কোন মাধ্যম বা অবলম্বন গ্রহণ না করি। অথবা এ ধারণা পোষণ করি যে, দুনিয়ায় যেমন কোন কার্য তাড়াতাড়ি সমাধানের জন্য মাধ্যম খুবই কার্যকরী, তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার জন্য কোন মাধ্যম বা ওয়াসীলার প্রয়োজন। এ রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের সমাজে অসংখ্য লোক নাবী, রাসূল, অলী-আউলিয়া ও বুযুর্গ ব্যক্তির নাম নিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করে থাকে। যেমন তারা এভাবে বলে থাকে যে, হে আল্লাহ তুমি উমুক ব্যক্তির ওয়াসীলায় আমাদের দু'আ কবুল কর বা আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দাও।

বস্তুত: দু'আকেন্দ্রিক ওয়াসীলা বলতে দু'আর মধ্যে কোন কিছুর নাম নিয়ে বা কোন কিছুর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কথাই বুঝানো হচ্ছে। মূলত: দু'আর মধ্যে কোন কিছুর নাম নিয়ে বা কোন কিছুর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা মূলত: পাঁচ প্রকারের হতে পারে। এর মধ্যে চার প্রকার বৈধ, আর এক প্রকার অবৈধ বা বিতর্কিত। বৈধ ওয়াসীলা হল: ঈমানের ওয়াসীলা দেয়া, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দেয়া, নেক কাজের

www.bjilibrary.com

ওয়াসীলা দেয়া এবং দু'আর ওয়াসীলা দেয়া। আর অবৈধ ও বিতর্কিত ওয়াসীলা হল কারো সত্তার ওয়াসীলা দেয়া। নিম্নে এর ব্যাখ্যা দেয়া হলো:

ক। 'ঈমান' এর ওয়াসীলা দেয়া:

দু'আ কেন্দ্রকি ওয়াসীলার প্রথম প্রকার হল : ঈমান-এর ওয়াসীলা দেয়া।

দু'আর মধ্যে এভাবে ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এটা হলো সবচেয়ে বড় ওয়াসীলা। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল কুরআনে এমন লোকদের প্রশংসা করেছেন, যারা ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিভিন্ন বিষয়ের প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এদেরকে জ্ঞানবান, সর্বাবস্থায় জিকিরকারী এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গবেষক বলে প্রশংসা করেছেন। এছাড়া এদের দু'আরও প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ সম্পর্কে বলেন যে, তারা এ বলে দু'আ করে:

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِلإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ–

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমরা তোমাদের পালনকার্তার প্রতি ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! অতএব তুমি আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মিটিয়ে দাও এবং পূণ্যবানদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান কর।'[৯০]

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জ্ঞানবান ও গবেষক বান্দারা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ ও প্রার্থনা করার সময় ঈমানের ওয়াসীলা দিয়েছেন। আর এ দ্বারা তিনটি বিষয় মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এ তিনটি বিষয় হলো: (ক) সকল গুনাহের ক্ষমা (খ) সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মিটিয়ে দেয়া (গ) পূণ্যবানদের সাথে মৃত্যু হবার সৌভাগ্য। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আকারীদের বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে তাদের প্রশংসা করেছেন। তাইতো দেখা যায়, দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট মুত্তাকী বান্দাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار –

(সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট মুত্তাকী বান্দাতো তারা) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! অবশ্যই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদের সকল অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।'[৯১]

---

৯০. সূরা আলে ইমরান- ৩: ১৯৩

৯১. সূরা আলে ইমরান- ৩: ১৬

www.bjilibrary.com

এ আয়াতে ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে সকল অপরাধ থেকে ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া হয়েছে আর আল্লাহ তা'আলা এ রকম দু'আকারীদের প্রশংসা করেছেন। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ:) এর একনিষ্ঠ অনুসারী হাওয়ারীদের প্রশংসা করতে গিয়ে তাদের ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيْ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ– رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ–

'অতপর ঈসা (আ:) যখন তাদের (বনী ইসরাইলদের) কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, আল্লাহর পথে কারা আমাকে সাহায্য করবে? হাওয়ারীরা বলল, আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম, অনুগত। (অতপর তারা এ দু'আ করল) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যা নাযিল করেছ তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদাতাদের সাথে তালিকাভুক্ত করে নাও।'[৯২]

এখানে হাওয়ারীরা দু'আ করার সময় দু'টি বিষয়ের ওয়াসীলা দিয়েছে, ঈমান বিল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণ। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি বিষয় মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেছে। আর তা হলো, সাক্ষীদাতা তথা খালেস ঈমানদারদের সাথে তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে নেয়া। আর আল্লাহ তা'আলা এ রকম ওয়াসীলা দিয়ে দু'আকারীর প্রশংসা করেছেন। চতুর্থ আয়াতে খৃষ্টান পাদ্রী ও আলেম সম্প্রদায় যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ কুরআন তিলাওয়াত শুনে সত্য বলে বিশ্বাস করে কেঁদে ফেলেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে তাদের কথা উল্লেখ করেন:

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ – وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْنَ– فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ.

'তারা (দু'আ করার সময়) বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে সাক্ষীদাতাদের সাথে তালিকাভুক্ত করে নিন। আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের কাছে তার উপস্থাপিত মহাসত্য (কুরআন) এর প্রতি কেন ঈমান আনব

৯২. সূরা আলে ইমরান- ৩: ৫২-৫৩

www.bjilibrary.com

না? আমরাতো এ আশা করছি যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের দলভুক্ত করবেন। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বক্তব্যের কারণে তাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ জান্নাত দান করলেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটা হচ্ছে সৎকর্মশীলদের প্রতিফল।'[৯৩]

মূসা (আ:) এর যাদুকরগণ যখন ঈমান গ্রহণ করল এবং ফেরআউন তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করার ও শুলদন্ডে দন্ডিত করার প্রত্যয় ঘোষণা করল, তখন যাদুকররা ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিল যে, তিনি যেন তাদেরকে সবর করার তাওফিক দান করেন এবং মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের ওয়াসীলা দেয়ার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন:

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ – وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ–

'তারা বলল, আমরা তো অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। তুমি তো আমাদের সাথে এ কারণে শত্রুতা করছ যে, আমরা আমাদের রবের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের প্রতি ধৈর্য ধারণের কৃপা বর্ষণ কর এবং আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান কর।'[৯৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ –

'আমরা কামনা করছি যে, আমাদের রব আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আমরা প্রাথমিক পর্যায়ের মুমিন।'[৯৫]

এখানেও কিন্তু প্রথম ঈমানদার হওয়াকে গুনাহ মাফের ওয়াসীলা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِي قَالُوْا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ–

'যখন আমি হাওয়ারীদের নিকট প্রত্যাদেশ পাঠালাম যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তখন তারা বলল: আমরা ঈমান আনলাম। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিসন্দেহে আমরা মুসলিম।'[৯৬] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পরকালীন বিচার ও কাফিরদের কাকুতি মিনতির বর্ণনা দেয়ার পর তিনি তার বিশেষ বান্দাদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন:

---

৯৩. সূরা আল মায়িদা- ৫: ৮৩-৮৫
৯৪. সূরা আল আ'রাফ- ৭: ১২৫-১২৬
৯৫. সূরা আশ শুয়ারা- ২৬:৫১
৯৬. সূরা আল মায়িদাহ- ৫: ১১১

www.bjilibrary.com

إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ–

'আমার একদল বান্দা ছিল, যারা বলত: হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের দয়া করো, তুমিতো সর্বোত্তম দয়াকারী।'[৯৭]

এসব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন দু'আর মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করি। বস্তুত: এটাই হলো দু'আর মধ্যে সর্বোত্তম ওয়াসীলা। কারণ তা আল্লাহর কালাম দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

খ। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দেয়া:

দু'আকেন্দ্রিক দ্বিতীয় প্রকার ওয়াসীলা হলো দু'আর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা। কুরআন ও হাদীসে এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا–

'আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। অতএব সে নামের ওয়াসীলায় বা মাধ্যমে তাকে ডাক।'[৯৮]

বস্তুত: আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلِ ادْعُوْا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى–

'বলুন, তোমরা আল্লাহকে আহ্বান কর কিংবা রহমানকে, যাকেই আহ্বান করনা কেন সব সুন্দর নাম তারই।'[৯৯]

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى–

'আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোন (সত্যিকার) ইলাহ নেই। সব সুন্দর নাম তারই।'[১০০]

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى–

'তিনি তো আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও রূপদানকারী। সব সুন্দর নাম তারই।'[১০১] আল্লাহ তা'আলার এ সুন্দর সুন্দর নামের সংখ্যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

---

৯৭. সূরা আল মুমিনুন- ২৩:১০৯
৯৮. সূরা আল আ'রাফ- ৭: ১৮০
৯৯. সূরা আল ইসরা- ১৭: ১১০
১০০. সূরা ত্বহা- ২০: ৮
১০১. সূরা আল হাশর- ৫৯: ২৪

www.bjilibrary.com

اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوْ وِتْرٌيُحِبُّ الْوِتْرَ–

'আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি, এক কম একশত নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড়, আর বেজোড়কে ভালবাসেন।'[১০২] এ নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম হাকেম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযি এ বর্ণনাকে গরীব বলেছেন। এ ছাড়া ইবনু হিব্বান তার সাহীহ কিতাবে এবং ইবনু মাজাহ তার সুনান কিতাবেও কম বেশী নাম সহকারে হাদীস উল্লেখ করেছেন।[১০৩]

তবে আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নামের সংখ্যা কিন্তু নিরানব্বইর মধ্যে সীমিত নয় বরং আরো অনেক নাম আছে। যেমন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِه نَفْسَكَ أَوْ اَعْلَمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِه فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ (عَنْ ابن مسعود رض) –

'আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার প্রতিটি নামের ওয়াসীলা দিয়ে, যদ্বারা তুমি তোমার নাম রেখেছো। অথবা তোমার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেছ। অথবা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ অথবা ইলমুল গাইবে তুমি তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছ।'[১০৪]

আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার পদ্ধতি কি হতে পারে তার ব্যাখ্যা আমরা হাদীস দ্বারা পেতে পারি। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে। নিম্নোক্ত হাদীসটিও এর বাস্তব প্রমাণ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَا اَصَابَ اَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكِ ابْنُ اَمَتِكِ نَاصِيَتِى بِيَدِكِ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوْ لَكَ سَمَّيْتَ بِه نَفْسَكَ اَوْ اَعْلَمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِىْ كِتَابِكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ فِى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِى وَ ذَهَابَ هَمِّىْ– اِلَّا اَذْهَبَ اللهُ هُمَّهُ وَ حُزْنَهُ وَ اَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا– فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ افَلَا نَتَعَلَّمَهَا؟ فَقَالَ بَلى يَنْبَغِىْ لِمَنْ سَمِعَهَا اَنْ يَتَعَلَّمَهَا– (احمد فى مسنده و الامام ابوحاتم بن حبان البستى فى صحيحه بمثله)

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

১০২. সাহীহুল বুখারী, শুরুত বাব-১৮, দাওয়াত, বাব-৬৮, তাওহীদ, বাব- ১২, মুসলিম, জিকর ওয়াদ দু'আ হাদীস নং ৫৩৬

১০৩. সুনান তিরমিযী, দাওয়াত, বাব নং ৮২

১০৪. মুসনাদে আহমদ- ১: ৪৫২ পৃ:

www.bjilibrary.com

বলেছেন, যে লোক চিন্তা ভাবনা ও পেরেশানীর সম্মুখীন হয় এবং এই দু'আ পড়েঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّى عَبْدُكَ হে আল্লাহ, আমি তোমার দাস, তোমার দাসের ছেলে, তোমার দাসীর ছেলে। আমার সর্বাংগ তোমার হাতে। আমার ব্যাপারে তোমার সকল সিদ্ধান্ত কার্যকর। আমার ব্যাপারে তোমার সকল ফয়সালা ন্যায়নীতি পূর্ণ। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তোমার প্রতিটি নামের ওয়াসীলা দিয়ে যদ্দ্বারা তুমি তোমার নাম রেখেছ। অথবা তোমার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেছ অথবা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ, অথবা ইলমুল গাইবে তুমি তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছ। এই প্রার্থনা করছি যে, তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার অন্তরের বসন্ত, বুকের আলো, চিন্তার উপশম এবং পেরেশানী দূরিকরণ। যদি কেউ এ দু'আ পড়ে তা হলে আল্লাহ তা'আলা তার পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা দূরিভূত করে দেন। এর পরিবর্তে তিনি আনন্দে ভরে দেন। প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি এ দু'আ শিখবো না? তিনি বললেন, অবশ্যই! যে ব্যক্তি এটি শুনল, তার এটি শিখে নেয়া উচিত।'[১০৫] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কুরআনকে সবকিছুর মধ্যমণি এবং আলোকবর্তিকা বানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ নিকট দু'আ করতে গিয়ে তারই সকল নামের ওয়াসীলা দিয়েছেন।

وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ– فَقَالَ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ إِذَا سُئِلَ بِه أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ بِه أَجَابَ–

رواه الترمزى و ابو داود– و قَالَ الترمذى هذا حديث حسن غريب–

বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে (এভাবে) বলতে শুনলেন- اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই ওয়াসীলা দিয়ে যে তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, (তুমি) একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি সন্তান জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি আর তার সমকক্ষ কেউ নেই। (এ দু'আ শুনে) তিনি বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তার ইসমে আ'যম এর ওয়াসীলা দিয়ে ডেকেছে, যার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন এবং যার ওয়াসীলা দিয়ে ডাকলে তিনি তাতে সাড়া দেন।[১০৬]

এখানে প্রার্থনাকারী সাহাবী আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত নাম, গুণবাচক নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করেছেন।

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وَ رَجُلٌ

---

১০৫. মুসনাদ আহমাদ- ১: ৪৫২

১০৬. সুনান তিরমিযীঃ কিতাবু আদ দাওয়াত, বাব নং- ৬৪, হাদীস নং ৩৪৭৫

www.bjilibrary.com

يُصَلِّى فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَسْئَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِىْ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ به أعْطى- و قَالَ الترمذى هذا حديث غريب و قد روى من غير وجه-

'আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মাসজিদে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল। সে এই বলে দু'আ করল - ....اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই ওয়াসীলা দিয়ে যে, নি:সন্দেহে সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। (তুমি) হান্নান, মান্নান (অত্যন্ত করুণাময়ী, মহাদানশীল) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অভিনব পদ্ধতিতে সৃষ্টিকারী, ইয়া যুল জালাল ওয়াল ইকরাম। (হে মহিমান্বিত ও মহা সম্মানী) হে চিরঞ্জীব, হে মহাধারক, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তার ইসমে আ'জম এর ওয়াসীলা দিয়ে ডেকেছে, যার ওয়াসীলা দিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং প্রার্থনা করা হলে দান করেন।'[১০৭]

এখানেও প্রার্থনাকারী সাহাবী আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের গুণবাচক নামের ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার প্রশংসা করেছেন।

وَعَنْ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ (لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِى شَيْئٍ اِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ-

'সাআ'দ (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাছওয়ালা (নাবী ইউনুস) মাছের পেটের মধ্যে থেকে যে দু'আ করেছিলেন সে দু'আ হলো: -لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালেমীন) কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি যে কোন ব্যাপারে এ দু'আ করে তাহলে তিনি এ দু'আ কবুল করেন।'[১০৮] এখানেও কিন্তু নাবী ইউনুস (আ:) আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করেছিলেন।

عَنْ بُرَيْرَةَ (رض) قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَسْجدَ عِشَاءً فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ وَ يَرْفَعُ صَوتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ: اَتَقُوْلُ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيْبٌ قَالَ

১০৭. প্রাগুক্ত- বাব নং- ১০০, হাদীস নং ৩৫৪৪

১০৮. সুনান তিরমিযী, দাওয়াত, বাব নং- ৮২, হাদীস নং ৩৫০৫ (হাসান)

www.bjilibrary.com

وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ يَقْرَأُ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِه ثُمَّ جَلَسَ اَبُوْ مُوْسى يَدْعُوْ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَشْهَدُكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ- فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ أَعْطى وَإِذَا دُعِىَ بِه اَجَابَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُخْبِرُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَاَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لِىْ: اَنْتَ الْيَوْمَ لِىْ اَخٌ صَدِيْقٌ حَدَّثْتَنِى بِحَدِيْثِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ-

'বুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ইশার সময় মাসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে পাঠ করছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি এ ব্যক্তিকে রিয়াকার (লৌকিকতা প্রদর্শনকারী) বলবেন? তিনি বললেন (না) বরং (আল্লাহর দিকে) প্রত্যবর্তনকারী মুমিন। বর্ণনাকারী বললেন, বস্তুত: আবু মূসা আশ'আরী উচ্চস্বরে পাঠ করছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনযোগ সহকারে তার কিরাআত শুনছিলেন। অতপর আবু মূসা দু'আ করতে লাগলেন এবং বললেন- اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَشْهَدُكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ- 'হে আল্লাহ আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, নিশ্চয় তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন (সত্যিকার) ইলাহ নেই। একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্ম দেননি, আর তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তার সমকক্ষ কেউ নেই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অবশ্যই সে আল্লাহর নিকট তার এমন নামের ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছে যার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করা হলে তিনি দান করেন এবং দু'আ করা হলে তিনি সাড়া দেন। (রাবী বলেন) আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার থেকে যা শুনলাম তাকে কি তা জানিয়ে দেবো? তিনি বললেন হ্যাঁ। এরপর আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাটি জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আজ তুমি আমার সত্যবাদী ভাই। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছ।'[১০৯]

এ হাদীসে দেখা যায় যে, আবু মূসা আশ'আরী (রা:) আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা অতি সত্তর কবুল হবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا كَرِبَهُ اَمْرٌ يَقُوْلُ: يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ وَ قَالَ الترمذى هذا حديث غريب-

'আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস

---

১০৯. তাজরীদুল সেহাহ ওয়াল হিসান রাজীন আল আবদারী। (মিশকাত)

www.bjilibrary.com

ছিল, যখন কোন কঠিন বিপদ দেখা দিত তখন তিনি বলতেন- يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ হে চিরঞ্জীব, হে মহা ধারক, আমি তোমার রহমাতের ওয়াসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি।[১১০]

এ রকম আরো অনেক হাদীস আছে যা প্রমাণ করছে যে, দু'আ করার সময় আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা উচিৎ। আর এটি দু'আর মধ্যে ওয়াসীলা দেয়ার একটি গুরুত্বপুর্ণ পদ্ধতি। এটি বৈধ ও জায়েয। বরং অন্যতম উত্তম পদ্ধতি।

গ। নেক 'আমলের ওয়াসীলা দেয়া:

দু'আকেন্দ্রিক ওয়াসীলার মধ্যে তৃতীয় প্রকার ওয়াসীলা হলো দু'আর মধ্যে স্বীয় নেক 'আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা। যেমন এভাবে বলা, 'হে আল্লাহ আমি সালাত আদায় করেছি, যাকাত আদায় করেছি, তোমাকে ভালবেসেছি অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' এ রকম পদ্ধতিতে ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা হল 'আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা। এর সপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন:

আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ:) এর একনিষ্ঠ হাওয়ারীদের প্রশংসা করতে গিয়ে তাদের একটি দু'আর কথা উল্লেখ করেছেন। সে দু'আটি হলো:

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ –

'হে আমাদের রব! তুমি যা নাযিল করেছ তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদাতাদের সাথে তালিকাভুক্ত করে নাও।'[১১১] এখানে হাওয়ারীরা তাদের প্রার্থনায় দু'টি বিষয়ের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন। একটি হল ঈমান আর অপরটি হল ঈমানের সাথে নেক 'আমল তথা রাসূলের অনুসরণ করাকেও ওয়াসীলা হিসাবে পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ –

'হে আমাদের রব, তুমি একে নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।'[১১২] এখানে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানবান লোকদের প্রশংসা করেছেন এই বলে যে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে দু'আ করেছেন তাতে তারা আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার পবিত্রতা বর্ণনাকে ওয়াসীলা বানিয়েছে, যা অবশ্যই একটি নেক 'আমল। আর এটাই তাদের ওয়াসীলা।

নেক 'আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার ব্যাপারে আকর্ষণীয় প্রমাণ হলো বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তির দু'আ। সাহীহুল বুখারীসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে যে, বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তি গুহায় আটক হয়ে যাওয়ার পর তারা প্রত্যেকেই

---

১১০. সুনান তিরমিযি: দাওয়াত, বাব নং ৯২, হাদীস নং ৩৫২৪

১১১. সূরা আলে ইমরান- ৩: ৫৩

১১২. সূরা আলে ইমরান- ৩: ১৯১

www.bjilibrary.com

নিজ নিজ উত্তম 'আমলের ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিল। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করে তাদেরকে গুহা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। হাদীসটি এই:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيتَ اِلَى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالَوْا اِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اَللَّهُمَّ كَانَ لِي اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لَا اغْبِقُ قَبْلَهُمَا اَهْلًا وَلَا مَالًا- فَنَاىْ بِى فِىْ طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أرِحْ عَلَيْهِمَا حَتى نَامَ فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أو مَالًا فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلى يَدَىَّ أنْتَظِرُ اسْتِيقَاظِهِمَا حَتَّى بَرَقَ الْفجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا اَللّٰهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفِرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخَرَوْجَ قَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ الْاٰخرُ اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِى بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبُّ النَّاسِ إلىَّ فَارَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَ تْنِى فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلى أنْ تُخَلِّيَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لَا أحِلُّ لَكَ اَنْ تَفُضَّى الْخَاتَمَ إلَّا بِحَقِّه فَتَحَرَّجْتُ مِنَ إلْوَقُوْعَلَيْهَا فَانصَرَفْتُ عَنهَا وَهِىَ أَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِىْ أَعْطَيْتُهَا- اَللّٰهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَ جَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وُسَلَّمَ وَ قَالَ الثَّالِثُ: اَللّٰهُمَّ انِّى اسْتَأجَرْتُ أُجَرَاءَ فَاَعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِىْ لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْه اَلْاَمْوَالُ فَجَاءَنِىْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ اَدِّ اِلَىَّ أَجْرِىْ فَقُلْتُ لَهُ كُلِّ مَاترى مِنْ أجْرِكَ مِنَ الْاِ بِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ و الرَّقِيْقِ- فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِئ بِى فَقُلْتُ إنِّى لَا اَسْهَزِئُ بِكَ فَاَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْه شَيْئًا- اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَ جْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَ جَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ-

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি (পথ) চলতে চলতে (বৃষ্টির কারণে) একটি গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা বলল, তোমাদের সৎ কর্মের ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। তখন তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার খুব বৃদ্ধ

www.bjilibrary.com

বাবা-মা ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন কিছুর খোঁজে আমাকে অনেক দূর যেতে হল। কাজেই তাদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে (পশু পাল নিয়ে) ফিরতে পারলাম না। আমি তাদের জন্য সান্ধ্যকালীন দুধ দোহন করে নিয়ে আসলাম। কিন্তু আমি তাদেরকে নিদ্রা অবস্থায় পেলাম। তাদের আগে পরিবার-পরিজন কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করানো পছন্দ করলাম না। তাই আমি তাদের জেগে ওঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অবশেষে ভোর হয়ে গেল। তারা ঘুম থেকে জেগে ওঠলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা আমাদের থেকে দূর করে দাও। এতে পাথরটি সামান্য সরে গেল সত্যি, কিন্তু তারা বের হতে সক্ষম হলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (এরপর) দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল, সে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। আমি তাকে সম্ভোগ করতে ইচ্ছা করলাম কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে তার প্রতি দুর্ভিক্ষ নেমে আসল। সে (খাবারের জন্য) আমার নিকট এল। আমি তাকে একশত বিশ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে নির্জনবাস করবে। সে তা মঞ্জুর করল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না। (অর্থাৎ সতীত্ব হরণ করতে দিতে পারি না) ফলে আমি তার সাথে সহবাস করা পাপ মনে করলাম এবং সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার থেকে সরে পড়লাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তা ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এটি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তবে আমরা যে বিপদে আছি তা দূর করে দাও। তখন ঐ পাথরটি (আরো একটু) সরে গেল, কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এরপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন দিনমযুর নিয়োগ করেছিলাম এবং তাদেরকে তাদের মযুরীও পরিশোধ করেছিলাম। কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মযুরীকে বিনিয়োগ করলাম। তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে আমার মযুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা কিছু তুমি দেখতে পাচ্ছ তা সবই তোমার মযুরী। একথা শুনে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি আমার সাথে উপহাস করোনা। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে উপহাস করছিনা। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং হাঁকিয়ে নিয়ে গেল, একটিও রেখে গেলনা। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে

www.bjilibrary.com

থাকি, তবে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা তুমি দূর করে দাও। তখন ঐ পাথরটি (সম্পূর্ণ) সরে গেল এবং তারা (গুহা থেকে) বের হয়ে পথ চলতে লাগল।'[১১৩]

উল্লিখিত হাদীসে তিন ব্যক্তি তাদের চরম বিপদের সময় তারা তাদের দু'আর মধ্যে তিনটি নেক 'আমলের কথা উল্লেখ করে তার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করেছিল, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনাটি তিন ব্যক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন। এখানে আশ্চর্য হলো, এক ব্যক্তিতো তার কোন পজিটিভ কাজকে নয় বরং নেগিটিভ কাজ তথা সুযোগ পেয়েও যেনা ব্যাভিচারী না করাকে ওয়াসীলা দিয়েছিল। আর তাতেও আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করে তাদেরকে মহাবিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এটি ছিল গুনাহ না করার ওয়াসীলা দেয়া।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নাববী (রঃ) বলেন:

اِسْتَدَلّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلى أَنَّه يُسْتَحَبُّ لِلإِنْسَانِ أن يَدْعُوَ فِي حَالِ كَرْبِه وَفِى دُعَاءِ الاسْتِسْقَاءِ وَ غَيْرِهِ بِصَالِح عَمَلِه وَ يَتَوَسَّلُ اِلَى اللهِ تَعَالى به لَاَنَّ هَؤُلَاء فَعَلُوْهُ فَا سْتُجِيْبَ لَهُمْ وَذَكَرَهُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِى مَعْرَضِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ بِجَمِيْلِ فَضَائِلِهِمْ–

'এ হাদীস দ্বারা আমাদের ওলামা সম্প্রদায় এ ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছে যে, মানুষের উচিৎ তার আপদে বিপদে, বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ ও অন্যান্য স্থানে নিজের নেক 'আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে একে ওয়াসীলা হিসাবে গ্রহণ করা। কারণ এরা (তিন গুহাবাসী) এ কাজটিই করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করেছিলেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রশংসার ছলে তাদের ফযিলতপূর্ণ কাজের কথা উল্লেখ করেছিলেন।'[১১৪]

ঘ। নেককার ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা দেয়া :

দু'আ কেন্দ্রিক ওয়াসীলার চতুর্থ প্রকার হল : নেককার ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা দেয়া। এর অর্থ হল কোন নেককার ব্যক্তির নিকট দু'আ চাওয়া, তাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে অনুরোধ করা, তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করানো। সাহাবা কেরাম (রাঃ) অনেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দু'আ চেয়েছেন, তাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে অনুরোধ করেছেন এবং তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করিয়েছেন। এমন কি

---

১১৩. সাহীহুল বুখারী, ইজারাহ (৩৭) বাব ১২-(৩ : ৫১-৫২) বুয়ূ (বেচাকেনা) - ৩৪, বাব ৯৮ (৩:৩৭-৩৮) হারস (৪১) বাব ১৩ (৩:৬৯-৭০), আম্বিয়া- ৬০, বাব ৫৩- (৪: ১৪৭-১৪৮), আদব- ৭৮, বাব ৫(৭:৬৯-৭০), সাহীহ মুসলিম, যিকর, হাদীস নং ২৭৪৩

১১৪. শরহে মুসলিম, ইমাম আন নববী, কিতাব আয যিকর, হাদীস নং ২৭৪৩ দ্রষ্টব্য

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও 'উমার (রা:) এর নিকট দু'আ চেয়েছেন। যেমন:

عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الْعُمْرَةِ فَقَالَ اَىْ اخِىْ اَشْرِكْنَا فِى دُعَاتِكَ وَلَا تَنْسَانَا– رواه الترمذى– و قَالَ هذا حديث حسن صحيح– و رواه ابو داود بلفظ أخر بمعناه–

'উমার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি উমরা আদায় করার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন হে প্রিয় ভাই, আমাদেরকে তোমার দু'আয় শরীক করিও। আমাদেরকে ভুলোনা।'[১১৫]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের নিকট দু'আ চেয়েছেন। এটাই হলো দু'আর ওয়াসীলা দেয়া। সাহাবা কিরাম (রা:) অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দু'আ চেয়েছেন। যেমন:

عَنْ اَنَس (رض) قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللهَ اَنْ يَسْقِيَنَا فمد يديه و دعا–

'আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, গৃহপালিত পশু ঘোড়া ও ছাগল ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। এতে তিনি দুহাত তুলে দু'আ করলেন।'[১১৬]

وَعَنْ اَنَس بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ اَصَابَ النَاسَ سَنَةٌ عَلى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَبَيْنَمَا النَبِىّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فِى يَوْمِ الْجُمْعَةِ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ جَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَ نَرى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِىْ نَفْسُ بِيَدِه مَا وَضَعَهَا حَتى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلى لِحيَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَ بَعْدَ الْغدِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ حَتَّى الْجُمْعَةِ الأخْرىَ وَقَامَ ذلِكَ الْاَعْرَابِى أوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ و غَرِقَ الْمالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ اَللّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِه اِلى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ اِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِىْ قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلَّاحَدَّثَ بَالْجَوْدِ–

---

১১৫. সুনানুত তিরমিযী, দাওয়াত, বাব- ১১০, হাদীস নং ৩৫৬২, আবু দাউদ, সালাত, দু'আ, হাদীস নং ১৪৪৩

১১৬. সাহীহুল বুখারী, জুমু'আ-১১, বাব- ৩৪- (১ : ২২৩)।

www.bjilibrary.com

'আনাস ইবনে মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ (অনাবৃষ্টি) দেখা দিয়েছিল। একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক বেদুইন (সাহাবী) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাল সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত রয়েছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। (এতদশ্রবণে) তিনি দু'হাত উত্তোলন করলেন। এ সময় আমরা আকাশে কোন মেঘই দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাত নামান নি, এর মধ্যেই হঠাৎ পাহাড়ের ন্যায় বড় বড় মেঘমালা উদিত হলো। এরপর তাঁর মেম্বর থেকে নিচে নামার পূর্বেই আমি দেখতে পেলাম যে, বৃষ্টি তার দাড়িতে টপকিয়ে পড়ছে। এরপর এদিন থেকে শুরু করে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ল। (পরবর্তী জুমু'আয়) এই বেদুইন অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এবং মাল সম্পদ পানিতে ডুবে গেছে, অতএব আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তিনি দু'হাত তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ আমাদের আশে পাশে (বৃষ্টি) দিন, আমাদের উপরে নয়। এ কথা বলে তিনি হাত দিয়ে মেঘের যেদিকেই ইশারা করতেন, মেঘমালা সরে যেত। মদিনা শহরটি গোল বৃত্তাকারে পরিণত হলো। (চারদিকে মেঘ, কিন্তু মদিনার আকাশে মেঘ নাই)। এক মাস ধরে পথে প্রান্তরে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। উপরন্তু মদিনার আশপাশ থেকে যে ব্যক্তিই মদিনায় আসত সেই সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাতের কথা বলত।'[১১৭]

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম ছাড়াও ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এতে দেখা যায় যে, অনাবৃষ্টির কারণে বেদুইন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সরাসরি এসে দু'আ চেয়েছেন, আর তিনিও হাত তুলে দু'আ করেছেন। এটা হলো নেককার ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা দেয়া। তবে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যার দু'আর ওয়াসীলা দেয়া হবে তার জীবিত থাকতে হবে। অন্যথায় দু'আ করবেন কিভাবে? এছাড়া দু'আপ্রার্থী ব্যক্তির সরাসরি আসতে হবে এবং দু'আ চাইতে হবে। বস্তুত নেককার ব্যক্তির নিকট দু'আ চাওয়াই হলো দু'আর ওয়াসীলা দেয়া।

তবে বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আর ওয়াসীলা দেয়ার ব্যাপারে আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোও যথার্থ প্রমাণ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

---

১১৭. সাহীহুল বুখারী, জুমআ-১১, বাব-৩৫, ইসতিসকা- ১৫, বাব- ৬, ৯, ১২, ১৪, ২১, ২৪ মানাকিব- ৬১, বাব ২৫, আদব- ৭৮, বাব- ৬৮, সাহীহ মুসলিম, ইসতিসকা, হাদীস নং ৮-১২

www.bjilibrary.com

যদি তারা নিজেদের উপর যুলুম করার পর তোমার নিকট আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত তাহলে ওরা অবশ্যই আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসেবে পেত।'[১১৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ তাদের মালের সাদাকা গ্রহণ কর। উহা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র কর এবং পরিশুদ্ধ কর। তাদের জন্য দু'আ (সালাত আদায়) কর। নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের প্রশান্তির ধারক।'[১১৯] এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দু'আ প্রার্থনা করার ইংগিত বহন করছে। এছাড়া অন্যের কাছে দু'আ প্রার্থনা করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোও সুস্পষ্ট দলীল।

عَنْ اُسَيْرِ بْنِ جَابِر اَنَّ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَفَدُوا اِلى عُمَرَ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِاُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّيْنَ؟ فَجَاءَ ذالِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرَ اِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ قَالَ: اِنَّ رَجُلًا يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ اُوَيْسُ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ اُمٍّ لَهُ- قَدْ كَانَ بِه بَيَاضٌ فَدَعَا اللهُ فَاَذْهَبَهُ عَنْهُ اِلَّامَوْضِعَ الدِّيْنَارِ اَوِ الدِرْهَمِ- فَمَنْ لَقِيَه مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ-

وَفِى رَوَايَةٍ: عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابَ (رض) قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ اُوَيْسُ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَ كَانَ بِه بَيَاضٌ فَمُرُوْهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ-

وَفِى رَوَايَةٍ: عَنْ اُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُبنُ الْخطّاب اِذَا اَتى عَلَيْهِ اَمْدَادُ اَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيْكُمْ اُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتى اتى عَلى اُوَيْسٍ فَقَالَ اَنْتَ أَوَيْسُ مِنْ عَامِرٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَاَتَ مِنْهُ اِلَّامَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: يَاتِى عَلَيْكُمْ اُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ امْدَادِ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ كَانَ بَرَصٌ فَبَرَاَ مِنْهُ اِلَّامَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ وَهُوْ بِهَا بَارٌّ- لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهُ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَا سْتَغْفِرْلِى فَاسْتَغْفَرَ لَهُ-

'ওছাইর ইবন জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফাবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা:) এর নিকট উপস্থিত হলো। এদের মধ্যে এক ব্যক্তি উয়াইস (রাহ) কে উপহাস করত। 'উমার (রা:) বললেন, এখানে কি কোন কারানী ব্যক্তি আছে?

---

১১৮. সূরা আন নিসা- ৪: ৬৪

১১৯. সূরা আত তাওবা- ৯: ১০৩

www.bjilibrary.com

এতদশ্রবণে এই (উপহাসকারী) ব্যক্তি উপস্থিত হল। তখন 'উমার (রা:) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়ামান থেকে এক ব্যক্তি আসবে তার নাম উয়াইস। ইয়ামানে শুধু তার মাকেই রেখে আসবে। তার শ্বেত রোগ ছিল। আল্লাহর নিকট দু'আ করল। আল্লাহ তা'আলা এক দিনার/ দিরহাম পরিমাণ ছাড়া তার সবটুকু শ্বেত রোগই দূর করে দিলেন। অতএব তোমাদের মধ্যে থেকে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

অন্য বর্ণনায় আছে যে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম তাবেঈ হলো উয়াইস নামক এক ব্যক্তি। তার আছে মা, তার শ্বেত রোগ ছিল। তাকে তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলিও। অন্য রেওয়াতে আছে যে, উসাইর ইবনু জাবির বললেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট যখনই ইয়ামানবাসীদের থেকে সাহায্য আসত, তিনি তখন জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে উয়াইস ইবনু আমের নামক কোন ব্যক্তি আছে কি? এভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে একদা তিনি উয়াইসকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি উয়াইস ইবনু 'আমের? সে বলল: জি হ্যাঁ। 'উমার বললেন (তুমি কি) মুরাদ গোত্রভুক্ত অতপর কারান গোত্রভুক্ত? সে বলল, জি-হ্যাঁ। 'উমার বললেন তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল। পরিশেষে এক দিরহাম ব্যতীত সবটুকু থেকেই তুমি সুস্থতা লাভ করেছ? সে বলল, জি-হ্যাঁ। তোমার কি মা আছে? জি। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইয়ামানবাসীদের সাহায্যের সাথে তোমাদের নিকট উয়াইস ইবনু 'আমের আসবে। সে হলো মুরাদ গোত্রভুক্ত অতপর কারান গোত্রভুক্ত। তার শ্বেতকুষ্ঠ রোগ ছিল। এক দিরহাম ব্যতীত সবটুকু থেকেই সে সুস্থ হয়েছে। তার রয়েছে মা–তার প্রতি সে বড়ই যত্নবান। যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে তাহলে আল্লাহ তার শপথ পুরো করেন। যদি তুমি সমর্থ হও যে, সে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাহলে তুমি তাই করবে। ('উমার বলল) অতএব তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এরপর উয়াইস উমারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।'[১২০] এ হলো নেককার ব্যক্তির ওয়াসীলা দেয়া, যা সর্বত্র প্রচলিত আছে। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নেককার ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা গ্রহণ তথা নেককার ব্যক্তির নিকট দু'আ চাওয়া জায়েয। এমনকি দু'আপ্রর্থীর চেয়ে যদি দু'আকারী কম মর্যাদাপূর্ণ হয় তাহলেও জায়েয। এখানে 'উমার (রা:) এর মত নামকরা সাহাবী ওয়াইস কারানীর নিকট দু'আ প্রার্থনা করেছেন, যদিও তিনি ওয়াইস কারানীর চেয়ে বিরাট মর্যাদার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১২০. সাহীহ মুসলিম, ফাযায়েলুস সাহাবা- ৪৪, বাব ফাযায়েল উয়াইস কারানী- ৫৫, হাদীস নং ২৫৪২ (২২৩-২২৫) ৪র্থ খণ্ড ১৯৬৮ পৃ:।

www.bjilibrary.com

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন যে, আমরা যেন তার জন্য ওয়াসীলা, ফযীলাহ এবং মাকামে মাহমুদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি এবং প্রার্থনা করি। এটিও কিন্তু প্রমাণ করে যে, কম মর্যাদাবান ব্যক্তির কছেও দু'আ চাওয়া যায়।

বস্তুত: এ সবগুলোই হলো বৈধ ওয়াসীলা, যে ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এটা কুরআন, সাহীহ হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কেননা মানব ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি একে অন্যের নিকট দু'আ চাওয়ার রীতি চলে আসছে। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত পূর্বেও ছিলনা, বর্তমানেও নেই। আমরা সচক্ষে দেখে আসছি যে, আমাদের সমাজের লোকেরা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে, ছেলে মেয়েদের পরীক্ষার সময়, রোগ ব্যাধিতে, ঝড় বন্যায়, বিপদ আপদে, বিবাহ শাদীতে, অন্যায় অপরাধে যে কোন আলিম, ইমাম, খতীব, আল্লাহওয়ালা, ধার্মিক ও নেককার লোকের কাছে গিয়ে দু'আ চাচ্ছে বা তাদেরকে দু'আ করতে অনুরোধ করছে। এটাই হলো দু'আর ওয়াসীলা দেয়া বা দু'আর ওয়াসীলা গ্রহণ করা। এসব ক্ষেত্রে কখনও দু'আপ্রার্থী দু'আ চেয়ে পাঠায় কিন্তু সে নিজে দু'আয় অংশ গ্রহণ করেনা। আবার কখনও সে নিজেও দু'আয় অংশগ্রহণ করে এবং দু'আ প্রার্থনা করে।

দু'আর ওয়াসীলা দেয়া তথা কারো কাছে এই প্রার্থনা করা যে, তিনি যেন অমুক লক্ষ্যে পৌছাতে অথবা অমুক সমস্যা সমাধানে আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করেন বা সুপারিশ করেন। এ ব্যাপারে শাফা'আতে উযমা তথা বড় শাফা'আতের হাদীসখানা অন্যতম বড় প্রমাণ। হাদীসখানা এই:

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ أَدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ وَيَقُوْلُ:ائْتُوْا نُوْحًا أَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيْلًا فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا مُوْسَى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا عِيْسَى فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ غُفِرَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُوْنِى فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ قُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِىْ فَأَحْمَدُ رَبِّى بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْه ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِى حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَ قَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِى الثَّالِثَةِ اوالرَّابِعَةِ حَتَى مَا بَقِىَ فِى النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُوْلُ عِنْدَ هَذَا أَىْ وُجِبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ (البخارى، مسلم)

www.bjilibrary.com

আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতপর তারা বলাবলি করবে, যদি আমরা আমাদের রবের নিকট সুপারিশ করতে কাউকে অনুরোধ করতাম, যাতে তিনি আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেন। এরপর তারা আদম (আ:) এর নিকট এসে বলবে, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে তার রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং আপনার উদ্দেশ্যে ফিরিশতাদেরকে সাজদা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমাদের রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তখন তিনি বলবেন আমি তোমাদের জন্য এর উপযুক্ত নই। তিনি তার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা তুলে ধরবেন এবং বলবেন, তোমরা প্রথম রাসূল নুহ (আ:) এর নিকট যাও। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এরপর তারা তার কাছে যাবে। তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য উপযুক্ত নই। তিনি তার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা ইব্রাহীম (আ:) এর নিকট যাও। তাকে আল্লাহ তা'আলা খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অতপর তারা তার নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু তিনিও বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তিনি তার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (আ:) এর নিকট যাও। আল্লাহ তা'আলা তার সাথে (সরাসরি) কথা বলেছেন। এরপর তারা তার কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তিনিও তার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা ঈসা (আ:) এর নিকট যাও। তারা তার নিকট যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিকট যাও। তার পূর্বাপর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করা হয়েছে। পরিশেষে তারা আমার নিকট আসবে। আমি আমার রবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব। এরপর আমি যখন তাকে দেখতে পাব তখন সাজদায় লুটিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ তা'আলা যতদিন চান আমাকে (সাজদা অবস্থায়) রেখে দিবেন। এরপর তিনি বলবেন, তোমার মাথা তুলো। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি বলো, শ্রবণ করা হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের হামদ ও প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। অবশ্য তিনি আমার জন্য বিশেষ সীমারেখা নির্ধারণ করে দিবেন। অতপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিব। অতপর, আবার যাব এবং পূর্বের ন্যায় সাজদায় লুটিয়ে পড়ব। এভাবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। পরিশেষে কুরআন যাকে বন্দী করে রেখেছে - সে ব্যতীত আর কেউ জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবেনা। কাতাদাহ (র) (হাদীসের বর্ণনাকারী) الا من حبسه القران এর ব্যাখ্যায়

www.bjilibrary.com

বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ কুরআনের ভাষ্য মুতাবিক যার উপর চিরস্থায়ী জাহান্নাম-বাস অবধারিত হয়ে গেছে সে ব্যতীত।[১২১] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম ছাড়াও ইমাম তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, আহমদ এবং ইমাম মালিক (রঃ) স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি হাদীসে শাফা'আতে উযমা নামে পরিচিত। এ দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। সেখানের ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে লোকেরা অস্থির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বিচার করতে আসছেন না। এমতাবস্থায় লোকেরা পেরেশান হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করার জন্য আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মহান মহান নাবী রাসূলদের নিকট যাবে। সব নাবী রাসূলই অপারগতা প্রকাশ করবেন। কিন্তু সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপারগতা প্রকাশ করবেন না। বরং সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে চলে যাবেন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুমতি পেয়ে সুপারিশ করবেন। এটাই হল দু'আর ওয়াসীলা দেয়া। কেননা এ লোকেরা নাবী সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে প্রার্থনা করেছে - তিনি যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট বিচার কার্য সমাধা করার জন্য আবেদন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহ তা'আলার দরবারে গিয়ে বিচার ফয়সালা করার জন্য তাঁর কাছে দু'আ ও প্রার্থনা করেছেন। অতএব এ দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, এরকম দু'আ চাওয়া ইসলামী শরী'আতে জায়েয ও বৈধ, বরং সুন্নাত।

৬। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া তথা ওয়াসীলা বিযযাত :

দু'আ কেন্দ্রিক ওয়াসীলার পঞ্চম প্রকার ওয়াসীলা হলোঃ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া। অর্থাৎ কোন জীবিত ব্যক্তির নিকট না গিয়ে বা তার নিকট দু'আ না চেয়ে বরং তাঁর অসাক্ষাতে তার নাম নিয়ে বা মৃত ব্যক্তির নামের ওয়াসীলা দিয়ে বা তার কসম দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা। যেমনঃ 'হে আল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির ওয়াসীলায় আমাকে ক্ষমা কর।' আমাদের বর্তমান সমাজে এর হাজারো প্রমাণ রয়েছে। কারো নামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার প্রচলন আমাদের সমাজের একটি ট্রেডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে সকল তরীকাত পন্থীরা এটা ব্যবহার করে থাকে। আর তাদের স্পর্শে এসে অথবা তাদের ঐ রীতির কারণে অনেক আলিম ও ইমামরাও ঐ কাজ করে যাচ্ছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যার ওয়াসীলা দেয়া হচ্ছে তিনি

---

১২১. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুর রিকাক (৮১) বাব নং ৫১, কিতাবুল আম্বিয়া (৬০), বাব নং ৩, কিতাবুত তাফসীর (৬৫), সূরা বাকারা- বাব নং ১, তাওহীদ (৯৭) বাব নং ১৯,২৪,৩৬, সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান- হাদীস নং ৩২২-৩২৯, ইসরা, বাব নং ৫।

www.bjilibrary.com

হয়ত জীবিতই নেই অথবা জীবিত আছে কিন্তু তার খবরই নেই যে অমুক ব্যক্তি এখন তার নামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করছে। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা বৈধ নয়। চাই সে ব্যক্তি জীবিত হোক কি মৃত। কোনক্রমেই দু'আর মধ্যে ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া জায়েয নেই বরং হারাম ও গুনাহের কাজ। কারণঃ

ক) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল কুরআনে যত জায়গায় দু'আ করার রীতিনীতি উল্লেখ করেছেন সেখানে সরাসরি ঈমান অথবা 'আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার রীতি উল্লেখ করেছেন। কোন নাবী-রাসুল বা অলী-আউলিয়ার নাম বা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কথা উল্লেখ নেই। আর দু'আ হলো 'ইবাদাত। 'ইবাদাতের প্রতিটি কাজ দলীল ভিত্তিক হতে হবে। এর মধ্যে বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া কোন কিছুই প্রবেশ করানো যাবে না। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দু'আ হলো 'ইবাদাতের মগজ বা মূল।'[১২২]

عَنْ النَعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَاَ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَ قَالَ التِّرْمِذِىْ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ–

'নু'মান ইবনু বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'আই হলো 'ইবাদাত। অতপর তিনি (এ আয়াত) তেলাওয়াত করলেনঃ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।'[১২৩]

তাই যেহেতু ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কোন বিধান আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেননি তাই ঐ রকম রীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। বরং ঐ রকম রীতি বৈধ হলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। অতএব তিনি যে রীতি উল্লেখ করেছেন তাই আমাদের গ্রহণ করা শ্রেয়। অর্থাৎ ঈমান ও নেক 'আমলের ওয়াসীলা দেয়া। আর ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা পরিহার করা।

খ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস দ্বারা দু'আর মধ্যে ওয়াসীলা গ্রহণের যে রীতি আমরা দেখতে পাই তা হলো ঈমান, আল্লাহর নাম, গুণ ও নেক 'আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা এবং কোন নেককার ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার কাছে দু'আ প্রার্থনা করা। যার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা ১-৪ নং ওয়াসীলায় পেশ করেছি। এতে তিনি কোথাও কারো ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার কথা উল্লেখ করেন নি। যদি ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া বৈধ হত তাহলে তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত থাকত। অতএব যা প্রমাণিত নেই তা পরিহার করা জরুরী। তবে এ

---

১২২. সুনানুত তিরমিযী, দাওয়াত, বাব নং ৯১, হাদীস নং (৩৩৭০) আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত।

১২৩. প্রাগুক্ত- হাদীস নং (৩৩৭১) সুনান আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ১৪২৬। এছাড়া ইমাম নাসায়ী ও ইবনু মাজাহও এটি উল্লেখ করেছেন স্ব স্ব সুনানে।

www.bjilibrary.com

ব্যাপারে কোন কোন মহল কিছু সংশয় ও সন্দেহ প্রচার করছে। এর জবাব আমি পরে উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

গ) সাহাবায়ে কিরাম (রা:) এর 'আমল দ্বারাও প্রমাণিত যে, তারা নেককার ব্যক্তির কাছে গিয়ে দু'আ চেয়েছেন। কিন্তু বাড়ী বসে নামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করেন নি। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কখনো কোন সাহাবী তার ব্যক্তিত্ব বা নামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন, তার কোন সাহীহ প্রমাণ নেই। সাহাবা (রা:) দের এ রীতিই প্রমাণ করে যে, কারো ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা অবৈধ। তবে হ্যাঁ কারো জীবদ্দশায় তাঁর কাছে গিয়ে দু'আ চাওয়া বা তার দ্বারা আল্লাহর নিকট দু'আ করানো বৈধ। আর একেই বলা হয় তায়াচ্ছুল বিদ্‌দু'আ (اَلتَّوَسُّلُ بِالدُّعَاءِ) বা দু'আর ওয়াসীলা দেয়া। এর প্রমাণ বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়। যার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ) এছাড়া কারো নামের বা কারো ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার মধ্যে দু'টি অর্থ হতে পারে। (১) কারো নাম বা ব্যক্তিত্বের শপথ করা বা দোহাই দেয়া (২) কারো নাম বা ব্যক্তিত্বকে কারণ ও উপলক্ষ্য বানানো। বস্তুত: (১) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা ও দু'আ করার সময় কোন সৃষ্টির দোহাই দেয়া বা কসম করা আদৌ জায়েয নেই। যখন কোন মাখলূক বা সৃষ্টির কাছে প্রার্থনা করতে সৃষ্টির কসম বা শপথ করা হারাম, তখন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করতে কোন সৃষ্টির শপথ বা কসম করা জায়েয হতে পারে কিভাবে?

বস্তুত: মানুষের জন্য মাখলুকাতের শপথ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, একে তিনি শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ضِ اَنَّ النَّبِي (صلى الله عليه و سلم) قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ اَوْ يَصْمُتْ–

'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত 'যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর শপথ করে অথবা চুপ থাকে।'[১২৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَدْرَكَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيْرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ: اِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِابَائِكُمْ – مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ اَوْ لِيَصْمُتْ–

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উমার (রা:) কে পেলেন, তিনি কাফেলার সাথে চলতে চলতে স্বীয় পিতার শপথ

১২৪. সাহীহুল বুখারী, শাহাদাত, বাব নং ২৬ (৩:১৬২)

www.bjilibrary.com

করছিলেন। তিনি বললেন, সাবধান, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের শপথ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর শপথ করে অথবা চুপ থাকে।'[১২৫]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ النَّبِىْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِى حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَ الْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ–

'আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শপথ করতে গিয়ে লাত ও উজ্জার শপথ করে, সে যেন লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ বলে।[১২৬]

اِنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ لِغَيْرِ اللهِ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وْ اَشْرَكَ: وَ قَالَ اَبُوْعِيسى هذا حديث حسن–

'ইবনু 'উমার (রা:) এক ব্যক্তিকে لَا وَالْكَعْبَةِ (না, কাবার শপথ) এভাবে শপথ করতে শুনলেন। এতে তিনি বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা যায়না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো শপথ করল সে কুফরী করল অথবা শিরক করল।'[১২৭]

উপরন্তু সকল মুসলিমের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সৃষ্টিবস্তুর শপথ করবে যেমন, আরশ-কুরসী, কা'বা, মাসজিদে হারাম, মাসজিদে নববী, মাসজিদে আকসা, ফিরিশতা, নেককার ব্যক্তি, রাজা-বাদশা, মুজাহিদদের তলোয়ার ইত্যাদি, তার শপথ অনুষ্ঠিত হবে না এবং এতে কোন কাফ্ফারারও প্রয়োজন নেই।[১২৮] অতএব দু'আর মধ্যে গাইরুল্লাহর শপথ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করা যাবে না। এটা অবৈধ ও হারাম।

(২) কারো নাম বা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার দ্বিতীয় অর্থ হলো কারো নাম বা ব্যক্তিত্বকে দু'আ কবুল হবার কারণ হিসাবে দাঁড় করানো। অর্থাৎ দু'আকারী ব্যক্তি তার দু'আর মধ্যে যার নাম উল্লেখ করেছেন আল্লাহর নিকট তার অধিকার বা সম্মানের কারণে তিনি দু'আকারীর দু'আ কবুল করবেন। এ রকম ওয়াসীলা সাহাবায়ে কিরাম কখনও গ্রহণ করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তা গ্রহণ করেন নি। মৃত্যুর পরও গ্রহণ করেন নি। তার কবরের নিকটও গ্রহণ করেন নি,

---

১২৫. সাহীহুল বুখারী আইমান ওয়ান নুযুর, বাব নং ৪- ৭:২২১, আদব, বাব ৭৪, তাওহীদ, বাব ১৩, সাহীহ মুসলিম, আইমান হাদীস নং ১-৩,৬

১২৬. সাহীহুল বুখারী আইমান, বাব-৫, সাহীহ মুসলিম, আইমান, হাদীস নং ৫।

১২৭. সুনানুত তিরমিযী, নুযুর ওয়াল আইমান, বাব ৮, হাদীস নং ১৫৩৫

১২৮. তাওয়াচ্ছুল-ইবনু তাইমিয়া (র),পৃ. ৫১।

www.bjilibrary.com

অন্যত্রও গ্রহণ করেন নি। সাহাবায়ে কিরাম থেকে যত দু'আ বর্ণিত আছে কোথাও এ রকম ওয়াসীলা সাহীহ সনদে প্রমাণিত নেই। বরং যা কিছু প্রমাণিত আছে তা দু'আর ওয়াসীলা।[১২৯]

আর দু'আর ওয়াসীলা তথা (توسل بالدعاء) "তাওয়াচ্ছুল বিদ্‌দু'আ" এর দু'টি পদ্ধতি হতে পারে। (ক) কারো নিকট গিয়ে দু'আ চাওয়া তথা কারো কাছে গিয়ে অনুরোধ করা যে, তিনি যেন প্রার্থীর প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ রকম ওয়াসীলা প্রমাণিত। যেমন:

জুমু'আর খুতবার সময় সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে আবেদন করা। তদ্রুপ পরবর্তী জমু'আর খুতবায় সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক বৃষ্টি বন্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে আবেদন করা।[১৩০] এছাড়া 'উমার (রা:) এর উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হবার প্রাক্কালে তার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ চাওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।[১৩১] এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) দু'আর ওয়াসীলা দেয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো কারো নিকট গিয়ে দু'আ প্রার্থনা করার সাথে সাথে দু'আ প্রার্থী নিজেও আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে যে, তিনি যেন দু'আকারীর দু'আ কবুল করেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রার্থী বলবে: হে আল্লাহ, আমি অমুক ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা গ্রহণ করছি, তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর দু'আ কবুল করো। এটিও বৈধ পদ্ধতি। এর প্রমাণ হলো: অন্ধ সাহাবীর দু'আ সংক্রান্ত হাদীস। হাদীসটি এই:

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ اَنْ يُعَافِيَنِى قَالَ: اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَكَ قَالَ: فَادْعُهُ قَالَ فَاَمَرَ اَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهُ وَ يَدْعُوْ بِهذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِ الرَّحْمَةِ اِنِّى تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلى رَبِّىْ فِى حَاجَتِىْ هذِهِ لِيَقْضِى لِىْ- اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ- رواه الترمذى- و قَالَ هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه-

'উসমান ইবন হুনাইফ থেকে বর্ণিত, একদা এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি আল্লাহর নিকট আমার

---

১২৯. তাওয়াচ্ছুল: ইবনু তাইমিয়া (র:)- পৃ: ৫০।

১৩০. ১১১ ও ১১২ টিকা দ্রষ্টব্য।

১৩১. ১১০ নং টিকা দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

সুস্থতার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি দু'আ করব। তবে তুমি ইচ্ছে করলে সবর করতে পার, আর এটি তোমার জন্য অতীব কল্যাণকর। লোকটি বলল (না) দু'আ করুন। তিনি তখন দু'আপ্রার্থীকে সুন্দরভাবে অযু করতে এবং এভাবে দু'আ করতে নির্দেশ দিলেন: اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ "হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং তোমার রহমতের নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। (হে নাবী) আমি আপনাকে সাথে নিয়ে আমার রবের শরণাপন্ন হচ্ছি যেন তিনি আমার এই প্রয়োজন পূরণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল কর।'[১৩২]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো:

ক) দু'আপ্রার্থী অন্ধ সাহাবী নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়েছেন।

খ) উপস্থিত হয়ে তার সুস্থতার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে অনুরোধ করেছেন।

গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা অথবা ছবর করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দান করেছেন এবং ছবর করাকে সর্বোত্তম আখ্যায়িত করেছেন।

ঘ) উক্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাকে দু'আ করতে অনুরোধ করেছেন।

ঙ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দু'আপ্রার্থী অন্ধ সাহাবী উভয় আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রে দু'আ করেছেন।

চ) দু'আপ্রার্থী আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ কবুল করেন।

ছ) দু'আপ্রার্থী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে দু'আ করেছেন তা তার দু'আর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া 'উমার (রা:) কর্তৃক 'আব্বাস (রা:) এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দু'আ প্রার্থনা করা সংক্রান্ত সাহীহ হাদীসটিও এর বাস্তব প্রমাণ। এর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিবৃত হয়েছে।[১৩৩]

৫) ওয়াসীলা বিযযাত (বা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা)-এর পক্ষে ভ্রান্ত ধারণা ও তার জবাব

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ওয়াসীলা শব্দের অর্থ হলো নৈকট্য, মর্যাদা, সম্মান বা পজিশন। অথবা নৈকট্য বা পজিশন বা লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। আমরা আরো উল্লেখ করেছি যে,আল কুরআন, সাহীহ হাদীস ও ইমামদের বক্তব্যানুযায়ী আল্লাহ রাব্বুল

---

১৩২. সুনানুত তিরমিযী, দাওয়াত, বাব ১১৯ হা: ৩৫৭৮

১৩৩. ১৫৮ নং টিকা দ্রষ্টব্য

www.bjilibrary.com

'আলামীনের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হল: (১) ঈমান গ্রহণ করা, (২) 'আমলে সালেহ বা নেক কাজ করা, (৩) ঈমান ধ্বংসকারী কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং (৪) 'আমলে সালেহ বিরোধী সকল অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত থাকা। এছাড়া আমরা আরো উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে দু'আ ও প্রার্থনা করার সময় দু'আর মধ্যেও ওয়াসীলা দেয়া বা মাধ্যম উল্লেখ করার রীতি দেখা যায়। আর তা হলো (১) ঈমানের ওয়াসীলা দেয়া, (২) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দেয়া, (৩) নেক 'আমলের ওয়াসীলা দেয়া এবং (৪) কোন ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা দেয়া, তথা কোন ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার কাছে দু'আ চাওয়া অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য তাকে অনুরোধ করা।

উপরোক্ত আট ধরনের ওয়াসীলাই কুরআন, সাহীহ হাদীস ও ইমামদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। এই আট প্রকার ওয়াসীলা ছাড়া আমাদের সমাজে আরো এক প্রকার ওয়াসীলার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আর তা হলো কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নিকট না গিয়ে তার অগোচরে তার নাম নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা, প্রার্থনা করা। উদাহরণ স্বরূপ এ রকম দু'আ করা যে, 'হে আল্লাহ তুমি অমুকের ওয়াসীলায় আমাদের দু'আ কবুল কর বা অমুকের সম্মানের ওয়াসীলায় আমাদেরকে ক্ষমা কর ইত্যাদি। আমরা আমাদের ইতিপূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের ওয়াসীলা দেয়ার রীতি, না কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, আর না সাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই এ ধরনের ওয়াসীলা দেয়ার রীতি পরিত্যজ্য। আর দু'আ যেহেতু সাহীহ হাদীসের ভাষ্যমতে 'ইবাদাতের প্রাণ বা মূল বলে আখ্যায়িত, তাই 'ইবাদাতের যে কোন কাজ সাহীহ প্রমাণ ভিত্তিক হতে হবে। সাহীহ প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুই 'ইবাদাতের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে না। আর 'ইবাদাত ছাড়া অন্যান্য সব ব্যাপারে মূলনীতি হলো সব কিছুই বৈধ যতক্ষণ না কোন দলীল দ্বারা তা নিষেধ করা হয়।

বস্তুত: এরূপ সুস্পষ্ট আলোচনার পরও বেশ কিছু লোক বিশেষ করে তরিকতপন্থী লোকেরা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার পক্ষে বেশ কিছু প্রমাণ উল্লেখ করছে। আমরা তা উল্লেখ করে এর হাকীকত বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ। আশা করি এ দ্বারা জ্ঞানী লোকেরা তাদের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে। আর নির্বোধেরা ধ্বংসের পথ বেছে নিবে।

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

'যাতে যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর ধ্বংস হয়ে যায় এবং যাদের বাঁচার ছিল তারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর বেঁচে থাকে। আর নিশ্চিতই আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।'[১৩৪]

---

১৩৪. সূরা আল আনফাল: ৮:৪২

www.bjilibrary.com

বস্তুত: যারা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া বৈধ মনে করে, তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দেয়াকে সর্বাবস্থায় বৈধ মনে করে। অর্থাৎ তার সৃষ্টির পূর্বে হোক অথবা সৃষ্টির পর, পার্থিব জীবন কালে হোক অথবা মৃত্যুর পর বারযাখী জীবনে এবং পরকালে পুনরুত্থানের পর কিয়ামতের ময়দানে হোক বা জান্নাতে হোক সর্বাবস্থায়ই তার ওয়াসীলা দেয়াকে জায়েয মনে করে থাকে।

তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দেয়াকে তিনভাগে ভাগ করেছে:

ক) তাঁর ব্যক্তিত্ব, সম্মান, মর্যাদা ও বরকতের ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। এটিকে তারা উল্লিখিত তিন অবস্থায় জায়েয মনে করে থাকে। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টির পরে জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে এ তিন অবস্থায়ই জায়েয মনে করে থাকে।

খ) তাঁর কাছে দু'আ চাওয়া। এটাকে তারা তাঁর জীবদ্দশায় যেমন জায়েয মনে করে তেমনিভাবে মৃত্যুর পরেও জায়েয মনে করে থাকে।

গ) সরাসরি তাঁর নিকট কাংখিত বিষয়টি প্রার্থনা করা যাতে করে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে বা সুপারিশ করে বান্দার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারেন। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এভাবে প্রার্থনা করা যে, 'হে রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার বিপদ দূর করে দিন অথবা আমাকে সাহায্য করুন ইত্যাদি।[১৩৫] তাঁরা তাদের এসব ওয়াসীলার পক্ষে বিভিন্নভাবে দলীল প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করছে। আমরা এখানে এ রকম কয়েকটি দলীল নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

১। তাদের প্রথম দলীল হল আল কুরআনে উল্লিখিত ২টি আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَالاية

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার কাছে ওয়াসীলা অন্বেষণ কর।'[১৩৬]

أُولَـئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ– الاية

'যাদেরকে এরা ডাকছে তারা তাদের রবের কাছে ওয়াসীলা অন্বেষণ করছে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্যশীল এবং তাঁরা তার রহমাতের প্রত্যাশা করছে আর তাঁর শাস্তিকে ভয় করছে।[১৩৭]

তাদের বক্তব্য হলো: এখানে ওয়াসীলা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি জীবদ্দশায় হোক আথবা মৃত্যুর পর হোক, নাবী ও অলীদের সত্তার ওয়াসীলাকেও শামিল করছে। আবার নেক কাজ আঞ্জাম দেয়া ও দু'আর মধ্যে তার ওয়াসীলা

---

১৩৫. মাহাব্বাতুর রসূল: ২৫৬ পৃ:।

১৩৬. সূরা আল মায়িদা- ৫: ৩৫

১৩৭. সূরা আল ইসরা- ১৭:৫৭

www.bjilibrary.com

দেয়াকেও শামিল করছে। অতএব তাদের নিকট সর্বাবস্থায় সব ধরনের ওয়াসীলা দেয়া বৈধ ও জায়েয।

এর জবাব হলো : বস্তুত: আয়াত দুটি দ্বারা সব ধরনের ওয়াসীলার পক্ষে দলীল পেশ করা ভ্রান্ত ও বাতিল মত। কারণ তাদের এ ব্যাখ্যা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও 'উলামায়ে মুফাসসিরীন কর্তৃক পেশকৃত ব্যাখ্যার বিপরীত। 'ওলামায়ে সলফ আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত ওয়াসীলার ব্যাখ্যা করেছেন- আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য- যা ঈমান ও নেক কাজের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অন্য কিছু দিয়ে নয়। আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার পক্ষে দলীল পেশ করাতো অত্যন্ত হাস্যকর। এর ব্যাখ্যা আমরা 'আল কুরআনে ওয়াসীলা শব্দের উল্লেখ ও অর্থ নির্ধারণ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। সেখানে দেখা যেতে পারে ।[১৩৮]

২। এদের দ্বিতীয় অবলম্বন হল:

আদম ও হাওয়া (আ:) কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা। আর তা হল:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَمَّا اقْتَرَفَ ادَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِيْ فَقَالَ اللهُ يا ادَمُ وَ كَيْفَ عَرِفْتَ مُحَمَّداً وَلِمَ اَخْلُقْهُ؟ قَالَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَ نَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَعَلِمْتُ اَنَّكَ لِمَ تُضِفْ إِلى اِسْمِكَ اِلَّا أَحَبَّ الْخلْقِ اِلَيْكَ فَقَالَ صَدَقْتَ يَاادَمُ اِنَّهُ لَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَيَّ- اُدْعُنِى بِحَقِّه فَقَدْ غَفَرْتَ لَكَ- وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ (رواه الحالم فى المستدرك ٢: ٦١٥ وابن عساكر عنْه ٢/٣٢٣/م وكذا البيهقى (ملتفط من سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة)

'যখন আদম (আ:) অন্যায় করলেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার রব! আমি মুহাম্মাদের অধিকারের ওয়াসীলা দিয়ে/ দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম, তুমি মুহাম্মাদকে কেমন করে চিনলে, আমি তো তাকে সৃষ্টিই করিনি? তিনি বললেন, হে রব যখন তুমি আমাকে তোমার স্বহস্তে সৃষ্টি করে আমার মধ্যে তোমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলে তখন আমি মাথা উঠালাম এবং আরশের স্তম্ভের উপর 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখিত অবস্থায় দেখতে পেলাম। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তোমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া কাউকে তোমার নামের সাথে সংযুক্ত করোনি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম তুমি সত্য কথা বলেছ। সে অবশ্যই আমার সবচেয়ে প্রিয়। তার অধিকারের

---

১৩৮. ৮-৩৩নং টিকা দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

ওয়াসীলা/ দোহাই দিয়ে আমাকে ডাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি মুহাম্মদ না হত তাহলে তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না।[১৩৯]

এর জবাব হলো : ক) এ বর্ণনাটি মিথ্যা। ইমাম যাহাবী মুসতাদরাকের টিকায় একে মিথ্যা ও বাতিল খবর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা ইবনু কাসীর তার ইতিহাস গ্রন্থে ২/৩৩২, হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী লিসানুল মিযানে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দায়ীফাহ ওয়াল মওদু'আহ: শাইখ আল আলবানী ১ম খন্ড হাদীস নং ২৫। (মাহাব্বাতুর রাসূল: ২৬৯-২৭০)

খ) এছাড়া এ বর্ণনাটি আল কুরআন তথা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের উক্তির খেলাফ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

فَتَلَقَّىٰ ادَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّه هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ

'আদম (আ:) তার রবের থেকে কয়েকটি কালিমা শিখে নিলেন আর এতে তিনি তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।'[১৪০] এ কয়েকটি কালিমার ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়েছেন। সূরা আল আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়া (আ:) উভয়কে সম্বোধন করে বললেন:

أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ – قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

'আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছের ব্যাপারে নিষেধ করিনি এবং আমি কি বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের জন্যই প্রকাশ্য দুশমন? উভয় বলে উঠল: হে আমাদের রব! আমরা আমাদের জীবনের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন- তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো।'[১৪১]

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, আদম ও হাওয়া (আ:) উপরিউক্ত দু'আটি পড়েছিলেন বা এ কালিমা ব্যবহার করেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আর এটিই হলো সূরা আল বাকারায় উল্লেখিত 'কালিমাত' শব্দের ব্যাখ্যা, যা আল কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। অতএব আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দেয়া ব্যাখ্যার বিপরীতে যে কোন ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য। বিশেষ করে তা যদি জাল/ দুর্বল হাদীস অথবা কোন ব্যক্তির নিজস্ব অভিমত বা গবেষণা হয় তা হলেতো আগে ভাগেই বাতিল বলে গণ্য। সর্বোপরি এ রকম জাল/ দুর্বল হাদীস যদি আকীদার সাথে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

---

১৩৯. আল মুসতাদরাক লিল হাকেম। সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দায়িফা, আলবানী, ১ম খণ্ড, ২৫নং হাদীস, মাহাব্বাতুর রাসূল: ২৬৯-২৭০ পৃ:

১৪০. সূরা আল বাকারাহ: ২:৩৭

১৪১. সূরা আল আ'রাফ- ৭:২২-২৩ (এ ছাড়া সাহীহুল বুখারী, আম্বিয়া, অধ্যায়-০১)

www.bjilibrary.com

প্রথম আঘাতেই বাতিল। বস্তুতঃ মানুষের আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে শিরক, বিদ'আত ও কুফর প্রবেশ করাবার জন্য এ রকম কয়েকটি মিথ্যা বা জাল হাদীসই যথেষ্ট।

৩। তৃতীয় বর্ণনা হল:

تَوَسَّلُوْا بِجَاهِيْ فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ– 'তোমার আমার মর্যাদা ও সম্মানের ওয়াসীলা দাও। কেননা আল্লাহর কাছে আমার মর্যাদা অনেক বড়।

এর জবাব হলো : ইমাম আলবানী (র:) একে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪২] তবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে আমাদের নাবী, সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা, সম্মান এবং পজিশন অতি উচ্চে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট কারো মর্যাদা ও সম্মান অতি উচ্চে হওয়া এ কথা প্রমাণ করেনা যে, বিনা দলিলে তার মর্যাদা ও সম্মানের ওয়াসীলা বা দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে। কারণ মর্যাদা ও সম্মান একটি বিষয়, আর তার ওয়াসীলায় দু'আ করা ভিন্ন বিষয়। দু'বিষয়কে এক করে দেখা আদৌ সঠিক নয়।

৪। চতুর্থ বর্ণনা হল:

اَللهُ الَّذِىْ يُحْيِى وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ اغْفِرْلِاُمِّى فَاطِمَةَ بِنْتِ اَسَدٍ وَ لَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِىْ فَإِنَّكَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ–

'আল্লাহ, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, মরবেন না। তুমি তোমার নাবীর অধিকার এবং আমার পূর্বের সকল নাবীর অধিকারের ওয়াসীলায় আমার মা ('আলীর মা) ফাতিমা বিনত আসাদকে ক্ষমা করে দাও। তার হুজ্জ কবুল কর এবং তার প্রবেশস্থান (কবর) কে প্রশস্ত করে দাও। কেননা তুমি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু'।[১৪৩] এর জবাব হলো : শাইখ আল আলবানী একে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর দুর্বল হাদীস দ্বারা কোন বিশ্বাস বা 'আমল প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

৫। পঞ্চম বর্ণনা হল:

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ اِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَاَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ هَذَا فَإِنِّى لَمْ اَخْرُجَ اَشِرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِى مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ اَلْفُ مَلِكٍ–

---

১৪২. সিলসিলাতুদ দায়ীফাহ ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২২

১৪৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৩ (আল মু'জাম আলকাবীর ওয়াল আওসাত লিতাবারানী ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাইছামী- ৯:২৫৭, (আনাস ইবনু মালিক (র:) থেকে)

www.bjilibrary.com

'যে ব্যক্তি সালাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে বলল ------ اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি প্রার্থনাকারীদের অধিকারের ওয়াসীলা দিয়ে এবং আমার এই চলার অধিকারের ওয়াসীলা দিয়ে। কেননা আমিতো দাম্ভিকতা ও অহংকার অবস্থায় বের হয়নি এবং প্রদর্শনী ও সুনাম-সুখ্যাতির উদ্দেশ্যেও বের হয়নি। বরং তোমার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে এবং সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। অতএব, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও এবং আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। (এভাবে দু'আ করলে) আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং হাজার ফিরিশতা তার জন্য ইস্তিগফার করবে।[১৪৪]

এর জবাব হলো : প্রথমত: শাইখ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী সুনান ইবনু মাজা'র এ হাদীসের শেষে বলছেন, যাওয়ায়েদ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এ হাদীসের সনদ বা সূত্রটি ধারাবাহিকভাবে দুর্বল। অর্থাৎ সব বর্ণনাকারীই দুর্বল। শাইখ আল আলবানীও একে দুর্বল বলেছেন।[১৪৫] দ্বিতীয়ত: যদি সাহীহও হয় তারপরও কথা হল- হাদীসে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা যাত দ্বারা ওয়াসীলা দেয়ার কোন কথাই উল্লেখ নেই। কেননা এখানে حَقُّ السَّائِلِيْنَ عَلَى اللهِ এর ওয়াসীলা দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনাকারীদের অধিকার হল: তাদের দু'আ কবুল করা। আর দু'আ কবুল করা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ। অতএব তারা তো আল্লাহ তা'আলার গুণের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করেনি। অতএব এ হাদীস দ্বারা সত্তাগত ওয়াসীলার দলীল পেশ করা মূলত ভুল বা অসংগত।

৬। ষষ্ঠ বর্ণনা হল:

قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: اَسْئَلُكَ بِحَقِّ ابائِى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَ يَعْقُوْبَ فَقَالَ: اَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَاُلْقِىَ فِى النَّارِ فَصَبَرَ مَنْ اَجْلِىْ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَم تَنَلْكَ وَاَمَّا اِسْحَاقُ فَبَذَلَ نَفْسَهُ لِيُذْبَحَ فَصَبَرَ مِنْ اَجْلِىْ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَم تَنَلْكَ وَاَمَا يعقُوْبُ فَغَابَ عَنْهُ يُوْسُفُ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَم تَنَلْكَ-

দাউদ (আ:) বললেন, (হে আল্লাহ) আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমার পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুব (আ:) এর অধিকারের ওয়াসীলা দিয়ে। (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, বস্তুত: ইবরাহীম (আ:), তাকে তো আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সে আমার জন্য সবর করেছিল। এটি এক মহাবিপদ ও পরীক্ষা যাতে তুমি নিপতিত হওনি। আর ইসহাক (আ:), সে তো যবাহ করার জন্য তার জীবনকে পেশ করেছিল।

---

১৪৪. সুনান ইবনু মাজাহ, মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, বাব ১৪, হাদীস নং ৭৭৮, আহমাদ ৩:২১
১৪৫. সিলসিলাতুদ দায়ীফাহ, ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪

www.bjilibrary.com

সে তো আমার জন্যই সবর করেছিল। এটি এক মহাপরীক্ষা যা তোমাকে দিতে হয়নি। আর ইয়াকুব (আ:), তার থেকে ইউসুফ হারিয়ে গিয়েছিল। এটি এক মহামুসিবত/ পরীক্ষা যা তোমার উপর পতিত হয়নি।

এর জবাব হলো : শাইখ আল আলবানী (র:) বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম আল হাইছামী (র:) তার মাজমাউয যাওয়ায়েদ কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বায্যার এটি রিওয়ায়াত করেছেন।[১৪৬] এ ছাড়া ইসহাক (আ)-এর জবাহ হওয়ার কথাটি মিথ্যা ও ইসরাঈলী দর্শন।

৭। সপ্তম বর্ণনা হল:

عَنْ الشَّافِعِيِّ (رح) إِنِّى لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِى حَنِيْفَةَ وَ اِجِئُ اِلَى قَبْرِهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ– يَعْنِى زَائِرًا– فَإِذَا عَرَضَتْ لِى حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَ جِئْتُ اِلى قَبْرِه وَ سَأَلْتُ اللهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ عِنْدَهُ فَمَا تَبْعُدُ عَنِّى حَتى تُقْضى–

'ইমাম শাফেয়ী (র:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আবু হানীফা দ্বারা বরকত হাসিল করি, আর প্রত্যহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তার কবরের কাছে আসি। আমার যখনই কোন প্রয়োজন দেখা দিত আমি দু'রাকাআত সালাত আদায় করে তার কবরের কাছে এসে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতাম। এখান থেকে দূরে যাবার পূর্বে আমার প্রয়োজন পুরা হয়ে যেত।[১৪৭]

এর জবাব হলো : শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী (র:) বলেন, এ বর্ণনাটি আল খতীব আল বাগদাদী তার তারিখের ১/১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন:

ক) এ বর্ণনাটি দুর্বল বরং বাতিল।

খ) ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র:) তার 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম' কিতাবে একে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গ) ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র:) বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র:) যখন বাগদাদে আসেন, তখন বাগদাদে এমন কোন কবর ছিলনা যেখানে দু'আর জন্য আসা যাওয়া হত। আর এটা ইমাম শাফেয়ী (র:) এর যুগে প্রসিদ্ধও ছিলনা।

এছাড়া ইমাম শাফেয়ী (র:) হিযায, ইয়ামেন, শাম, ইরাক এবং মিসরে অসংখ্য নাবী-রাসূল ও সাহাবা কিরামের কবর দেখেছেন যারা তার কাছে আবু হানীফা (র:) এর চেয়েও উত্তম ও সম্মানিত ছিলেন। তিনি এদের কারো কবরের নিকট গিয়ে এভাবে দু'আ কেন করলেন না বা তার উল্লেখই বা করলেন না কেন?

এতদ্ব্যতীত: ইমাম আবু হানীফা (র:) এর বড় বড় বিখ্যাত সহচর ইমাম আবু ইউসুফ,

---

১৪৬. সিলসিলাতুদ দায়ীফাহ- হাদীস নং ৩৩৫

১৪৭. সিলসিলাতুদ দায়ীফাহ, ১ম খণ্ড ২২নং বর্ণনার অন্তর্গত।

www.bjilibrary.com

ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফর ও হাসান ইবনু যিয়াদ এবং এ স্তরের কোন বিজ্ঞজন ইমাম আবু হানীফা (র:) এর কবরের কাছে দু'আ করতে চেষ্টা করেছেন বলে কোন কিছুই সাহীহ সনদে উল্লেখ নেই। বরং দেখা যায়

যে, ইমাম শাফেয়ী (র:) ফিতনার ভয়ে মানুষের কবরকে অধিক সম্মান করতে অপছন্দ করতেন। অতএব এসব বর্ণনা সবই দুর্বল। এছাড়া ইমাম আবু হানিফা (র:) নিজেই আল্লাহ ছাড়া কারো ওয়াসীলা দেয়াকে মাকরূহ মনে করতেন। যা আদ দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে।[১৪৮] এছাড়া এটি ইমাম শাফেয়ী (র:) এর আখলাক ও নীতি-আদর্শের খেলাফ। অসম্ভব নয় যে, এটি তার নামে কেউ মিথ্যা মিথ্যি বানিয়েছে।

৮। অষ্টম বর্ণনা: ইমাম মালিক (র:) এর উক্তি:

عَنْ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ حَيْثُ قَالَ لِلْخَلِيْفَةِ الْعَبَّاسِيْ اَبِى جَعْفَرِ الْمنصُوْرِ وَلِمَ تَصْرِفُ وَ جْهَكَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَّهُوَ وَسِيْلَتُكَ وَ وَسِيْلَةُ اَبِيْكَ ادَمَ-

"ইবনু হুমাইদ থেকে বর্ণিত। ইমাম মালিক (র:) 'আব্বাসী খলিফা আবু জাফর মনসুরকে বলেছিলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন? তিনি তো আপনারও ওয়াসীলা এবং আপনার আদি পিতা আদম (আ:) এরও ওয়াসীলা।" এর জবাব হলো : শাইখ আল আলবানী এ বর্ণনাটিকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪৯] এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে এসেছে:

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (র:) কাযী ইয়াদ (র:) এর বরাত দিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কাযী ইয়াদ (র:) তিনি তার সনদ সহকারে মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদ থেকে বর্ণনা করেন যে,

نَاظَرَ اَبُوْ جَعْفَرٍ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَالِكًا فِى مَسْجِدِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَفَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَاَنَّ اللهَ اَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ: (٤٩:٢) (لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) الاية وَ مَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ (٤٩:٣) (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّـــهِ) الاية وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ (٤٩:٤) إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ – الاية- وَاِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا- فَاسْتَكَانَ لَهَا اَبُوْ جَعْفَرٍ فَقَالَ: يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ اَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُوْ؟ أَم اَسْتَقْبِلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ فَقَالَ: وَلِمَ تَصْرِفُ وَ جْهَكَ عَنْهُ وَ هُوَ وَسِيْلَتُكَ وَ وَسِيْلَةُ اَبِيْكَ ادَمَ عَلَيْهِ والسَّلَامُ اِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلْ اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفَعْ بِه فَيُشَفِّعُكَ اللهُ- قَالَ اللهُ تَعَالَى: (٤:٦٤) (وَلَوْ

---

১৪৮. প্রাগুক্ত ১ম খন্ড ৩১ পৃ: (২২ নং বর্ণনার অন্তর্গত) সিলসিলা ছয়ীফা

১৪৯. প্রাগুক্ত, ২৫নং হাদীসের অন্তর্গত পৃ: ৪১

www.bjilibrary.com

أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُواْ اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا-

"আমীরুল মু'মিনীন খলীফা আবু জা'ফর (আল মানসুর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাসজিদের মধ্যে ইমাম মালিক (র:) এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। ইমাম মালিক তাকে বললেন: হে আমিরুল মু'মিনীন, এ মাসজিদের মধ্যে আপনার কণ্ঠস্বর উঁচু করবেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এক সম্প্রদায়কে আদব শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন- ------- لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নাবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করোনা। (৪৯:২) তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন- ------- إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ --- নিশ্চয় যারা রাসূলের নিকট তাদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে (৪৯:৩)। এবং আরেক সম্প্রদায়কে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে বলেন- ----- إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ------- নিশ্চয় যারা তোমাকে দেয়ালের পিছন থেকে ডাকে- (৪৯:৪)।

বস্তুত: জীবিত অবস্থায় তার যেরূপ সম্মান ছিল মৃত্যুর পরও তার সে সম্মান অক্ষুন্ন রয়েছে। এ কথা শুনে আবু জাফর চুপ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হে আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম মালিক)! আমি কি কিবলামুখী হয়ে দু'আ করব নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মুখ করে? তিনি বললেন, আপনি তাঁর থেকে কেন মুখ সরাবেন? তিনিতো কিয়ামাতের দিন আপনারও ওয়াসীলা এবং আপনার পিতা আদম (আ:) এরও ওয়াসীলা। বরং তার দিকে মুখ করুন এবং তাকে সুপারিশকারী বানান। আল্লাহ তা'আলা আপনার সুপারিশ কবুল করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ যদি তারা নিজেদের উপর যুলুম করে তোমার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু হিসাবে পেত।"[১৫০] এ বর্ণনা দ্বারা কেউ কেউ সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করছে। অথচ এ বর্ণনাটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত: এ বর্ণনাটির ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র:) বলেন, এটি একটি দুর্বল ও সূত্রবিচ্ছিন্ন ঘটনা। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদ যিনি এ ঘটনার বর্ণনাকারী, ইমাম মালিকের সাথে তার সাক্ষাতই হয়নি। বিশেষ করে খলিফা আবু জাফর মানসুরের যুগেতো সম্ভবই না। কেননা আবু জাফর ১৫৮ হিজরীতে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন এবং ইমাম মালিক মৃত্যুবরণ করেন ১৭৯ হিজরীতে। আর মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদ আররাযী মৃত্যুবরণ করেন ২৪৮ হিজরীতে। এছাড়া এ ব্যক্তি পরিপক্ক বয়সেই তার পিতার সাথে

---

১৫০. আততাওয়াচ্ছুল: ইবন তাইমিয়া, পৃ: ৬৯

www.bjilibrary.com

বিদ্যার্জনে বের হয়েছিল। সর্বোপরি এ ব্যক্তি দুর্বল। ইমাম আবু যুরআ একে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া ইমাম নাসায়ী, ইমাম সালেহ ইবনু মুহাম্মাদ আল আসাদী, ইয়াকুব ইবনু শাবীবাহ এবং ইবনু হিব্বান একে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম মালিক (র:) এর কর্মনীতি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত আছে তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি বলতেন, রসূলের কবরে সালাম দেয়ার পর দু'আ করার সময় কিবলার দিকেই মুখ করবে, কবরের দিকে নয়। বরং ইমাম মালিক (র) কবরের নিকট অধিক সময় দাঁড়ানোও অপছন্দ করতেন[১৫১]

তৃতীয়তঃ এ বর্ণনার মধ্যে যে ওয়াসীলার কথা বলা হয়েছে সেটি পরকালের শেষ বিচারের দিনের শাফা'আতে উজমা, যেখানে আদম (আ:) থেকে শুরু করে নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং 'ঈসা (আ:) সহ সকল নাবী ও অন্যান্য মানুষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলায় ময়দানে মাহশারের মহাকষ্ট থেকে রেহাই পাবে। এটি সাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা সাহীহুল বুখারী ও মুসলিমে সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। এখানে আদম (আ:) কর্তৃক রাসূলের ওয়াসীলা দিয়ে গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া সংক্রান্ত কোন কথা নেই। অতএব এই অবান্তর ব্যাখ্যা দ্বারা যাত বা সত্তার ওয়াসীলা দেয়ার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করার কোনই সুযোগ নেই। এছাড়া ইমাম মালিক (র:) সহ অন্যান্য ইমাম সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত আছে যে, তারা মৃত্যুর পরও নাবীদের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয বলেছেন- এসবই মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল।[১৫২]

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (র:) তার 'আলকায়েদাহ আলজালীলাহ' পুস্তকে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি বর্ণনা এনেছেন। আমরা সেখান থেকে কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করছি:

৯। নবম বর্ণনা হল:

اِنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ اَتَى النَّبِىَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى اَتَعَلَّمُ الْقُرْاٰنَ وَ يَتَفَلَّتُ مِنِّى- فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: قُلِ اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ بِاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَ بِمُوْسى نَبِيِّكَ وَ عِيْسى رَوُحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَ بِتَوْرَاةُ مُوْسى وَاِنْجِيْلِ عِيْسى وَ زَبُوْرِ دَاُوْدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ وَبِكُلِّ وَحْيٍ اَوْحَيْتَهُ وَ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ (و ذكر تمام الحديث)

---

১৫১. প্রাগুক্ত: পৃ: ৬৯, ৭০, ৭১ (আততাওয়াচ্ছুল)

১৫২. প্রাগুক্ত: পৃ: ৬৭ ও ৭৩ (আততাওয়াচ্ছুল)

www.bjilibrary.com

'আবু বকর সিদ্দীক একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি কুরআন শিখি কিন্তু তা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয় সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এভাবে দু'আ করো اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَا لخ 'হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার নাবী মুহাম্মাদ এর ওয়াসীলা দিয়ে, আপনার খলীল ইব্রাহীম, আপনার নাজী মুসা, আপনার রূহ ও কালিমাহ ঈসা এবং মূসার তাওরাত, ঈসার ইঞ্জিল, দাউদের যাবুর, মুহাম্মাদের কুরআন এবং আপনার প্রতিটি ওহী ও প্রতিটি সিদ্ধান্তের ওয়াসীলা দিয়ে।'[১৫৩] এর জবাব হলো : ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন: এটি রযীন ইবনু মুয়াবিয়া আল আবদারী তার জামে কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনুল আছীর তার জামিউল উসূল কিতাবেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা কোন কিতাবের বরাত দেয়নি। তবে ইবনুস সান্নী ও আবু নুয়াইম এর মত ব্যক্তিরা এসব হাদীস উল্লেখ করেছেন। এদের কিতাবে অসংখ্য মিথ্যা ও অবান্তর বর্ণনা রয়েছে, যার উপর আস্থা রাখা যায়না। এ বর্ণনাটি আবুশ শাইখ আল আসবাহানী ফাযায়েলুল 'আমল কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবেও অনেক মিথ্যা ও জাল বর্ণনা রয়েছে। বস্তুত উল্লিখিত বর্ণনাটি সাহীহ নয় বরং মিথ্যা ও জাল।

১০। দশম বর্ণনা হল:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةُ مِنْ هَذ الْبَابِ حَدِيْثٌ ذَكَرَهُ مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الصَّنْعَانِى صَاحِبُ التَّفْسِيْرِ بِا سْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا اَنَّهُ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَن يُوْعِيَهُ اللهُ حِفْظَ الْقُرْاَنِ وَ حِفْظَ اَصْنَافِ الْعِلْمِ فَلْيَكْتُبْ هَذَا الدُّعَاءَ فِى اِنَاءٍ نَظِيْفٍ اَوْفِى صُحُفٍ قَوَارِيرَ بِعَسَلٍ و زَعْفَرَانَ وَمَاءِ مَطَرٍ يَشْرَبُهُ عَلَى الرِّيْقِ وَ لِيَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَامٍ وَلْيَكُنْ اِفْطَارُهُ عَلَيْهِ وَيَدْعُوْ بِه فِى أَدْبَارِ صَلَوَاتِه: اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَبِاَنَّكَ مَسْئُولٌ لَم يُسْاَلْ مِثْلُكَ وَلَا يَسْاَلُ وَ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَ مُوْسى نَجِيْكِ وَ عِيْسى رَوْحِكَ وَ كَلِمَتِكَ وَ وَجِيْهِكَ –

'যে ব্যক্তি আনন্দিত চিত্তে চায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে কুরআন ও অন্যান্য জ্ঞান ভান্ডার সংরক্ষিত করে দিন, সে যেন এ দু'আ টি মধু, জাফরান এবং বৃষ্টির পানি দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাত্রে অথবা স্বচ্ছ কাগজে লিখে থুথু মিশ্রিত করে পান করে। সে তিন দিন সিয়াম পালন করবে এবং এ দ্বারা ইফতার করবে এবং নামাযের পর এ দু'আ টি পড়বে اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَا لخ "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই ওয়াসীলা দিয়ে যে তোমার কাছেই চাওয়া হয়। তোমার মত সত্তার কোন জবাবদিহিতা নেই। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার নাবী মুহম্মাদ, তোমার খলীল ইবরাহীম,

---

১৫৩. প্রাগুক্ত: পৃ: ৮৮-৮৯ (আততাওয়াচ্ছুল)

www.bjilibrary.com

তোমার নাজী মূসা এবং তোমার রূহ, কালিমা ও সম্মানিত ঈসা (আ:) এর অধিকারের ওয়াসীলা দিয়ে"।[১৫৪]

এর জবাব হলো : ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন: মূসা ইবনু আব্দুর রহমান একজন মিথ্যুক। আবু হাতিম ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে হল দাজ্জাল, মিথ্যা হাদীস রচনাকারী। ইবনু আদী তাকে মুনকারুল হাদীস বলছেন[১৫৫]। এভাবে ইবনু তাইমিয়া অনেক হাদীস বিশারদের বক্তব্য তুলে ধরছেন। মোট কথা, ওয়াসীলা বিয্যাত তথা কারো সত্তা বা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা সংক্রান্ত অধ্যায়ে যত মারফূ বর্ণনা এসেছে সবগুলো বাতিল, যার উপর শার'ঈ মাসয়ালায় নির্ভর করা যায়না। বরং এর অনেকগুলোই মিথ্যা ও জাল অথবা নিতান্তই দুর্বল।[১৫৬]

১১। একাদশ বর্ণনা হল: (ওলামায়ে সলফের নামে প্রচলিত কথা)

এ ব্যাপারে উলামায়ে সালাফ থেকেও বেশ কিছু অসার বর্ণিত রয়েছে– যার অধিকাংশই দুর্বল। যেমন ইমাম 'আমের আশ্‌শা'বী বলেন: 'আমি একটি আশ্চার্য ঘটনা দেখেছি। আমরা কাবার চত্তরে উপবিষ্ট ছিলাম। আমি, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর, মুসআব ইবন যুবাইর এবং আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ান। তারা তাদের কথা সমাপ্ত করার পর বলল, তোমাদের প্রত্যেকেই রুকন ইয়ামানী ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। কারণ এখানে যে যা চায় তাই পায়। এরপর তারা বলল, হে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর! তুমি উঠ, হিজরতের পর তুমিই ছিলে প্রথম নবজাতক। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রুকনে ইয়ামানী ধরে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি অতি মহান। প্রতিটি মহান কাজে তোমার কামনা করা হচ্ছে। আমি তোমার সত্তা, তোমার আরশ এবং তোমার নাবীর সম্মানের ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে তুমি আমাকে হেজাজের অধিপতি না বানিয়ে মৃত্যু দিওনা। এরপর এসে বসে পড়লেন। অতপর মুসআব ইবনু যুবাইর উঠলেন এবং রুকন ইয়ামানী ধরে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সব কিছুরই রব, সব কিছু তোমার দিকেই প্রত্যার্বতন করে। তোমার সর্বব্যাপী কুদরতের ওয়াসীলা দিয়ে প্রর্থনা করছি, আমাকে ইরাকের অধিপতি না বানিয়ে এবং সুকাইনা বিনত হুসাইন কে বিয়ে না করিয়ে মৃত্যু দিওনা। এরপর 'আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ান উঠলেন এবং রুকন ইয়ামানী ধরে বললেন, হে আল্লাহ! হে সপ্ত আকাশ যমীনের রব। তোমার অনুগত বান্দারা যার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করেছে আমিও তার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি এবং তোমার সৃষ্টির উপর তোমার যে অধিকার রয়েছে সে অধিকার এবং তোমার আরশ

---

১৫৪. সিলসিলা : প্রাগুক্ত : ৯৩-৯৪

১৫৫. প্রাগুক্ত: পৃ: ৯৩-৯৪ (আততাওয়াচ্ছুল, পৃ-৯৬-৯৭)

১৫৬. প্রাগুক্ত: পৃ: ৯৬-৯৭

www.bjilibrary.com

তাওয়াফকারীদের অধিকারের ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি।'[১৫৭] এর জবাব হলো : ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, ইবনু আবিদ দুন্‌য়া তার معانى الدعاء কিতাবে এটি শাবী থেকে উল্লেখ করেছেন। এর সনদের মধ্যে ইসমাইল ইবনু 'আব্বাস মিথ্যুক। আবু হাতেম একে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু যুরআহ এবং দারাকুতনী একে মাতরূক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৫৮]

বস্তুতঃ দু'আ করার সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তার ওয়াসীলা দেয়া ও অন্যান্য নাবীদের ওয়াসীলা দেয়া সংক্রান্ত যত বর্ণনা এসেছে সবগুলোই মিথ্যা ও দুর্বল। যা দ্বারা কোন ব্যাপারেই দলীল দেয়া যায় না। তবে এ ব্যাপারে তিনটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে যদ্বারা ওয়াসীলা বিয্‌যাত সংক্রান্ত ব্যাপারে কেউ কেউ প্রমাণ পেশ করে থাকে। আমরা এখন এ তিনটি প্রসিদ্ধ হাদীস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশা আল্লাহ।

১২। দ্বাদশ বর্ণনা হলো নিম্নোক্ত হাদীসটিঃ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرَ الْبَصَرَ اَتَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اُدْعُ اللهَ اَنْ يُعَافِيَنِى قَالَ اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ–قَالَ: فَادْعُهُ قَالَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهُ وَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ– اِنِّى تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّى فِى حَاجَتِىْ هٰذِهِ لِتُقْضَى لِى– اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ–

'উসমান ইবনু হুনাইফ থেকে বর্ণিত, একদা এক অন্ধ সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি আল্লাহর নিকট আমার সুস্থতার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি চাইলে দু'আ করব। তবে তুমি ইচ্ছে করলে সবর করতে পার। আর এটি তোমার জন্য অতীব কল্যাণকর। লোকটি বলল (না) দু'আ করুন। তিনি তখন তাকে সুন্দরভাবে অযূ করতে এবং এভাবে দু'আ করতে নির্দেশ দিলেন- ---- اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং তোমার নাবী, রহমতের নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে তোমার স্মরণাপন্ন হচ্ছি। (হে নাবী!) আমি আপনাকে সাথে নিয়ে আমার রবের শরণাপন্ন হচ্ছি যেন আমার এই প্রয়োজন পূরণ হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল কর। লোকটি তাই করল এবং সুস্থ হয়ে গেল।[১৫৯]

---

১৫৭. আততাওয়াক্কুল, পৃ. ৯৬-৯৭

১৫৮. প্রাগুক্তঃ পৃঃ ৯৬-৯৭

১৫৯. সুনানুত তিরমিযি, দাওয়াত (৪৯) বাব নং ১১৯, হাদীস নং ৩৫৭৮ (হাসান, সাহীহ, গরীব) মুসনাদ আহমাদ- ৪: ১৩৮

www.bjilibrary.com

এ হাদীস দ্বারা তাওয়াচ্ছুল বিয্যাত এর প্রবক্তারা দলীল পেশ করছে। তাদের যুক্তি হলো: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সে যেন তার দু'আর মধ্যে নাবীর ওয়াসীলা দেয়। আর অন্ধ ব্যক্তিও এ রকম করার ফলে সুস্থ ও দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে গেল। এটি ছিল সত্তা বা যাতের ওয়াসীলা, দু'আর ওয়াসীলা নয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই এ রকম সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা বৈধ। এটা জীবদ্দশা ও মৃত উভয় অবস্থায়ই বৈধ। এটা অন্ধ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট নয়। (ইমাম তাকিউদ্দীন আসসুবুকী এবং ইবনু হাজার মাক্কী এ রকমই বিশ্বাস করে থাকে)।

দেখুন : (اَلْجوْهَرُ الْمُنَظَّمُ فِى زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ النَّبوَىُ الْمُكَرَّمُ– وَ شِفَاءُ السَّقَامِ فِى زِيَارَةِ خَيْرِ الْاَنامِ لِتقِىُ الدِّيْنَ اَلسُّبْكِىْ عَلِى بْنِ عَبْدِ الكَا فِى بْنِ عَلِى بْنِ تَمَّامِ السُّبْكِىْ (٧٥٦–٦٨٣)) [١٦٠]

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব ও বক্তব্য হলো- এ হাদীসটির মধ্যে উল্লিখিত ওয়াসীলা হল দু'আর ওয়াসীলা, ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া নয়। কারণ:

ক) দু'আপ্রার্থী সাহাবী নিজে স্বশরীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে দু'আ প্রার্থনা করেছেন যেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ করে দেন।

খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আপ্রার্থী সাহাবীকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দু'আ করেছেন।

গ) দু'আপ্রার্থী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা মোতাবেক তার দু'আর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই কথা বলেছেন যে, আমি তোমার রহমতের নাবী মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে তোমার কাছে দু'আ করছি। তুমি আমার ব্যাপারে তোমার নাবীর দু'আ কবুল করো।

বস্তুত: এ পূরো হাদীসটির বাস্তব দর্শনটিই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দু'আ চাওয়া। এখানে তার ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কোন দর্শনই নেই। ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার জন্য তো ব্যক্তির নিকটে আসার প্রয়োজন নেই এবং সে ব্যক্তির জানারও দরকার নেই। অতএব এটি দু'আ চাওয়া বা দু'আর আসীলা দেয়া। যার ব্যাখ্যা আমরা ওয়াসীলার ঘ নং পয়েন্টে (১১০-১১৬ নং টীকা) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা:) বৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাকে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে আনুরোধ করছিলেন। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কোন অন্ধ ব্যক্তি এই অন্ধ ব্যক্তির দু'আ দ্বারা

---

১৬০. মাহাববাতুর রাসূল (পৃ. ২৫৫-২৫৬)

www.bjilibrary.com

ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন বলে কোন বর্ণনা প্রমাণিত নেই। কেননা এখানে অন্ধ সাহাবীর দু'আ اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَوَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ ------- এর মধ্যে কোন রহস্য ছিলনা। বরং রহস্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের দু'আর মধ্যে। কারণ তিনি তার জন্য দু'আ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। আর দু'আপ্রার্থী সাহাবীওতো তার দু'আর মধ্যে বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার অনুকূলে তার দু'আ কবুল কর। অতএব পুরো ব্যাপারটি দু'আকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খাচ্ছে। এখানে কারো ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কোন ব্যাপারই নেই। এ কারণেই শাইখ আবদুর রউফ বলেন যে, এ হাদীসটিতে দু'আর ওয়াসীলা দেয়া তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দু'আ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার কথা বলা হয়নি। কারণঃ

ক) অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দু'আ চাইতে এসেছে। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে, সে রাসূলকে বলেছে- اَدْعُ اللهَ اَنْ يُعَافِيَنِى আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে সুস্থ করে দেন। অতএব সে ব্যক্তি রাসূলের কাছে দু'আ চেয়েছে। কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলের দু'আ কবুল করেন। যদি যাত বা সত্তার ওয়াসীলা দেয়া তার উদ্দেশ্য হত তাহলে রাসূলের কাছে এসে দু'আ চাওয়ার কোন প্রয়োজনই তার ছিলনা। বরং তার জন্য এতটুকু করাই যথেষ্ট ছিল যে, বাড়ীতে বসে নাবীর সত্তা, যাত বা সম্মানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দু'আ করত। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি তা করেনি। কারণ সে জানতো ওয়াসীলা গ্রহণ করার অর্থ কি? সে জানতো যে, যার ওয়াসীলা গ্রহণ করা হয় তার কাছে গিয়ে দু'আ চাইতে হবে।

খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দু'আ অথবা সবর করার মধ্যে ইখতিয়ার দেয়ার পর দু'আ করার ওয়াদা করেছিলেন।

গ) দু'আর ব্যাপারে অন্ধ ব্যক্তির দৃঢ় থাকাই প্রমাণ করছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দু'আ করেছেন। এছাড়া তিনিতো দু'আ করার ওয়াদা করেছিলেন। আর অন্ধ ব্যক্তিও দু'আ করার অনুরোধ করে বলল (اَدْعُهُ) দু'আ করুন। এরপরও কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দু'আর উপরই সীমিত থাকেন নি বরং অন্ধ ব্যক্তিকে বিভিন্ন 'আমলে সালেহ তথা সালাত ও সালাতের মধ্যে পঠিত দু'আ শিক্ষা দিলেন।

ঘ) অন্ধ ব্যক্তি তার দু'আর শেষে বললঃ (اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىْ) 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল কর'। এ কথাটিকে সত্তার ওয়াসীলা দেয়ার পক্ষে দলিল হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভব। কারণ রাসূলের সুপারিশ কবুল করার আবেদনের অর্থ হলো রাসূলের দু'আ কবুল করার আবেদন। আর এটি দু'আর ওয়াসীলা ছিল সত্তার ওয়াসীলা নয়।

www.bjilibrary.com

ঙ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধ ব্যক্তিকে যে দু'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে এ বাক্যটিও রয়েছে (وَشَفِّعْنِى فِيْهِ) অর্থাৎ তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন, মঞ্জুর করুন। শুধু এ বাক্যটিই সত্তার ওয়াসীলা দেবার পক্ষে তাদের অসার যুক্তি খন্ডনের জন্য যথেষ্ট। কারণ রাসূলের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্ধ ব্যক্তির সুপারিশ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, রাসূল অন্ধ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন আর অন্ধ ব্যক্তির অনুকূলে রাসূলের এ দু'আ কবুল করার জন্য অন্ধ ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর কাছে আবেদন করেছেন। এটিই হলো (فَشَفِّعْنِى فِيْهِ) বাক্যের অর্থ। অতএব এটা দু'আর ওয়াসীলা, সত্তার ওয়াসীলা নয়।

চ) বিজ্ঞ ওলামা সম্প্রদায় এ হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা, কবুল কৃত দু'আ এবং অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা এ অন্ধ ব্যক্তির অন্ধত্ব দূর করে দিয়েছিলেন। তাইতো ইমাম বাইহাকী একে তার দালায়েলুন নবুয়্যাত কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, অন্ধ ব্যক্তির সুস্থ হবার পেছনে মূল রহস্য হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ বা মুজিযা।

ছ) এ দু'আ টি উল্লিখিত অন্ধ ব্যক্তির জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট। কেননা এতে অন্ধ ব্যক্তির অনুকূলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ ও সুপারিশের কথা উল্লেখ আছে। আর যে ব্যক্তির অনুকূলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ ও সুপারিশ করেননি সে ব্যক্তি তো এ অন্ধ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারেনা। কারণ যদি এটি সাধারণ বা অসীমিত হত তাহলে তো সকল অন্ধ সাহাবী অথবা অনেকেই এ নির্দিষ্ট দু'আ করতেন এবং তারাও সুস্থ হয়ে যেতেন। কিন্তু এ রকম ঘটনা ঘটেছে বলে কোন সাহীহ প্রমাণ নেই। অতএব অন্ধ সাহাবীদের এ রকম কাজ না করাই প্রমাণ করে যে এটি এ অন্ধ ব্যক্তির জন্য খাস ও সীমিত। অন্যদিকে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা ও যাত এবং সম্মানের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কারণে অন্ধ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে থাকে, তাহলে তো দুনিয়াব্যাপী সকল অন্ধ ব্যক্তি যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও যাতের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করছে এবং সাথে সাথে অন্যান্য নাবী-রাসূল, অলী-আউলিয়া ও নেককার লোকদেরও যাত ও সম্মানের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করছে তাদের অন্ধত্বও তো দূর হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ রকম কোন খবর আপনাদের জানা আছে কি?[১৬১]

বস্তুতঃ উল্লিখিত এসব যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, এ হাদীসটিতে

---

১৬১. মাহাব্বাতুর রাসূল, শাইখ আবদুর রউফ মুহাম্মদ উসমান (২৬৩-২৬৭ পৃ:) (বিদআহ ও তাওয়াচ্ছুল সংক্রান্ত)

www.bjilibrary.com

মূলত: দু'আর ওয়াসীলা দেয়ার কথা তথা দু'আ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর সাথে সত্তা, যাত বা সম্মানের ওয়াসীলা দেয়ার কোনই সম্পর্ক নেই। আর যদি কেউ এটিকে বৈধ মনেও করে থাকে সেটি তার দলীলবিহীন ব্যক্তিগত মত, যাকে অসংখ্য উলামায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৩। ত্রয়োদশ বর্ণণা ও ঘটনা :

তবে এখানে অন্ধ সাহাবীর দু'আ সংক্রান্ত হাদীসের সাথে পরবর্তীকালে আরেকটি ঘটনা সংযোজিত হওয়ার কারণে এ হাদীসটি ভিন্ন মাত্রায় গুরুত্ব পাচ্ছে। তাই সে হাদীসটি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। আর সে ঘটনা সংক্রান্ত হাদীটি এই:

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ اِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِى حَاجَةٍ لَهُ- وَكَانَ عُثْمَانَ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِى حَاجَتِهِ فَلَقِىَ الرَّجُلُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَا اِلَيْهِ ذَلْكَ- فَ قَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ- اِئْتِ الْمِيْضَاةَ فَتَوَضَّا ثَمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَسْأَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نَّبِى الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىَ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلى رَبِّىَ فَيُقْضى لِى حَاجَتِىْ- ثُمَّ اذْكُرْ حَاجَتَكَ ثُمَّ رُحْ حَتى اَرُوْحَ مَعَكَ- قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ ذَالِكَ ثُمَّ اَتى بَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَجَاءَ الْبَوَّابُ فَاَخَذَ بِيدِهِ، فَاَدْخَلَهُ عَلِى عُثْمَانَ فَاَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلىَ الطَّنْفِسَةِ وَ قَالَ: اُذْكُرْ مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَذَكَر حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا لَهُ- ثَمَّ اَنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مَنْ عِنْدِهِ فَلِقَى عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفَ فَ قَالَ لَهُ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا- مَا كَانَ يَنْظُرُ فِى حَاجَتِىْ وَلَا يَلْتَفِتُ اِلَى حَتى كَلَّمْتَهُ فِىَّ فَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَيَقُوْلُ: وَ جَاءَهُ ضَرِيْرٌ وَ شَكَا اَلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِه فَ قَالَ النَبِىُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوَتَصْبِرُ؟ فَ قَالَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ وَ قَدْ شَقَّ عَلَىَّ فَ قَالَ: ائْتِ الْمِيْضَاةَ فَتَوَضَّا ثَمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثَمْ قُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِى اَسْئَلُكَوَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ! يَا مُحَمَّدُ اِنِّى اَتَوَجَّهُ اِلى رَبِّى فَيُجْلِىَ لِى عَنْ بَصَرِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ وَ شَفِّعْنِى فِى نَفْسِىْ- قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ فَوَاللّٰهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَ مَا طَالَ بِنَا الْحَدِيْثُ حَتَى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَجُلُ كَاَنَهُ لَمْ يَكُنْ بِه ضُرٌّ قَطٌّ-

'আবু উমামা সাহল ইবন হুনাইফ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা:) এর কাছে যাতায়াত করত। 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা) তার দিকে তাকাতেননা এবং তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাও নিতেন না। এমতাবস্থায় 'উসমান ইবনু হুনাইফের সাথে লোকটির দেখা হল। সে তার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন 'উসমান ইবনু হুনাইফ বললেন, অযূখানায় গিয়ে অযূ কর অতপর মাসজিদে গিয়ে দু' রাকাআত নামায পড়ে এই দু'আ করঃ হে আল্লাহ! আমি

www.bjilibrary.com

আমাদের নাবী রহমাতের নাবী মুহাম্মাদের ওয়াসীলা দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। হে মুহম্মাদ! আমি আপনাকে সাথে নিয়ে আমার রবের শরণাপন্ন হচ্ছি। যাতে তিনি আমার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। এরপর তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে। তুমি (তোমার কাজে) চলে যাও, আমি তোমার সাথেই ফিরব। এ ব্যক্তি চলে গেল এবং কাজটি সমাপ্ত করল। অতপর 'উসমান ইবনু আফফানের নিকট উপস্থিত হল। (সাথে সাথে) দারোয়ান এসে তার হাত ধরে নিয়ে গেল এবং 'উসমান (রা:) এর রুমে ঢুকিয়ে দিল। তিনি তাঁকে তার সাথে বসার ব্যবস্থা করে বললেন, এবার তোমার যা প্রয়োজন তা (তাঁকে) বল। সে তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করলে তিনি তা পূরণ করে দেন। অতপর সে ব্যক্তি তার নিকট থেকে বের হয়ে 'উসমান ইবনু হুনাইফের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিফল দান করুক। তুমি আমার ব্যাপারে তার সাথে কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার প্রয়োজনের ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপও করতেন না এবং আমার দিকে তাকাতেনওনা। 'উসমান ইবনু হুনাইফ বললেন, আমি (তোমার ব্যাপারে) তার সাথে কোন কথা বলিনি। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: একবার তার কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এসে দৃষ্টিশক্তি হারানোর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি কি সবর করতে পারনা? লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার কোন চালক নেই। এছাড়া আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, অযূখানায় গিয়ে অযূ কর, এরপর মাসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়। অতপর এই দু'আ পড়, হে আল্লাহ! আমি তোমার নাবী রাহমাতের নাবী মুহাম্মাদের ওয়াসীলা দিয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। হে মুহম্মাদ! আমি আমার রবের শরণাপন্ন হচ্ছি। তিনি যেন আমার চোখের পীড়া দূর করে দেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তার সুপারিশ এবং আমার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর।' 'উসমান ইবনু হুনাইফ বলেন, আল্লহর শপথ করে বলছি, আমরা (আমাদের স্থান থেকে) বিচ্ছিন্নও হইনি এবং আমাদের কথাবার্তাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আমাদের নিকট উপস্থিত হলো। মনে হলো যেন তার কোন পীড়াই ছিলনা।"[১৬২] এর জবাব হলো : "ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, এটি ইমাম বাইহাকী উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম তাবারানী তার মু'জাম কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ডা: ইজ্জত আলী আতিয়্যা এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং সাহাবীর এ পরামর্শকে সাধারণভাবে দলীল বলে গ্রহণ করেছেন।[১৬৩] তবে এখানে

---

১৬২. তাওয়াচ্ছুল-ইবন তাইমিয়া-পৃ:১০১,১০২ এবং ১০৫, মাহাব্বাতুর রাসূল- ২৬৭-২৬৮পৃ:, আলবিদআহ, পৃ-৩৮৮

১৬৩. আল বিদআহ- পৃ: ৩৮৮-৩৯০, ড. ইজ্জত আলী আতিয়্যা

www.bjilibrary.com

একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্ধ সাহাবীর হাদীসটি সাহীহ। এটি ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইবনু মাজাহ উল্লেখ করেছেন। তাদের বর্ণনায় শুধু অন্ধ সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ আছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দু'আ চাওয়ার কথা এবং দু'আর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কথা বলা হয়েছে। ইমাম বাইহাকী এবং ইমাম তাবারানী তাদের বর্ণনার মধ্যে উপরিউক্ত অতিরিক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যা ইসলামের ৩য় খলীফা 'উসমান (রা:) ও এক তাবেয়ীর মধ্যে ঘটেছে এ অতিরিক্ত বর্ণনাটুকু কিন্তু ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনু মাজার বর্ণনায় নেই। অতএব আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ অতিরিক্ত অংশ নিয়ে, বাকী অংশ নিয়ে নয়। কারণ বাকী অংশের আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া বলেন যে, এ অতিরিক্ত অংশটি যদি প্রমাণিতও হয় তাহলেও এ দ্বারা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার পক্ষে কোন প্রমাণ মেলেনা। কারণ এ অংশটুকুর মূল বক্তব্য হলো 'উসমান ইবনু হুনাইফ ধারণা করেছেন যে, আংশিক দু'আ দ্বারাও দু'আ করা যায়। এ ছাড়া তিনি হয়ত ধারণা করেছেন যে, রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পারও এ রকম দু'আ করা বৈধ। অথচ মূল হাদীসের সাথে এ ধারণাটি সাংঘর্ষিক। কেননা সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, অন্ধ সাহাবী রাসূলের কাছে দু'আ প্রার্থনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও দু'আ করেছেন। আর এর সাথে ইসতিসকা সংক্রান্ত অন্যান্য দু'আরও মিল রয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত বর্ণিত অংশটির মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, আর সে ত্রুটিগুলো হল:

১। এ অতিরিক্ত অংশটুকু শুধুমাত্র শাবীব ইবনু সায়ীদ তার শাইখ রওহ বিন কাসেম থেকে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শো'বা এবং মুহম্মাদ ইবনু সালামার বর্ণনায় কিন্তু এ অতিরিক্ত অংশটি নেই। অথচ এরা রওহ বিন কাসেমের চেয়ে বড় মুহাদ্দিস ও বেশি সংরক্ষণকারী ।

২। বড় বড় ইমাম তথা ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইবনু মাজাহ কিন্তু এ অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেননি। তারা এ থেকে দূরে থেকেছেন।

৩। এ বর্ণনাটি মুদতারিব অর্থাৎ এর শব্দগুলোর মধ্যে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম রওহ ইবনু উবাদাহ ও 'উসমান ইবনু উমর উভয়ে ইমাম শো'বা থেকে فَشَفِّعْنِي فِيْهِ (তার দু'আর ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর) শব্দ উল্লেখ করেছেন। অথচ রওহ ইবনুল কাসেম থেকে শাবীব যে রিওয়ায়াত করেছেন তাতে فَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي (আমার নিজের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর) শব্দ এসেছে, যার কোন অর্থ হয়না। এ রকম আরো বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

৪। এ ছাড়া শাবীব ইবনু সায়ীদ তার শাইখ রওহ ইবনুল কাসেম থেকে অবান্তর ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করে বলে বেশ গুঞ্জন আছে। তাই এ সব কারণে এ হাদিসটি প্রমাণিত হবার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৫। সর্বোপরি কথা হলো, সাহাবী যা বুঝে থাকেন তা ধর্তব্য হয়না বরং তিনি যা বর্ণনা করেন তাই ধর্তব্য হয়। তার চেয়ে বড় কথা হলো, তার বর্ণিত শব্দগুলো যদি তার বুঝার বিপরীত অর্থ ব্যক্ত করে, তাহলে তো কোনক্রমেই তা মানা যায়না। কেননা যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর বলে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল কর এবং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দু'আ করেনি তাহলে এ আবেদনটি কি অবান্তর হয়না? অতএব 'ইবাদাতের সৌন্দর্য অথবা কোন কিছু হারাম, হালাল অথবা মুবাহ করার ব্যাপারে কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত কোন ফাতওয়ার সাথে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম একাত্মতা ঘোষণা না করলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা প্রমাণিত আছে তা যদি সাহাবীর ফাতওয়া বা বুঝের বিপরীত হয় তখনতো সাহাবীর কাজটি এমন সুন্নত হিসেবে পরিগণিত হবেনা যা মান্য করা মুসলিমদের কর্তব্য। বরং এতটুকু বলা যেতে পারে যে, এটি গবেষণাধর্মী বিষয় যাতে মতভেদের সুযোগ রয়েছে। তাই এ রকম মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছেই পেশ করতে হবে।[১৬৪] বস্তুত: আল্লাহ ও তার রাসূল তথা কুরআন ও হাদীসের কাছে পেশ করে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে দু'আ চেয়েছেন। আর তিনিও তাদের অনুকূলে দু'আ করেছেন। ইসতিসকা সংক্রান্ত দু'আ ও নামায এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়া 'উসমান ইবনু হুনাইফ কর্তৃক বর্ণিত অন্ধ সাহাবী সংক্রান্ত হাদীসের মধ্যেও কিন্তু অন্ধ সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে দু'আ চেয়েছেন এবং তিনি তার জন্য দু'আও করেছেন। অন্যদিকে তার দু'আ যেন আল্লাহ কবুল করেন এজন্য অন্ধ সাহাবীও দু'আ করেছেন। এখানেতো দু'আর ওয়াসীলা দেয়ার তরীকা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া 'উমার (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে 'আব্বাস (রা:) কে সাথে নিয়ে মাঠে যাওয়া এবং তাকে দিয়ে দু'আ করানো এ সবকিছুই কিন্তু প্রমাণ করে যে, এটা ছিল দু'আর ওয়াসীলা দেয়া। আর এ ব্যাপারটিকেই إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا (আমরা আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলা গ্রহণ করছি) শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ মূলকথা হলো বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়। তাই আসল কাজ যেহেতু দু'আ চাওয়া বা দু'আ করানো, ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া নয়, তাই বাহ্যিক শব্দ বিচার করলে চলবেনা। কারণ ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয বলে প্রচলিত থাকলে 'উমার (রা:), আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে 'আব্বাস (রা:) এর দ্বারা দু'আ করাতেননা বরং রাসূলের ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়েই

---

১৬৪. তাওয়াচ্ছুল-ইবনু তাইমিয়া (র:) পৃ: ১০৯

www.bjilibrary.com

দু'আ করতেন। কারণ মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর মর্তবা ও সম্মান আল্লাহর কাছে 'আব্বাস এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি।

৬। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এ হাদীসের মধ্যে 'উসমান ইবনু আফফান (রা:) এর যে চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আমাদেরকে অবাক করে দিয়েছে। তিনি তার এক তাবেয়ী প্রজার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং প্রয়োজনও পূরণ করেন না বা তাকানও না, এটি কি 'উসমান (রা:) এর ব্যাপারে গ্রহণ করা যায়, যার লজ্জার কাছে ফিরিশতারা লজ্জিত হতেন? তিনি অত্যন্তই নরম, বিনয়ী ও দয়ালু ছিলেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এমন এক বিনয়ী সাহাবী ও খলীফার ব্যাপারে এ ঘটনা মেনে নেয়া কতইনা অবান্তর! অতএব এ ঘটনা দ্বারা সত্তার ওয়াসীলা দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করা যায়না বরং তা বাতিল[১৬৫]।

১৩। এ ব্যাপারে ত্রয়োদশ বর্ণনা হলো হাদীসুল ইসতিস্কা:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ (رض) يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ اَبِى طَالِبٍ: وَ اَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ + ثِمَالُ الْيَتَامى عِصْمَةُ لِلْاَرَامِلِ وَ قَالَ عُمَرُ بْنُ هَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِمُ عَنْ اَبِيْهِ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلى وَجْهِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِى فَمَا يَنْزِلُ حَتى يَجِيْشُ كُلُّ مِيْزَابٍ "وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامى عِصْمَةُ لِلْاَرَامِلِ"

'আব্দুর রহমান তার পিতা 'আব্দুল্লাহ বিন দিনার থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনু 'উমার (রা:) কে আবুতালিবের (নিম্নোক্ত) কবিতা পাঠ করতে শুনেছি وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ -------- 'সুন্দর শুভ্র মুখাবয়ব বিশিষ্ট ব্যক্তি, তার মুখমন্ডলের ওয়াসীলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। (তিনি হলেন) ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল, স্বামীহীনদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।' 'উমার ইবনু হামযাহ বললেন, আমাদের কাছে সালেম তার পিতা (ইবনু উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন (তিনি বললেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়েছিলাম, তিনি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিলেন আর আমি কবির উক্তিটিও স্মরণ করছিলাম। তিনি (মিম্বার থেকে) অবতরণ করতে পারেনি ইতোমধ্যেই পানির প্রতিটি ফোয়ারা উত্থিলিত হয়ে উঠল। (আর কবির উক্তিটি হলো)

-------- وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ 'সুন্দর শুভ্র মুখাবয়ব বিশিষ্ট ব্যক্তি, তার মুখমন্ডলের ওয়াসীলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। তিনি হলেন ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল, স্বামীহারাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।[১৬৬] এর জবাব হলো : এ হাদীসটি দ্বারা সত্তাগত ওয়াসীলার পক্ষে দলীল পেশ করা হচ্ছে। অথচ একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে,

---

১৬৫. মাহাব্বাতুর রাসূল- পৃ: ২৬৮-২৬৯

১৬৬. সাহীহুল বুখারী, ইসতিসকা- বাব (৩)

www.bjilibrary.com

এখানে এর সপক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালেবের উক্তি। তিনি তাকে জানমাল দিয়ে সাহায্য করলেও তিনি কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। একজন মুশরিকের কথা বা কবিতা দিয়ে কোন আকীদার মাসয়ালায় দলীল দেয়া সঠিক হবে কি? ইবনে 'উমার (রাঃ) কর্তৃক কবিতা পাঠ করার মাধ্যমে এ কবিতার বিশুদ্ধতা নিরুপিত হওয়ার সাথে সাথে এর উদ্দেশ্যও কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর তা হলো يُسْتَسْقَى الْغُمَامَ بِوَجْهِهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার দু'আর মাধ্যমে বৃষ্টি লাভ করা। এদিকে ইংগিত করেই তিনি বলেছেন رُبَمَّا ذَكَرْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلى وَجْهِ النَّبِىْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَسْقِى 'আমি কবির উক্তি স্মরণ করছিলাম এমতাবস্থায় যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টির প্রার্থনা করছিলেন আর আমি তার মুখমন্ডলের দিকে তাকাচ্ছিলাম। এখানে কিন্তু দু'আ করার কথা বলা হয়েছে তার ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া নয়।'

১৪। চতুর্দশ বর্ণনা হল:

عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا قُحِطُوْا اسْتَسْقى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ–

"আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, যখন লোকেরা অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ত তখন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা:) 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা গ্রহণ করতাম, তাতে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতে। আর (এখন) আমরা তোমার কাছে আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলা গ্রহণ করছি। অতএব তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। (বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বললেন, এতেই তাদের প্রতি বৃষ্টি দান করা হত"[১৬৭]। এ হাদীস দ্বারা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার পক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে ড. ইজ্জত আলী আতিয়্যা বলেন:

ক) "ইবনু হাজারের ভাষ্যমতে এটা অসম্ভব নয় যে, সাহাবায়ে কিরাম হয়ত প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন। তারপর 'আব্বাস (রা:) দ্বারা দু'আ করিয়েছিলেন"।

খ) এ ছাড়া اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا (আমরা আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলা দিচ্ছি) বাক্য হুবহু মান্য করতে যেহেতু কোন বাধা নেই, তাই বিনা প্রয়োজনে এখানে دعاء শব্দ বৃদ্ধি করে اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِدَعَاءِ عَمِّ نَبِيِّنَا (আমরা আমাদের নাবীর চাচার দু'আর ওয়াসীলা দিচ্ছি) বলার কোনই দরকার নেই।

---

১৬৭. প্রাগুক্ত

www.bjilibrary.com

গ) মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দেয়া বৈধ নয় বিধায় 'উমার (রা:) 'আব্বাসের ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন একথা বলাও যেমন সঠিক, তদ্রুপ একথা বলাও কিন্তু কম সঠিক নয় যে, 'উমার (রা:) রাসূলকে বাদ দিয়ে 'আব্বাসের ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন এ বিষয়টির বৈধতা প্রমাণের জন্য যে, বেশি সম্মানিত ব্যক্তি থাকা অবস্থায়ও কম সম্মানিত ব্যক্তির ওয়াসীলা দেয়া জায়েয।

ঘ) এ ছাড়া এটাওতো সম্ভব যে, ইসতিসকার নামায একটি 'ইবাদাত, আর 'ইবাদাতের জন্য শর্ত হলো পার্থিব জীবন এবং বিধিবিধান পালনের উপযুক্ত সময়। আর এসব কাজ রাসূলের দ্বারা সম্ভব নয় বিধায় 'আব্বাসের ওয়াসীলা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ) এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীসও রয়েছে। যেমন :

رَوَى اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ بِاسِنَادٍ صَحِيْحٍ مِنْ رَوَايَةِ اَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ مَالِكِ الدَّارِ وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ قَالَ: اَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِى زَمَنِ عُمَرَ- فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى قَبْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِسْتَسْقِ لِاُ مَّتِكَ فَاِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا فَاُتِىَ الرَّجُلُ فِى الْمَنَامِ فَ قَالَ لَهُ: ائْتِ عُمَرَ فَقُلْ لَهُ: اِنَّكُمْ مُسْقَوْنَ فَعَلَيْكَ الْكِيْسَ- قَالَ فَبَكَى عُمَرُ وَ قَالَ : يَا رَبِّ مَا اٰلُوْا اِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ-

'উমার (রা:) এর যুগে একবার লোকেরা অনাবৃষ্টিতে পতিত হল। তখন এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মাতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। তারা সকলেই ধ্বংসের উপক্রম। ফলে ঘুমের মধ্যে এ ব্যক্তিকে কেউ বলল, তুমি 'উমারের কাছে যাও এবং তাকে বল তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তুমি বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন কর। বর্ণনাকারী বললেন, এতে 'উমার কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আমার রব! আমি যা করতে অপারগ তা ব্যতীত আমি ত্রুটি করিনি।'[১৬৮]

শাইখ যাহেদ আল কাওসারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তার ওয়াসীলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার ব্যাপারে সাহাবাদের কর্মনীতি সর্ম্পকে এ হাদীসটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।[১৬৯]

এর জবাব হলো : এ হাদীস যেহেতু সাহীহুল বুখারীতে উল্লেখ আছে, তাই এর বিশুদ্ধতা নিয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এ হাদীসটি দ্বারা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা বাস্তবসম্মত নয়, বরং এটি হবে উদ্দেশ্য বিকৃতি। কারণ এ হাদীসের মধ্যে মূলত: দু'আর ওয়াসীলা দেয়া, দু'আ চাওয়া বা কারো দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে

---

১৬৮. আল বিদআ (পৃ: ৩৮৫-৩৮৬), ড. ইজ্জত আলী আতিয়াহ

১৬৯. মাহাব্বাতুর রাসূল- শাইখ আবদুর রউফ- পৃ: ২৫৬ এবং আল বিদআ পৃ. ৩৮৫

www.bjilibrary.com

দু'আ করার কথা বলা হয়নি। এ দাবীর পেছনে বিভিন্ন কারণ ও যুক্তি আছে।

১) এ হাদীসের মধ্যে 'উমার (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন: اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا "হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আমাদের নাবীর ওয়াসীলা গ্রহণ করতাম, তাতে তুমি আমাদের বৃষ্টি দান করতে"। এ ওয়াসীলার অর্থ হলো দু'আর ওয়াসীলা দেয়া বা তাকে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করা। কারণ ইসতিসকা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে সকল হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তার কাছে দু'আ চাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তার অসাক্ষাতে তার ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কোন কথাই উল্লেখ নেই। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা 'দু'আর ওয়াসীলা দেয়া' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। জুমু'আর দিন বৃষ্টির জন্য দু'আ চাওয়া ও সালাতুল ইসতিস্কা অধ্যায়েও এর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

২) দ্বিতীয় কথা হলো, কারো ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা যদি বৈধ হত তাহলে 'উমার (রা:) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা না দিয়ে তার চাচা 'আব্বাস (রা:) কে নিয়ে মাঠে আসলেন কেন? ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার ক্ষেত্রে জীবিত বা মৃতের কোন পার্থক্য থাকার ব্যাপারই নেই। তাহলে বুঝা গেল এটি ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া হয়নি বরং তার দ্বারা দু'আ করানো হয়েছে যা মৃত ব্যক্তির দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়।

৩) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা যদি জায়েয হত তাহলো সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই 'উমার (রা:) কে বলতেন যে, 'আব্বাস (রা:) এর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা অনেক উত্তম। অতএব আমরা রাসূলের নামে যা করতাম তা বাদ দিয়ে তার চেয়ে কম পজিশন ব্যক্তির ওয়াসীলা দিয়ে কেন দু'আ করব? বস্তুত: এটা স্বত:সিদ্ধ কথা যে, সাহাবায়ে কিরাম আনসার ও মুহাজির সবাই কিন্তু এখানে রাসূলকে টেনে না এনে 'আব্বাসকে নিয়ে এসেছেন। কারণ ব্যাপারটি হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা। আর দু'আ করার কাজটি জীবিত ব্যাক্তির জন্যই শোভনীয়, মৃত ব্যক্তির জন্য নয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম (রা:) তার কাছে গিয়েই দু'আ চাইতেন বা তাকে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে অনুরোধ করতেন । বস্তুত: এটাই হলো اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا 'হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আমাদের নাবীর ওয়াসীলা গ্রহণ করতাম' বাক্যের অর্থ। অর্থাৎ দু'আ করার জন্য অনুরোধ করতাম। আর اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا 'আমরা (বর্তমানে) তোমার কাছে আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলা গ্রহণ করছি' এ বাক্যের বাস্তব অভিব্যক্তিও তাই। অর্থাৎ 'আব্বাস (রা:) দ্বারা দু'আ করিয়েছিলেন এবং তিনি স্বয়ং উপস্থিতও ছিলেন। তাইতো অন্যান্য রিওয়ায়াতে 'আব্বাস (রা:) এর দু'আ করার

www.bjilibrary.com

তরীকাও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাওকানী ফাতহুল বারী কিতাবের রেফারেন্সে আনসাব কিতাবের সূত্রে উল্লেখ করেন:

اِنَّ الْعَبَّاسَ لَمَا اسْتَسْقى به عُمَرُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَا يَنزِلُ بَلَاءٌ إِلَّابِذَنْبٍ وَلَمْ يُكْشَفْ اِلَّا بِتَوْبَةٍ وَ قَدْ تَوَجَّهَ بِى الْقَوْمُ لِمَكَانِى مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِه اَيْدِيْنَا اِلَيْكَ بِالذُّنُوْبِ وَ نَوَاصِيْنَا اِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ فَاَرْخَتِ السَّمَاءُ مِثْلَ اَلْجِبَالِ حَتّٰى اَخْصَبَتِ الْاَرْضُ وَ عَاشَ النَّاسُ– وَأَخْرَجَ (اُلزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ فى الْاَنْسَابِ) اَيْضًا مِنْ طَرِيْقِ دَوُدْ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اِسْتَسْقى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ عَامَ الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ فَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَكَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الوَلَدُ لِلْوَالِدِ فَاقْتَدُوْا اَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَفى عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخِذُوْهُ وَ سِيْلَةً إلى اللهِ وَ فِيْهِ فَمَا بَرِحُوْا حَتى أَسْقَاهُمُ اللهُ–

'উমার (রা:) যখন 'আব্বাস (রা:) এর ম্যাধমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছিলেন তখন 'আব্বাস (রা:) এভাবে দু'আ করছিলেন ------- اَللّٰهُمَّ 'হে আল্লাহ কোন আপরাধ ছাড়া বালা মুসিবত আসেনা এবং তাওবা ছাড়া তা দূরও হয় না। তোমার নাবীর কাছে আমার র্মযাদা থাকার কারণে এ জাতি আমাকে সাথে নিয়ে (তোমার) শরণাপন্ন হয়েছে। তোমার মহান দরবারে আমাদের এ হাতগুলো উপস্থিত হয়েছে অপরাধ নিয়ে, আর মুখমন্ডল উপস্থিত হয়েছে তাওবা নিয়ে । অতএব তুমি আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর। এতে আকাশ থেকে পর্বতসম মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হলো। মাঠ ঘাট সবুজে ভরে গেল এবং মানুষ সুন্দরভাবে বসবাস করল।' এছাড়া যুবাইর ইবনু বাক্কার তার আনসাব কিতাবে দাউদ ইবনু আতা সূত্রে যায়েদ ইবনু আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনু 'উমার (রা:) বলেন, মহা অনাবৃষ্টির বছর 'উমার ইবনু খাত্তাব (রা:) 'আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন। এতে এ কথাটি উল্লেখ আছে যে, 'উমার (রা) তার ভাষণে লোকদেরকে বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আব্বাস (রা:) কে পিতার আসনে আসীন করতেন। অতএব হে লোক সকল তোমরা তাঁর চাচা 'আব্বাসের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ কর এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাকে ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ কর।' (এতে আরো আছে যে,) তাঁরা স্থান থেকে চলে যাবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে সিক্ত করেন।"[১৭০] অতএব এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হল যে, এখানে 'আব্বাসের দু'আর ওয়াসীলার কথা বলা হয়েছে, যাত বা সত্তার ওয়াসীলা নয়। অন্যথায় 'আব্বাসের এখানে আসা এবং দু'আ করায় কোনই ফায়দা নেই।

---

১৭০. নাইলুল আওতার, ইমাম শাওকানী, ইসতিসকা, ২য় অধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ: ৩২-৩২

www.bjilibrary.com

৪) হাদীসের ভান্ডারে বৃষ্টি প্রার্থনা সংক্রান্ত যত হাদীস আছে তা অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সাহাবায়ে কিরাম (রা:) সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাকে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করতেন। তিনিও তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন। অতিবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতেও দু'আ করতেন, অথবা সবাইকে নিয়ে মাঠে গিয়ে সালাত আদায় করে দু'আ করতেন। এটিই ছিল তার দু'আ করার পরিচিত পদ্ধতি। এতে কিন্তু কোথাও উল্লেখ নেই যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা:) তাদের বাড়ী বসে বা যে যেখানে পারে সেখান থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম, ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেছেন। তাই এ দ্বারা সুস্পষ্ট হলো যে, اَللّٰهُمَّ انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 'হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আমাদের নাবীর ওয়াসীলা গ্রহণ করতাম এবং এতে তুমি বৃষ্টি দান করতে' এ দ্বারা রাসূলের দু'আর ওয়াসীলার কথা বলা হয়েছে। তার যাত বা ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের ওয়াসীলা দেয়ার কথা বুঝানো হয়নি। তাই انا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا 'আমরা তোমার কাছে আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলা গ্রহণ করছি অতএব আপনি বৃষ্টিদান করুন' এ দ্বারাও দু'আর ওয়াসীলা বুঝানো হয়েছে, ব্যক্তিত্ব বা মর্যাদার নাম নিয়ে ওয়াসীলা দেয়ার কথা বুঝানো হয়নি।

৫) এ হাদীস দ্বারা রাসূলের সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার পক্ষে ডঃ ইজ্জত আলী 'আতিয়্যা যা কিছু বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার প্রথম কথটি আন্দাজ ও অনুমান ভিত্তিক। আর আন্দাজ বা অনুমানভিত্তিক কোন কথা শরীয়াতের দলীল হতে পারেনা। বিশেষ করে তা যদি সাহীহ হাদীসের খেলাফ হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা:) বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে আনুরোধ করছেন এবং তিনি দু'আও করেছেন। সেখানে কোথাও কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার কথা উল্লেখ নেই। তাই জোর করে আন্দাজ অনুমানের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলার অর্থ বের করা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তার দ্বিতীয় কথার জবাব হলো: 'আমরা আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলা গ্রহণ করছি' এ বাক্যের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার অর্থ নেয়ার কোন সুযোগ নেই বরং বাধা আছে। কারণ ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলার অর্থ নেয়া হলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে রাসূলের ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা না দিয়ে 'আব্বাস (রা:) এর ওয়াসীলা দেয়া হল কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলার কাছে 'আব্বাস (রা:) এর ব্যক্তিত্বের চেয়ে রাসূলের ব্যক্তিত্ব হাজার হাজার গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ। এছাড়া এখানে ওয়াসীলা দ্বারা "ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা" অর্থ নেয়া হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমূল্যায়ন করা হয়। কারণ তখন অর্থ হবে 'হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নাবীর ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করতাম এবং তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতে। আর এখন আমরা আমাদের নাবীর

www.bjilibrary.com

চাচার ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিচ্ছি অতএব বৃষ্টি দান কর।' এখানে আল্লাহর কাছে রাসূলকে কি খাটো করা হলোনা? রাসূলের চেয়ে 'আব্বাস (রা:) এর ব্যক্তিত্বকে কি বড় করে দেখানো হলোনা? জীবিত হোক, কিংবা মৃত হোক ব্যক্তিত্ব বা সম্মান সর্বাবস্থায় সমান। তাই বলা যায়, রাসূলের ব্যক্তিত্ব বাদ দিয়ে 'আব্বাসের ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার মধ্যে তাঁকে অসম্মান করার বীজ লুকায়িত আছে। সুতরাং ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

তার তৃতীয় কথার জবাব হলো: কম সম্মানিত ব্যক্তির ওয়াসীলা দেয়া বৈধ, একথা প্রমাণের জন্য 'আব্বাস (রা:) এর ওয়াসীলা দিয়ে থাকলে অবশ্যই 'উমার (রা) একথা বলতেন না যে, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নাবীর ওয়াসীলা দিতাম। বরং কোন কিছু না বলেই ওয়াসীলা গ্রহণ করতেন। এছাড়া 'উমার (রা:) কর্তৃক 'আব্বাস (রা:) এর ওয়াসীলা গ্রহণ একাধিক বার সংঘটিত হয়েছে। বৈধতার প্রমাণতো একবার করলেই হয়ে যায়। বারবার করার প্রয়োজন কেন? বরং 'উমার (রা:) একবারও তো রাসূলের ওয়াসীলা গ্রহণ করেন নি। এটা কি এ কথা প্রমাণ করে না যে, এটি ছিল দু'আর ওয়াসীলা, যাতের ওয়াসীলা নয়। এছাড়া রাসূলকে বাদ দিয়ে অন্যের ওয়াসীলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে 'উমার (রা:) একা নন, সকল সাহাবায়ে কিরাম যেমন সমর্থন করেছেন, তদ্রুপ পরবর্তী সময়ে মু'আবিয়া (রা:) এবং দাহ্হাক ইবনে কাইস (রা:) ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল জারাশীর দু'আর ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তার দ্বারা দু'আ করিয়েছেন।[১৭১]

তার চতুর্থ কথার জবাব হলো: এখানে কথা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়ার বৈধতার ব্যাপারে ইসতিস্কার নামাযের ব্যাপারে নয়। তাই নামাযের শর্ত এখানে প্রযোজ্য হবে না।

তার পঞ্চম কথার জবাব হলো: 'উমার (রা:) এর কোষাধ্যক্ষের হাদীসের মধ্যেও কিন্তু রাসূলের কাছে দু'আ চাওয়া হয়েছে, ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া হয়নি। এছাড়া এতে উল্লিখিত স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি অজ্ঞাত বা মাজহুল। এ রকম অজ্ঞাত ব্যক্তির বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। আর তা যদি কুরআন, হাদীস ও ইসলামী 'আকীদার বিপরীত হয় তাহলে তো আগে ভাগেই বাতিল। কারণ মৃত ব্যক্তির কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ – وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ –

বস্তুত: তার পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকছ, তারা (খেজুর আটির) সূক্ষ্ম আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনেনা। আর যদি

---

১৭১. মাহাব্বাতুর রাসূল: ২৬৩ পৃ:

www.bjilibrary.com

শুনত তাহলে তোমাদের ডাকে সাড়া দিতনা। কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। প্রকৃত অবস্থায় এমন সঠিক খবর একজন সর্বজ্ঞ (আল্লাহ) ছাড়া কেউ তোমাদের দিতে পারেনা।'[১৭২] তাই আল্লাহ তা'আলা যাকে শিরক বলে আখ্যায়িত করলেন সেই কাজটা কোন সাহাবী বা তাবেয়ী করবেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই শিরকী ডাকে সাড়া দিবেন এটা চিন্তা করতেও শরীর শিউরে উঠে। বস্তুত: এটা আদৌ সম্ভব নয়। অতএব কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কুরআন, হাদীস ও ইসলামী 'আকীদা বিরোধী কোন বর্ণনা আদৌ মান্য করা যায়না।'[১৭৩]

'বস্তুত: এরকম কোন বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তাওয়াচ্ছুল বিয্যাত বা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা কতইনা হাস্যকর। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার অর্থ হলো তার কাছে দু'আ চাওয়া, তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করানো। আর এটা যেহেতু মৃত্যুর পর সম্ভব নয়, তাই 'উমার (রা:) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা:) 'আব্বাস (রা:) এর ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন তথা তার কাছে দু'আ চেয়েছেন। তার দ্বারা আল্লাহর কাছে দু'আ করিয়েছেন বা তাকে দু'আ করতে আনুরোধ করেছেন আর তিনিও দু'আ করেছেন। এটিই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং 'আব্বাস (রা:) এর ওয়াসীলা গ্রহণ করা। অতএব সত্তা, যাত, মর্যাদা ইত্যাদি বা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা অবৈধ, হারাম বা বিদ'আত বা শিরক।

৬। ওয়াসীলা বিযযাত বা সত্তাগত ওয়াসীলার প্রকারভেদ ও হুকুম:

সত্তাগত ওয়াসীলার অনুকূলে প্রদর্শিত সকল প্রকার অজুহাত এবং সংশয় ও সন্দেহপূর্ণ বর্ণনার অসারতা প্রমাণের পর আমরা এর প্রকার ও ধরন সর্ম্পকে আলোচনা করছি। বস্তুত: 'মাহাব্বাতুর রাসূল' প্রণেতা বলেন: সত্তাগত ওয়াসীলাটি শার'ঈ হুকুমের দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত (ক) বিদ'আতী ওয়াসীলা ও (খ) শিরকী ওয়াসীলা।

ক) বিদ'আতী ওয়াসীলা বা তাওয়াসসুল বিদ'ঈ: (توسل بدعي)

বিদ'আতী ওয়াসীলা হল: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কারো যাত ও সম্মানের ওয়াসীলা দেয়া অথবা আল্লাহর কাছে কারো নামে শপথ করা। যেমন: কোন ব্যক্তি এ রকম বলল:- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার নাবীর ওয়াসীলা দিচ্ছি অথবা তোমার নাবীর সম্মানের ওয়াসীলা দিচ্ছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর শপথ করার ধরন হলো: যেমন কোন ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহ! তোমার নাবীর শপথ! তোমার নাবীর অধিকারের শপথ! তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও অথবা আমার প্রয়োজন পূরণ করে দাও ইত্যাদি। এ রকম ওয়াসীলা বিদ'আত।

---

১৭২. সূরা আল ফাতির- ৩৫:১৩-১৪

১৭৩. মাহাব্বাতুর রাসূল (পৃ: ২৭০-২৭১)

www.bjilibrary.com

এ রকম ওয়াসীলা বিদ'আত হওয়ার কারণ হল, এ ধরনের ওয়াসীলা গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে নির্দেশ করেননি, লোকদেরকে দাওয়াতও দেননি এবং একে কোন নৈকট্যপূর্ণ কাজের মধ্যেও গণ্য করেননি। যদিও পরর্বতী কালের সূফী সম্প্রদায় এবং তাদের অনুসারীরা একে অন্যতম বড় নৈকট্যপূর্ণ কাজ হিসেবে স্থির করেছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম (রা:), তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনরাও এ ধরনের ওয়াসীলা গ্রহণ করেননি। বরং তারা শারী'আত সম্মত ওয়াসীলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। অতএব যেহেতু কুরআন ও সাহীহ সুন্নাহয় এ ধরনের ওয়াসীলার কথা উল্লেখ নেই এবং সাহাবা (রা:) ও তাবেয়ীদের কর্মনীতিও এর সপক্ষে নেই, তাই বুঝা গেল এটি বিদ'আত ও অবৈধ।[১৭৪]

এটি হল সংক্ষিপ্ত কথা। এর ব্যাখ্যা এই যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে কোন কিছু প্রার্থনা করা বা তার সত্তা ও সম্মানের ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করা জায়েয নেই। কেননা এ ওয়াসীলাটির ভিত্তি যদিও এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহর কাছে নাবীদের বিরাট সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে (এটি সঠিক কথা, এতে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই) তথাপিও কথা হল, আল্লাহ তা'আলা এ সম্মান ও মর্যাদাকে কোন দু'আকারীর দু'আ কবুল করার উপযুক্ত কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা নাবীদের প্রতি ঈমান, তাদের ভালবাসা এবং তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করাকে দু'আ কবুলের কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অন্যদিকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শপথ করা অথবা তার অধিকারের শপথ করা শরী'আতে অবৈধ। কারণ এটি হল স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির নামে শপথ করা। আসল কথা হল সৃষ্টির কাছে সৃষ্টির নামে শপথই যেখানে অবৈধ ও হারাম, সেখানে স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির নামে শপথ কিভাবে জায়েয হতে পারে? অতএব এ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা বা সম্মানের দ্বারা ওয়াসীলা দেয়া অথবা আল্লাহ তা'আলার নিকট তার নামে শপথ করা জায়েয নেই। বস্তুত: এর বৈধতা সেই বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের দিকেই নিয়ে যাবে, শিরকের পথ বন্ধ করার জন্য যাকে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এর কারণ হল, যারা একে জায়েয ও বৈধ বলে আখ্যায়িত করছে, তাদের সাধারণ অনুসারীরা কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা এ ওয়াসীলা অতিক্রম করে রাসূলের কাছে সরাসরি সাহায্য প্রার্থনা করছে এবং তার কাছে এমন বিষয় প্রার্থনা করছে যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যায়না। এরকম আরো অনেক বিষয় আছে যা

---

১৭৪. মাহাববাতুর রাসূল (২৭১-২৭২) পৃ.

www.bjilibrary.com

শিরকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা এগুলোকে তাওয়াচ্ছুল বা ওয়াসীলা নামেই আখ্যায়িত করছে। তবে এখানে একটি বিষয় সর্ম্পকে সতর্ক করা জরুরী, আর তা হল উপরোক্ত ওয়াসীলাকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করার অর্থ এই নয় যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান মর্যাদা ও সম্মানকে অস্বীকার করছি। তা কখনও নয়। সকল নাবী ও রাসূলের চেয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বড় ও সুমহান। (তার কোন তুলনাই হয়না) কিয়ামাতের ময়দানে তার শাফা'আতে কুবরা বা বড় শাফা'আত এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। (সম্মান এক জিনিস আর সম্মানের ওয়াসীলা দেয়া ভিন্ন জিনিস। উভয়কে এক মনে করার কোন সুযোগ নেই)[১৭৫]

খ) দ্বিতীয় প্রকার: শিরকী তাওয়াসসূল (التوسل الشركى)। শিরকী ওয়াসীলা হল বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রার্থনা করা। বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি পেতে তাঁকে ডাকা, তাঁর কাছে নালিশ করা, অভিযোগ করা ইত্যাদি ধরনের শিরকী কাজ যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল নিষিদ্ধ ও হারাম বলে ঘোষণা করেছে। উপরোক্ত বিষয়গুলো যে শিরক তা সুস্পষ্ট। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যদি তাঁর কাছে এমন কিছু চাওয়া হত যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে সক্ষম নয় তা অবশ্যই শিরক হত। এখন তা যদি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে চাওয়া হয় তাহলে তা শিরক হবেনা কেন? এ ধরনের লোকেরা এ ব্যাপারে অনেক কবিতা আবৃত্তি করছে। অনেক কিচ্ছা-কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করছে এবং তাওহীদপন্থী লোকদেরকে তারা রাসূল ও তার পরিবারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করছে।

এ ধরনের কর্মকান্ডকে তাওয়াসসূল বলে আখ্যায়িত করা মূলত ধোকা ও প্রবঞ্চনা। একে শিরকে আকবর বা বড় শিরক ছাড়া কিছুই বলা যায় না। আব্দুর রহীম ইবনু আহমাদ ইবনু আব্দুর রহীম আলবারয়ী (মৃত্যু ৮৩০ হিজরী) সূফী কবি। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত কবিতাগুলো পাঠ করেছিল, যা ছিল শিরকে ভরপুর। (দেখুন সে সব কবিতার কিছু অংশ)।

يَا صَاحِبُ الْقَبْرِ الْمُنِيْرِ بِيَثْرِبَ + يَا مُنْتَهَى أَمَلِي وَغَايَةَ مَطْلَبِيْ

হে ইয়াসরিব (মদিনা) এর আলোকোজ্জল কবরবাসী, হে আমার আকাংখার শেষ মন্‌জিল এবং চূড়ান্ত আরাধ্য সত্তা!

يَا مَنْ فِي النَّائِبَاتِ تُوَسُّلِيْ + وَإِلَيْهِ مِنْ كُلِّ الْحَوَادِثِ مَهْرَبِي

---

১৭৫. মাহাববাতুর রাসূল (২৭১-২৭৩) পৃ.

www.bjilibrary.com

হে ঐ ব্যক্তিত্ব! সকল বালা-মুসিবতে যার ওয়াসীলা গ্রহণ করে থাকি এবং প্রতিটি বিপদ-আপদে যার কাছে আমি আশ্রয় গ্রহণ করি।

يَا مَنْ نُرَجِّيْهِ لِكَشْفِ عَظِيْمَةٍ + وَلِحَلِّ عُقْدٍ مُلْتَوٍ مُتَعَصِّبِ

হে ঐ মহান! মহাবিপদ দূর করতে এবং কঠিন বালা-মুসিবত অপসারণ করতে যাকে আমরা সর্বদা আশা করি।

يَا مَنْ يَجُوْدُ عَلَى الْوُجُوْدِ بِاَنْعَمْ + خُضْرٍ تَعُمُّ عُمُوْمَ صَوْبِ الصَّيِّبِ

হে ঐ মাহান দাতা! যিনি মহা বিশ্বকে বৃষ্টির মত ব্যাপক দানে ধন্য করছে।

يَا غَوْثُ مَنْ فِى الْخَافِقَيْنِ وَ غَيْثُهُمْ + وَ رَبِيْعُهُمْ فِى كُلِّ عَامٍ مُجْدَبِ

হে পূর্ব ও পশ্চিম (মহাবিশ্ব) এর সাহায্যকারী! প্রতিটি অনুর্ভর ও অনাবৃষ্টির বছর তুমিই তাদের বৃষ্টি, তুমিই তাদের বসন্তকাল বা বাসন্তিক গুল্ম

يَا مَنْ لُنَادِيْهِ فَيُسْمِعُنَا عَلى + بُعْدِ الْمَسَافَةِ سَمْعَ أَقْرَبَ أَقْرَبَ

হে ঐ মহান ব্যক্তি! যাকে আমরা ডাকি, আর তিনিও অনেক দূর-দূরান্ত থেকে নিকটতম ব্যক্তির শোনার মত আমাদের ডাক শুনেন।

তিনি (রাসূলকে সম্বোধন করে) আরো বলেন:

مَوْلَايَ مَوْلَايَ فَرِّجْ كُلَّ مُعْضَلَةٍ + عَنِّي فَقَدْ اَثْقَلَتْ ظَهْرِى الْخَطِيَّاتُ–

হে আমার মাওলা! হে আমার মাওলা! আমার প্রতিটি সমস্যা দূর করে দাও। অন্যায় অপরাধ আমার পিঠকে ভারী করে দিয়েছে।

وَعَدْ عَلَيَّ بِمَا عَوَّدْتَنِي كَرَمًا + فَكَمْ جَرَتْ لِي بِخَيْرٍ مِنْكَ عَادَاتُ–

তুমি আমাকে বদান্যতায় অভ্যস্ত করেছিলে, তাই তুমি আমাকে তা পুনরায় ফিরিয়ে দাও। বস্তুত: তোমার কারণে আমার অনেকগুলো শুভ অভ্যাস অব্যাহত ছিল।

وَامْنَعْ حِمَايَ وَهَبْ لِي مِنْكَ مَكْرُمَةً + يَا مَنْ مَوَاهِبُهُ خَيْرٌ وَ خَيْرَاتٌ

তুমি আমার আশ্রয় স্থলকে রক্ষা কর। তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সম্মান দান কর। হে ঐ মহান ব্যক্তি! যার অগণিত দান অসংখ্য মঙ্গল ও কল্যাণে ভরপুর।

وَاعْطِفْ عَلَيَّ وَخُذْ يَا سَيِّدِيْ + اِذَا دَهَتْنِي الْمُلِمَّاتُ الْمُهِمَّاتُ

হে আমার সাইয়্যেদ! তুমি আমাকে করুণা কর এবং আমার হাত ধর যখন মহাবিপদ আমাকে অস্থির করে তোলে।

فَقَدْ وَقَفْتُ بِبَابِ الْجُوْدِ مُعْتَذِرًا + وَالْعَفْوُ مُتَّسَعٌ وَالْعُذْرُ اَبْيَاتٌ

আমি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তোমার দানের দরওযায় দাঁড়িয়েছি। ক্ষমা হল প্রশস্ত আর ওযর হল কয়েকটি শ্লোক মাত্র।

وَقُلْ غَدًا أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِيْنِ اِذَا + مَازَخْرَفَتِ لِدُخُوْلِ الْخُلْدِ جَنَّاتٌ

www.bjilibrary.com

আপনি বলে দিন যে, আগামীকাল তুমি ডানপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যখন জান্নাতীদের জন্য জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হবে।

وَاِنْ مَدَحْتُكَ بِالتَّقْصِيْرِ مُعْتَرِفًا + فَمَدَحَكَ الْوَحْىُ وَالسَّبْعُ الْقِرَاءَ اتُ

আমি স্বীকার করছি যে, আমার এ তা'রীফ খুবই নগণ্য। তবে তোমার তা'রীফ করেছে অহী ও সাত কিরাআত (আল্লাহ ও আল কুরআন)।[১৭৬]

এ হল যাত ও সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ কারীদের অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি যা তাদেরকে শিরক পর্যন্ত পৌছে দিচ্ছে। মানুষকে শিরকে লিপ্ত করার কতইনা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযাত করুন।

৭। আমাদের দেশে প্রচলিত ওয়াসীলা ও তার ধরনঃ

আমরা আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং দু'আ কবুল হওয়ার জন্য যে সব ওয়াসীলা গ্রহণ করা হয় তা সর্বমোট ৯ প্রকার। যথা : ১. ঈমান গ্রহণ করা, ২. নেক কাজ করা, ৩. ঈমান বিধ্বংসী বিশ্বাস ও কাজ থেকে বিরত থাকা, ৪. নেক কাজ বিধ্বংসী বিশ্বাস, কাজ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা, ৫. দু'আর মধ্যে ঈমানের ওয়াসীলা দেয়া, ৬. আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দেয়া, ৭. নেক কাজের ওয়াসীলা দেয়া, ৮. কোন নেককার ব্যক্তির কাছে দু'আ চাওয়া এবং ৯. কারো যাত ও ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া। আমরা আরো উল্লেখ করেছি যে, এই ৯ প্রকার ওয়াসীলার মধ্যে প্রথম ৪ প্রকার ওয়াসীলা জরুরী, অত্যাবশ্যক ও ফরয। সেগুলোকে আমরা বিশ্বাস ও কর্মগত ওয়াসীলা হিসাবে চিহ্নিত করেছি। পরবর্তী ৪ প্রকার ওয়াসীলা বৈধ, সুন্নাত ও প্রশংসিত। যেগুলোকে আমরা দু'আমূলক ওয়াসীলা হিসাবে চিহ্নিত করেছি। আর সর্বশেষ ওয়াসীলা তথা কারো যাত ও ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করাকে আমরা অবৈধ বলে চিহ্নিত করেছি। অতএব আমাদের উচিৎ স্ব-স্ব স্থান অনুযায়ী প্রতিটি ওয়াসীলাকে মূল্যায়ন করা ও গ্রহণ বা বর্জন করা। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় হল, পাক ভারত উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের অধিকাংশ 'ওলামা সম্প্রদায় প্রচলিত ওয়াসীলা বলতে দু'আকেন্দ্রিক ওয়াসীলার মধ্যে শুধুমাত্র তাওয়াসসূল বিয্যাত বা যাত ও সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করাকেই ওয়াসীলা হিসাবে আখ্যায়িত করছে। আর অতিরিক্ত বা বোনাস হিসাবে অভিনব কায়দায় বিশেষ এক প্রকার ওয়াসীলা উদ্ভাবন করেছে, আর তাহল শাইখ বা পীরের হাতে বাই'আত করা বা পীর ধরা। আমরা এ বিষয় দুটো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

১) যাত ও সত্তার ওয়াসীলাঃ

আমাদের সমাজের ওলামা সম্প্রদায় দু'আ করার সময় অনেকেই নাবী, রাসূল (আঃ)

---

১৭৬. মাহাব্বাতুর রাসূলঃ পৃঃ- ২৭৩-২৭৪

www.bjilibrary.com

এবং নেককার ব্যক্তিদের যাত ও সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে থাকে যে, এদের যাত, সত্তা বা নামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ টি কবুল করবেন। এসব দু'আর ধরন, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন তারা দু'আ করার সময় এভাবে বলে থাকে:

ক) হে আল্লাহ! আমাদের নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলায়/ তার সম্মানের ওয়াসীলায়/ তার অধিকারের ওয়াসীলায়/ তার নামের বরকতে তুমি আমাদের দু'আ কবুল কর এবং ফয়েয ও বারাকাত দান কর।

খ) হে আল্লাহ! তুমি অমুক পীরের ওয়াসীলায় আমাদের দু'আ কবুল কর বা ফয়েয ও বারাকাত দান কর।

গ) হে আল্লাহ! তুমি অমুক তরীকার ওয়াসীলায় আমাদের দু'আ কবুল কর এবং ফয়েয ও বারাকাত দান কর।

ঘ) হে আল্লাহ! তুমি এই কবরবাসীর ওয়াসীলায় আমাদের দু'আ কবুল কর ও আমাদের অন্তরকে আলোকিত কর। তার ফয়েয ও বারাকাত লাভ করার তাওফীক দান কর।

ঙ) হে আল্লাহ! তুমি অমুক পীরের ওয়াসীলায় অমুক সিলসিলার যত ফয়েয ও বারাকাত আছে তা অর্জন করার তাওফীক দান কর ইত্যাদি।

এখানে আরো আশ্চর্য যে, এ ধরনের 'ওলামা সম্প্রদায় কিন্তু তাদের দু'আর মধ্যে ঈমান, নেক কাজ, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করেনা। অথচ এ সবের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা কুরআন ও সাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

বস্তুত: ঈমান, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী এবং নেক কাজের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার তাৎপর্য হল এগুলোকে নিজের জীবনে গ্রহণ করা, মেনে নেয়া ও বাস্তবায়ন করা। অতএব যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার সময় ঈমান, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এবং নেক কাজের ওয়াসীলা দেয় তখন এর তাৎপর্য হয় এই যে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে দৃঢ়ভাবে দাবী, অংগীকার বা স্বীকারোক্তি করছে যে, সে নির্ভেজালভাবে ঈমান এনেছে, তার নাম ও গুণাবলীকে মেনে নিয়েছে এবং সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলছে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আলিমুল গাইব, সর্ব বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ও সর্ব শক্তিমান, তাই ওয়াসীলা গ্রহণকারীর দাবী সত্য হলে তিনি তাকে যথাযথ মর্যাদা দিবেন আর তার দাবী মিথ্যা হলে তাকে মিথ্যুক ও ধোকাবাজদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের অনেকের ঈমান ও 'আমল নির্ভেজাল ও কাংখিত মানে নেই বিধায় তারা এ সবের ওয়াসীলা দিতে ভয় পাচ্ছে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার কাছে মিথ্যা বলার চেয়ে ওয়াসীলা না দেয়াই ভাল।

বস্তুত: যারা আলিম, ইমাম বা ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র,

www.bjilibrary.com

কম্যুনিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করে বা ধর্ম নিরপেক্ষবাদী কোন দলকে সমর্থন করে, তাদের কি আল্লাহর কাছে ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার সৎ সাহস আছে? যে সব আলিম, ইমাম বা নাবীওয়ালা কাজের প্রবক্তারা ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে সীমিত রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলামকে দূরে রাখতে চায় তারা কোন্ সাহসে তাদের ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করতে সাহসী হবে? এরা তো নিজেরাই নিজেদের ঈমানকে ধ্বংস করে গোমরাহ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের অনুসারীদেরকেও গোমরাহ হতে উৎসাহিত করছে। আসলে ঈমানের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার সৎসাহস এদের কোন দিনই হবেনা। কারণ এরা নিজেরাই জানে যে, পার্থিব স্বার্থে ও ক্ষমতার মোহে এরা এদের ঈমানকে বিক্রি করে দিয়েছে। এদের দ্বারা সঠিক ইসলামের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই করানো যায়। এরা শুধু পার্থিব স্বার্থ ও ক্ষমতা চায়। সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হল কি হলনা এতে এদের কোনই মাথা ব্যাথা নেই।

لا حول ولا قوة الا بالله-

অন্যদিকে যারা কারো যাত ও সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করে থাকে তারা বিশ্বাস করে যে, যাদের ওয়াসীলা দেয়া হচ্ছে তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র। তাই দু'আর মধ্যে তাদের নাম বা মর্যাদার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করবেন।

কিন্তু কথা হল, আল্লাহ তা'আলার যারা প্রিয়পাত্র তাদের নাম নিয়ে দু'আ করার সাথে দু'আ কবুল হওয়ার সম্পর্ক কোথায়? আল্লাহ তা'আলা কি কাউকে ভয় করেন যে তার নাম শুনেই দু'আ কবুল করবেন? বরং প্রিয়পাত্রের সাথে দু'আকারীর সম্পর্ক বা সূত্র কি তার উপরই নির্ভর করছে দু'আ কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপার। কারণ আমি যদি আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্রের অনুসারী হই, তাকে ভালবাসি বা তিনি আমাকে ভালবাসেন, তাহলে আমি এ ভালবাসা বা অনুসরণের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করতে পারি যা করার আমার যুক্তিও আছে। আর এটাই হওয়া উচিৎ। আর আসল কথা হল, এ ওয়াসীলাকেই বলা হয় 'আমলের ওয়াসীলা। বস্তুতঃ আমরা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি এবং তার অনুসরণ করি, তারা তাঁর অনুসরণের ওয়াসীলা দিয়ে তার প্রিয় দোস্ত আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছুর জন্য আবেদন নিবেদন করতে পারি বা তা কবুল হবার আশাও করতে পারি। কিন্তু যারা তাঁর আদর্শ মানে না বা মানলেও ব্যক্তিজীবনে কিছু মানে অথচ পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে তার আদর্শের ধার ধারে না বা তার আদর্শের বিরোধিতা করে থাকে তাঁরা কোন্ যুক্তিতে আল্লাহ তা'আলার কাছে রাসূলকে ওয়াসীলা হিসাবে পেশ করতে পারে? তাঁরা কি এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু পেতে পারে? এরকম ওয়াসীলায় কি আল্লাহ তা'আলা খুশি? আদৌ নয়। কারণ কুরআন ও সাহীহ হাদীস আমাদেরকে যে নির্দেশনা দিচ্ছে তাতে কারো নাম নয় বরং অনুসরণই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার

www.bjilibrary.com

মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ –

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, তাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অন্যায় অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[১৭৭] অতএব কারো নামের ওয়াসীলা নয় বরং 'আমল ও বিশ্বাসের ওয়াসীলা দেয়া উচিৎ।

২) পীর ধরা বা পীরের হাতে বাই'আত করার ওয়াসীলা:

আমাদের সমাজে পীরের হাতে বাই'আত করা সংক্রান্ত ওয়াসীলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক শ্রেণীর মানুষ বিশ্বাস করে থাকে যে, পীর ধরা বা পীরের হাতে বাই'আত করা ব্যতীত কেউ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি তথা জান্নাত লাভ করতে পারবেনা। পীর নামক লোকেরাই হল সকলের ওয়াসীলা। এটি শুধুমাত্র সাধারণ লোকদেরই ধারণা নয় বরং অনেক ইমাম ও 'আলেম এমনকি এই পীর নামক লোকেরাও এ ধারণাটি প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা বিভিন্নভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, যার পীর নেই তার পীর শয়তান। এ ব্যাপারে তারা একটি আরবী বাক্যও ব্যবহার করছে যে,

من ليس له شيخ فشيخه شيطان–

'অর্থাৎ যার পীর নেই তার পীর শাইতান।' পীর ও পীরপন্থী লোকেরা এ আরবী বাক্যটিকে কুরআন পড়ার আদলে এমনভাবে সুর দিয়ে পাঠ করে থাকে যাতে সাধারণ জনগণ তো কোন ছার অনেক সার্টিফিকেটধারী আলিমও একে কুরআন মনে না করলেও হাদীস হিসাবে বিবেচনা করছে। অথচ এটি এদের মনগড়া বানানো একটি আরবী বাক্য, যার সাথে ইসলামী শারী'আর কোন সম্পর্ক নেই।

এরা মানুষকে মিথ্যামিথ্যি এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে যে, তাদের আদেশ নিষেধ মান্য করা ফরয। তাদের দেখানো পথ-পন্থা ছাড়া কারো 'ইবাদাতও গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাদের হাতে বাই'য়াত করা ছাড়া কারো পক্ষেই আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব নয়। বস্তুত: এসবগুলোই কিন্তু কল্পকাহিনী বৈ কিছুই নয়। এরা তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী দ্বারাও প্রমাণ পেশ করছে। 'মা'রেফতে হক' প্রণেতা বলেন: মাওলানা রুমী সাহেব বলেছেন: خود بخود مولانا روم هرگز نه شد + تا غلام شمس التبريزنه شد "শামছুত তিবরিজের গোলাম না হওয়া পর্যন্ত আমি মাওলানা রুমি না কামেল ছিলাম।" দেখুন এত বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও তিনি পীর না ধরিয়া আল্লাহ পাকের দিদার হাছেল করা যে ফরয তাহা হাছেল করিতে

---

১৭৭. সূরা আলে ইমরান- ৩: ৩১

www.bjilibrary.com

পারিলেন না। আমি আর আপনি কে? আপনারা কিছুমাত্র চিন্তা করিয়া দেখুন যে, কোন অলি আল্লাহ পীর ধরা ভিন্ন কামেলিয়াতের দরাজায়ে পৌছিতে পারিয়াছে কিনা এবং সুন্নত তরিকা মতে চলিতে পারিয়াছে কিনা?

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ–

এই কওল মশহুর আছে, যে ব্যক্তির পীর নাই, তাহার পীর হইয়াছে শাইতান। 'আলেমদের জন্য মারেফত এখতিয়ার করা যদি ওয়াজেব হইয়া থাকে তবে আওয়ামদের জন্য যে কতদূর দরকার হইতে পারে তাহা কিছুমাত্র চিন্তা করিয়া দেখুন।[১৭৮]

তিনি আরো বলেনঃ আর বান্দা! যদি মাওলাকে পাইবার খাহেশ রাখ, তবে পথ প্রদর্শনকারীর আঁচল ধর অর্থাৎ পীর ধর। পীর বিনে যে মাওলার পাগল হইবে তাহার ওমর শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু মাওলাকে পাইবেনা।[১৭৯]

তিনি আরো বলেনঃ পীর ধরা বড়ই কঠিন কথা, যাহার উছিলায় পরকালের শান্তির আশা করা যায় এবং আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করা যায়, তাহার চেয়ে শান্তি ও মজা দুনিয়াতে কিছুই নাই।[১৮০]

পৃথিবীতে খোঁজ করিয়া দেখ, বিনা পীরে কেহই কামেল মোমেন হইতে পারেনাই।[১৮১]

এই বয়ান দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এতবড় 'আলেমগণই যখন মুরিদ হওয়া ব্যতীত আল্লাহ পাকের মহব্বত অর্জন করিতে পারিলেন না। তখন আপনি আর আমি কি মুরিদ হওয়া ছাড়াই আল্লাহ পাকের মহব্বত অর্জন করিতে পারিব?[১৮২]

এছাড়া এরা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) কর্তৃক পীরের হাতে বাই'আত করা সংক্রান্ত ঘটনা উল্লেখ করে পীর ধরা ফরয সাব্যস্ত করেছে। এ ঘটনার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, মৃত্যুর সময় যখন শাইতান ঈমান লুটিবার জন্য আসিবে তখন পীর ছাড়া উপায় কি? পীর ছাহেব তো আমাকে মুরিদ করিলেন না এখন আমার উপায় কি?[১৮৩]

(শাইতান ইমাম রাজীকে মৃত্যুর সময় বলিল) তোমার ভাগ্য ভাল যে, একদিন কামেল পীরের কাছে গিয়া দোয়া নিয়াছিলা, নচেৎ তোমাকে বেঈমান করিয়া আমার সংগে জাহান্নামে নিয়া যাইতাম।[১৮৪]

---

১৭৮. মারেফাতে হকঃ ৭ পৃঃ
১৭৯. মারেফাতে হকঃ ৮ পৃঃ
১৮০. মারেফাতে হকঃ ৯ পৃঃ
১৮১. ভেদে মারেফতঃ ১২-১৩ পৃঃ
১৮২. ভেদে মারেফতঃ ১৪ পৃঃ
১৮৩. ভেদে মারেফতঃ ৩৮ পৃঃ
১৮৪. প্রাগুক্তঃ পৃ ৩৯

www.bjilibrary.com

এরকম অসংখ্য উক্তি এদের বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, যদ্বারা তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, পীর ধরা ফরয। একমাত্র পীরের হাতে বাই'আতের ওয়াসীলায় ঈমান নিয়ে মৃত্যু এবং পরকালে জান্নাত লাভ করা যেতে পারে। পীরের ওয়াসীলা ছাড়া কোন মুক্তি নাই। বস্তুতঃ এসব কিছুই হল মিথ্যা ও অবান্তর। এসবগুলোই মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী শারী'আর সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। এরা ফারসী ভাষার কবিদের কবিতা, ইউসুফ-জুলাইখা নামক রম্য কাহিনী মূলক পুস্তক ও বিভিন্ন লোকদের মিথ্যা গল্পগুলোকে এসব বাতিল মতবাদের পক্ষে দলীল হিসাবে জনগণের কাছে উপস্থাপন করে যাচ্ছে। আর জনগণও এদের এসব প্রচার প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে অলীক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হচ্ছে এবং শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হচ্ছে। এদের থেকে জনগণের ঈমান আকীদা রক্ষা করার উদ্যোগ নেয়া অতীব জরুরী। এদের বই পুস্তকে আল্লাহ, নাবী রাসূল ও অলী আল্লাহদের ব্যাপারে এমন সব আজগুবী কথা উল্লেখ আছে যা মানুষকে বেঈমান বানিয়ে দেয়।

৮। ইসলামী শারী'আত সম্মত ওয়াসীলাঃ

আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আলাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করার জন্য শারী'আত সম্মত ওয়াসীলা হল ৪টি।

১। খালেস ঈমান গ্রহণ করা (২) ঈমানের দাবী অনুযায়ী 'আমলে সালেহ তথা নেক কাজ করা (৩) খালেস ঈমান বিধংসী যাবতীয় বিশ্বাস ও কর্ম থেকে বিরত থাকা এবং (৪) 'আমলে সালেহ তথা নেক কাজ বিধংসী যাবতীয় বিশ্বাস ও কর্ম এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকা। অতএব আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের উপর ফরয ও আবশ্যক হল উপরোক্ত ৪টি বিষয়কে মনে প্রাণে আকড়িয়ে ধরা এবং এগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে বাঁচা এবং জান্নাত লাভ করার ওয়াসীলা হিসাবে বিশ্বাস করা ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা। অন্যথায় পরকালীন জীবনে নাজাত ও সাফল্য লাভ করা সুদূর পরাহত ও অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে।[১৮৫]

বস্তুতঃ এগুলোই হল সত্যিকার ওয়াসীলা। তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিভিন্ন ধরনের আবেদন নিবেদন করার সময় কাংঙ্খিত বিষয়টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে দু'আর মধ্যেও বেশ কিছু বিষয়ের ওয়াসীলা দেয়া শরী'আত সম্মত বলে প্রমাণিত আছে। আর তাহলঃ ১। ঈমানের ওয়াসীলা দেয়া ২। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দেয়া ৩। নেক 'আমলের ওয়াসীলা দেয়া এবং ৪। কোন ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা দেয়া। এ আট

---

১৮৫. দেখুনঃ ব্যাখ্যা- টীকা নং ৬০-৮৪ পর্যন্ত

www.bjilibrary.com

প্রকার ওয়াসীলা ছাড়া কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা দেয়া অথবা শাইখ বা পীর কিংবা এ ধরনের কোন ব্যক্তির হাতে বাই'আত করাকেই নাজাতের ওয়াসীলা বিশ্বাস করা নিতান্তই ভ্রান্ত, বাতিল ও ইসলামী শারী'আত বিরোধী কাজ।[১৮৬]

৯। আমাদের করণীয়:

আমাদের বর্তমান সমাজের প্রতিটি মাদরাসা, মাসজিদ, খানকা, হালকা ও তরীকা সহ সকল স্তরেই সত্তা বা ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলা নামক ব্যাধিটি কম বেশি অনুপ্রেবেশ করেছে। এ থেকে 'আলিম, ইমাম, দরবেশ, পীর, কারী, হাফিয এবং আম জনতাকে রক্ষা করতে হলে আমাদের বেশ কিছু করণীয় আছে। আর তা হল :

ক) এ ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক জ্ঞানে জ্ঞানবান হতে হবে।

খ) আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

গ) যার হাতে যতটুকু মাধ্যম আছে তার সবটুকু মাধ্যমই এর প্রচারে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) 'আলিম ও ইমামদেরকে এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে সজাগ করতে হবে । কারণ আমজনতা তাদের থেকেই শিক্ষা লাভ করে।

ঙ) ওয়াসীলাকে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে আলোচনার আয়োজন করা উচিত।

চ) মাদরাসার ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয়।

ছ) দু'আর মধ্যে সত্যিকার ও সঠিক ওয়াসীলা কোন্‌গুলো তা চিহ্নিত করা এবং তা প্রয়োগে 'আলিম ও ইমামদেরকে উৎসাহিত করা

জ) তাওহীদ ভিত্তিক নির্ভেজাল ঈমান গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা, শিরকের পরিচয় তুলে ধরা, বিদ'আতের হাকীকত তুলে ধরা, ঈমান ও 'আমল ধংসকারী বিশ্বাস ও কাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেশ করা, ইত্যাদি।

(ঝ) সব গোড়ামী বাদ দিয়ে আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা ও আল্লাহকে ভয় করা।

(ঞ) জ্বাল, দুর্বল ও মনগড়া কিচ্ছা কাহিনীকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

(ট) অতিভক্তি, অতিরঞ্জন ও অন্ধবিশ্বাস পরিহার করতে হবে।

১০। উপসংহার:

ওয়াসীলা সংক্রান্ত এ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্ট হল যে, কুরআন ও হাদীসে 'ওয়াসীলা' শব্দটি নৈকট্য, মর্যাদা, পজিশন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আভিধানিক দিক থেকে এটি মাধ্যম, উপকরণ, অবলম্বন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যেহেতু মু'মিনদের বড় আরাধ্য বিষয়, তাই সেটা

---

১৮৬. দেখুন ব্যাখ্যা- টীকা নং ৮৫-১৭৪ পর্যন্ত।

www.bjilibrary.com

অর্জন করতে হলে তাদেরকে ঈমান আনতে হবে, নেক কাজ করতে হবে এবং ঈমান ও নেক কাজ বিরোধী যাবতীয় বিশ্বাস, কর্মকান্ড ও পাপাচার থেকে দূরে থাকতে হবে। এগুলোই হল আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের অলংঘনীয় মাধ্যম। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার সময় ঈমান, 'আমলে সালেহ, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলা দেয়া যেতে পারে। অথবা নেককার ব্যক্তির কাছে গিয়ে দু'আ চাওয়ারও সুযোগ আছে। এর বাইরে কারো যাত বা সত্তার দোহাই ও ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা আদৌ জায়েয নেই। এগুলো মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

তাই আমাদের 'আলিম সমাজের উচিৎ কুরআন ও সাহীহ হাদীসের আলোকে ওয়াসীলাকে অনুধাবন করা এবং দুর্বল ও মনগড়া বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা। এছাড়া ওয়াসীলার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন, আবেগ, উচ্ছাস, অতিভক্তি ও অতি বিশ্বাস পরিহার করে ঈমান ও 'আমলের মূল স্পিরিট আকড়িয়ে ধরা আলেমদের অন্যতম বড় দায়িত্ব। আমি আশা করছি, 'ওলামা সম্প্রদায় পরকালীন নাজাতের দিকটি বিবেচনায় রেখে উন্মুক্ত মন ও মানসিকতা নিয়ে ওয়াসীলার ব্যাপারটি অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين و على اله وصحبه اجمعين–

১১। তথ্যসূত্র :

আল কুরআনুল কারীম ওয়া 'উলূমুহু (القران الكريم و علومه)

১। আল কুরআন আল কারীম।

২। তাফসীর আল কুরআন আল আজীম। ইসমাঈল ইবনু আমর ইবনু কাসীর (জন্ম ৭০১ হিজরী মৃত্যু : ৭৭৪ হিজরী) দারু আলম আল কুতুব, আর বিয়াদ, ২য় সংস্করণ ১৪১৮ হিজরী, ১৯৯৭ সাল। সৌদী আরব।

(الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمروبن كثيربن ضوءبن كثيربن ضوءبن درع القرشى البصروى الدمشقى الشافعى)

৩। আদওয়াউল বায়ান ফি ঈদাহিল কুরআন বিল কুরআন (اضواء البيان فى ايضاح القران بالقران) মুহাম্মদ আল আমীন ইবনু মুহাম্মদ আল মুখতার আশ শিনকীতী (রঃ) (জন্ম ১৩২৫, মৃত্যুঃ ১৭/১২/১৩৯৩ হিজরী) ১ম সংস্করণ ১৪০৩ হিজরী, ১৯৮৩ সাল, সৌদী আরব।

৪। মাআরেফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ), মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, দশম সংস্করণ, আগস্ট ২০০৮ সাল, শ্রাবণ ১৪১৩, শা'বান ১৪২৭, ইফাবা প্রকাশনা ৬৮৬/৯ ইফাবা গ্রন্থাগার ২৯৭, ১২২৭।

www.bjilibrary.com

৫। ফতহুল কাদীর : মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মদ আশ শাওকানী (রঃ) (মৃত্যু ১২৫৫ হিজরী) দারুল ফিকর, বৈরুত।

৬। সাফওয়াতু আত তাফাসীর, মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, দারুল কুরআন আল কারীম, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০২ হিজরী, ১৯৮১ সাল।

৭। আল মু'জাম আল মুফাহরাস লি আলফাযি আল কুরআন আল কারীম। মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী। দার এহ্ইয়া আততুরাস আল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

৮। তাইসীরু আল কারীম আর রাহমান ফি তাফসীরে কালাম আল মান্নান, আবদুর রহমান ইবনু নাসির আসসা'দী (রঃ) (১৩০৭-১৩৭৬ হিজরী) মুয়াস্সাসাতু আর রিসালাহ, বৈরুত, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী।

৯। আততাফসীর আল ওয়াদেহঃ التفسير الواضح। ড. মুহাম্মদ মাহমুদ হিজাযী, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, দার আল কিতাব আরাবী, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ (১৪০২ হিজরী, ১৯৮২ সাল)

আল হাদীস ও উলুমুহ

১। সাহীহুল বুখারী, (صحيح البخارى) আবু 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল আল বুখারী আল যু'ফী (রঃ) (১৯৪-২৫৬ হিজরী) দারু আলম আল কুতুব আর রিয়াদ, সৌদী আরব, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৭ হিঃ - ১৯৯৬ সাল।

২। সাহীহু মুসলিম (صحيح مسلم) আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আননাইসাবুরী (২০৪/২০৬-২৬১ হিজরী) দারু আলম আল কুতুব, আর রিয়াদ, সৌদী আরব, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৭ হিঃ ১৯৯৬ সাল।

৩। সুনানুন নাসায়ীঃ (سنن النسائى) আহমাদ ইবনু শুআইব আন নাসায়ী (২১৫-৩০৩ হি) দার আল ফিকর, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৩৪৮ হিঃ ১৯৩০ সাল। (ইমাম সুয়ুতীর শরাহ ও ইমাম সিন্ধির হাশিয়াসহ)

৪। সুনানু আত তিরমিযীঃ (جامع الامام الترمذى) মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিজরী)

৫। (مختصر سنن ابى داود) মুখতাসারু সুনানি আবি দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআস আসসিজিস্তানী (২০২-২৭৫) হিজরী লিল হাফিজ আল মুনযিরী। মকতাবাত আস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া সড়ক, সামী আল বারুদী, আবেদীন, কায়রো, মিশর।

৬। সুনানু ইবনু মাজাহঃ (سنن ابن ماجه) ইবনু মাজাহ (২০৭-২৭৫হিঃ) দার এহইয়া আততুরাস আল আরাবী (১৩৯৫ হিজরী ১৯৭৫ সাল)

৭। (مسند الامام احمد بن حنبل) মুসনাদ আল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিজরী) দার আল ফিকর আল আরবী। (মুনতাখাব কানযুল উম্মাল)

৮। আল মিফতাহঃ মিফতাহ কুনুযিস সুন্নাহ (مفتاح كنوز السنة) মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী। সুহাইল একাডেমী লাহোর। ৪ বি-শাহ আলম মার্কেট, লাহোর। মূল ইংরেজীতে ড. আর. জে. ভিংসিং)।

৯। নাইলুল আওতারঃ (نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار) মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু

www.bjilibrary.com

মুহাম্মদ আশ শাওকানী (১২৫৫হি.) দার আল জাইল, বৈরুত, লেবানন, ১৯৭৩ সাল।
১০। সিলসিলা: (سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة) সিলসিলাতু আল আহাদীস আদ দায়ীফাহ ওয়াল মাওদু'আহ, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৯৮হি.) আল মাকতাবু আল ইসলামী।
১১। মিশকাতুল মাসাবীহ, অলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল খতীব আততিবরিযী, (৭৪০হিজরী এর পর)

অভিধান বা ডিকশনারী

১। আল মু'জাম আল ওয়াসীত: (المعجم الوسيط) ড. ইবরাহীম উনাইস গং ২য় সংস্করণ মাতাবি দারুল মাআরিফ, মিশর, ১৩৯৩ হিজরী, ১৯৭৩ সাল। (দারুল বাজ, প্রকাশ ও বিতরণ 'আব্বাস আহমাদ আল বাজ, মক্কা আল মুকাররম।
২। তারতীবু আল কামুস আল মুহীত আলা তরীকাতি আল মিসবাহ আল মুনীর, ওয়া আসাসি আল বালাগাহ (ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير واساس البلاغة) আত তাহির আহমাদ আররাজী, দারু আলাম আল কুতুব। আর রিয়াদ, সৌদী আরব।
৩। আল মুফরাদাত ফি গারীবি আল কুরআন (المفردات فى غريب القران) ইমাম আবুল কাসেম আল হুসাইন ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আল মুফাদ্দাল আল মা'রুফ বি আররাগিব আলইস্পাহানী (মৃত্যু: ৫০২ হিজরী) দারুল মারিফাহ, বৈরুত, লেবানন।
৪। আন নিহায়াহ ফি গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার (النهاية فى غريب الحديث والأثر) ইমাম মাজদুদদ্বীন আবুস সাআদাত, আল মুবারক ইবনু মুহাম্মদ আল মা'রুফ বি ইবনু আল আসীর আল জাযারী (জন্ম: ৫৪৪, মৃত্যু- ৬০৬ হিজরী) প্রকাশক: আল মাকতাবা আল ইসলামিয়া।

অন্যান্য পুস্তকাদি

১। আততাওয়াচ্ছুল আল ওয়াসীলা: কায়িদাহ জালীলাহ ফিত্তাওয়াচ্ছুল ওয়াল ওয়াসীলা। (قاعدة جليلة فى التوسل والْوَسِيْلَة) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু আবদুল হালীম ইবনু তাইমিয়া (র:) (৬৬১-৭২৮ হিজরী) আল মাকতাবাহ আল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন।
২। আল বিদআ তাহদীদুহা ওয়া মাওকিফুল ইসলামে মিনহা (البدعة: تحديدها و موقف الاسلام منها) ড: ইজ্জত আলী আতিয়্যাহ, দার আল কিতাব আল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ (১৪০০ হি:) ১৯৮০ সাল।
৩। মাহাব্বাতুর রাসূল বাইন আল ইত্তিবা' ওয়াল ইবতিদা'
(محبة الرسول بين الاتباع والابتداع) শাইখ আবদুর রাউফ মুহাম্মদ 'উসমান, রিয়াসাতু আল আম্মা, রিয়াদ, রাজকীয় সউদী আরব, ১৪১৪ হিজরী।
৪. মারেফাতে হক : জনাব মাওলানা ইসহাক (র.)
৫. ভেদ মারেফাত : জনাব মাওলানা ইসহাক (র.)

www.bjilibrary.com

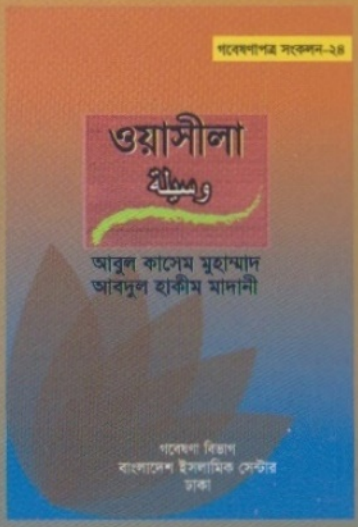

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set

www.bjilibrary.com